শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর মুখপত্র

ত্রৈমাসিক

শ্রীগৌরাঙ্গসেবক

(নব পর্য্যায়)

গৌরাব্দ ৪৭৫

৭ম বর্ষ] ফাল্গুন—১৩৬৬ [১ম সংখ্যা

লোকাংশ্চ লোকানুগতান্ পশূংশ্চ হিত্বা শ্রিতাস্তে চরণাতপত্রম্।
পরস্পরং ত্বদ্‌গুণবাদসীধুপীযূষনির্য্যাপিতদেহধর্ম্মাঃ ॥ শ্রীমদ্ভা ৩।২১।১৭

কর্দ্দম প্রজাপতি বলিতেছেন—হে ভগবন্! তোমার সর্ব্বভয়ঙ্কর যে মহাকাল রূপের ভয়ে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠগণও নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তোমার ভক্ত কিন্তু তাহা হইতে ভীত হন না। তোমার আনন্দময় পুরুষোত্তম রূপের মধুর আকর্ষণে তাঁহারা প্রেমিক ভক্তগণের সহিত তোমার গুণকথারূপ অমৃত আস্বাদন করিতে করিতে সুখ-দুঃখাদি দেহধর্ম্ম নাশ করিয়া গৃহ আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার চরণকমলের শীতল ছায়ায় চিরসুখে বিশ্রাম লাভ করেন।

সম্পাদক—শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামী

সহকারী সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১·৭২ নঃপঃ

৩৩৬

কার্য্যালয়—শ্রীগৌরাঙ্গ মিলন মন্দির ১।১।এ, বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন, কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী

১।১এ, বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন, কলিকাতা—৬

শ্রীগৌরাঙ্গ চতুষ্পাঠী।

সংস্কৃতপাঠার্থী ছাত্রগণ এই চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাণ, দর্শন বিশেষ করিয়া বৈষ্ণবদর্শন অধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন। ইহা ভিন্ন শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান বিজ্ঞমণ্ডলীও শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র এবং দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন এই চতুষ্পাঠীতে করিতে পারেন। অধ্যাপক শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামী পঞ্চতীর্থ মহাশয় সর্ব্বদাই আপনাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

গ্রন্থাগার—

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর গ্রন্থাগারটি দুষ্প্রাপ্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থরাজিতে পূর্ণ। এখানে বসিয়া সকলেই বিনা ব্যয়ে গ্রন্থাদি অধ্যয়নপূর্ব্বক শাস্ত্রানুশীলন করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থাগারের সদস্য হইলে গ্রন্থ গৃহেও লইয়া যাইতে পারিবেন।

১। শ্রীগৌরাঙ্গসেবক ত্রৈমাসিক পত্রিকা। শ্রীগৌরপূর্ণিমায় ইহার বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোন সময়েই গ্রাহক হউন ফাল্গুন সংখ্যা হইতে পত্রিকা লইতে হইবে।

২। শ্রীগৌরাঙ্গসেবকের বার্ষিক মূল্য সডাক ১·৫২ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়।

৩। প্রবন্ধসকল লেখকের নিজ দায়িত্বে প্রকাশিত হইবে। মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী হইবেন না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য তাঁহাদের রচনা উপযুক্ত হইলে সযত্নে প্রকাশিত হইবে। প্রাচীন ভক্তচরিত্র, পৌরাণিক আখ্যান, তীর্থ-ভ্রমণকাহিনী গোস্বামি-গ্রন্থসমালোচনা এবং বৈষ্ণবদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে ভক্তগণের একান্ত প্রয়োজনীয় প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হইবে। লেখকগণ ভাষার লালিত্যের দিকে নজর রাখিবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না।

৫। চিঠিপত্র, প্রবন্ধ এবং মনিঅর্ডার প্রভৃতি সম্পাদক শ্রীগৌরাঙ্গসেবক, ১।১এ, বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন কলিকাতা-৬ এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

ফাল্গুন ১৩৬৬ শ্রীগৌরাঙ্গসেবক ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

এসো গৌরাঙ্গ

মনের জ্বালা কেমন করিয়া শান্ত হয় বলিতে পারেন? সংসারের পথে যে সকল ভাই বন্ধু নিত্য আসা যাওয়া করিতেছেন, তাঁহারা ভাল ভাবেই জানেন—সংসারটি কেমন চিজ্। তবুও তো একে ছাড়িয়া যাওয়ার উপায় নাই!! মহামায়ার দৈবী বিচিত্র বস্তু এটি। সংসারের একঘেয়ে দুঃখ বেদনা ও স্বার্থপরতায় মনে বিরক্তি আসে, শোকে তাপে বৈরাগ্য আসে, কিন্তু তাহা কতক্ষণের জন্য! তাহার পরেই আবার জাগে সংসারসুখের আকাঙ্ক্ষা।

কাণ্ড দেখিয়া অবাক হইয়া যাই। আমাদের দেহতো একটা রক্ত মাংসের পিণ্ড বই আর কিছুই নহে। আবার যে কোনও মুহূর্ত্তেই ইহার স্পন্দন থামিয়া যাইতে পারে। তখন এটা একান্ত অপবিত্র হইয়া পড়িবে। শীঘ্র গৃহ হইতে সরাইয়া দিবার জন্য বন্ধুগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িবেন। এ হেন দেহ লইয়া যে রকম মাতামাতি করি, মনে হ'লে নিজেরই লজ্জা হয়। শাস্ত্র বলেন এই দেহটা নাকি সাধন-ভজনের অমূল্য যন্ত্র। আমরা সে যন্ত্র হ'তে কোন কাজই আদায় করি'তে পারি নাই। তবে অকাজ আদায় করেছি ঢের। এই যন্ত্রের তোয়াজ করিতে গিয়া সংখ্যাহীন অশুভ কর্ম্মের ফলে নিজের গন্তব্য পথ কন্টকাকীর্ণ করেছি। নিজের অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করেছি। আবার মহামায়ার ছলনায় মজিয়া আমারই মত কতকগুলি মাংসপিণ্ডবাহী জীবকে নিজের পত্নী পুত্র কন্যা বলিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাল বাসিয়াছি। কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া তাহাদের সেবায় নিজের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছি। আর তাহার ফলে পাইয়াছি শোক তাপ ও অপরিমিত বেদনা। তাই জিজ্ঞাসা করি—বলিতে পারেন সংসার হইতে পলাইবার কি কোনও পথ আছে?

সংসারের গতিক দেখিয়া পূজ্যপাদ মহর্ষিগণ ইহার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য নানা রকম সাধনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে পথে মহামায়ার প্রভাবমুক্ত হইতে অতি কম লোকই পারিয়াছেন। যোগ জ্ঞান প্রভৃতি সাধনপথের পথিকগণকে নিজের অপ্রতিহত প্রভাবে পরাভূত করিয়া মহামায়া নিজ রাজ্য চালাইতেছেন। "জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।" জগতে কাহার সাধ্য লৌকিক-সাধনের সহায়ে সেই পরম প্রচণ্ডা নারায়ণী মহাদেবীর সম্মুখীন হইতে পারেন! তবে কি মহামায়ার এই গুণময় কারাগার হইতে পলাইবার কোন পথই নাই?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান একটা পথের সন্ধান দিয়াছিলেন। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" দেখ বাপু আমার শক্তিরূপিণী মায়াকে ফাঁকি দিয়া অতিক্রম করিবার বৃথা চেষ্টা করিওনা। যাঁহারা আমার শরণাগত ভক্ত একমাত্র তাঁহারাই এই মায়াবন্ধন অতিক্রম করিতে পারিবেন। অন্যে সহস্র চেষ্টা করিলেও পারিবে না। ছান্দোগ্য উপনিষদও এই কথাই বলিয়াছিলেন—"শ্যামং প্রপদ্যে ··· ধূত্বা শরীরং অকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যে।" শ্যামবর্ণ পরব্রহ্মের শরণাগত হই···ভাগবতী তনু লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন

করিতে পারিব। ঋক্‌সংহিতায় শ্রীবিষ্ণুর পরম পদের দিকে শরণাগতি লাভের জন্য ঋষিগণকে উৎকণ্ঠাভরে চাহিয়া থাকিতে দেখি। অন্যান্য উপনিষদও সেই পুরুষোত্তমকে একবার দেখিবার জন্য বারংবার উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু শরণাগতি লাভ না হইলে তিনি দর্শন দিবেন না। তাই গীতায় শরণাগতির কথাই দৃঢ়রূপে বলা হইয়াছে।

সাধনান্তরের পথে অগ্রসর হইতে গিয়া বিশ্বামিত্র সৌভরি প্রভৃতি বড় বড় ঋষিগণ মহামায়ার কাছে যেরূপ মার খাইয়াছেন তাহা পুরাণে পড়িয়াছি। বড় বড় মহারথীর যখন সে পথে এই দুরবস্থা তখন আমাদের মত তুচ্ছ জীবের সে কল্পনাও বিড়ম্বনা। আমাদের একমাত্র উপায় শরণাগতি লাভ। কিন্তু তাহা কোথায় পাইব?

সাধন করিয়া যে তাহা লাভ করিব তাহারও সম্ভাবনা নাই। যুগপৎ মহামায়ার আকর্ষণ এবং মনের লুব্ধতায় আমাদের সকল সাধনই ব্যর্থতায় পরিণত হয়। তাই আজ নিরুপায় হইয়া ভাবিতেছি কেমন করিয়া তাঁহার শরণাগতি পাইব!!

শুনিয়াছি এক সময় ইহা বড়ই সুলভ হইয়াছিল। যেদিন 'অনর্পিতচরী' প্রেমধন বিতরণ করিতে আসিয়া নিতাই গৌর দুটী ভাই সংকীর্ত্তনরঙ্গে সুরধুনীর দুটী কূল প্রেমানন্দে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন, সেদিন যে একবার তাঁহাদের চরণে লুটাইয়া পড়িতে পারিয়াছে তাহারই প্রাণ কৃষ্ণপ্রেমে কাঁদিয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহাই বা বলি কেন! তাঁহাদের ভুবনমোহন কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিয়া বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী পথের পাশে ছুটিয়া আসিয়াছে। দুইটি নয়ন ভরিয়া তাঁহাদের চন্দ্রজ্যোৎস্নাতিরস্কারী রূপমাধুরী দর্শন করিয়াছে। কি যেন এক অমৃতের আস্বাদনে তাহাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এই সকল ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতীগণ প্রভুর করুণাবলে বিনা সাধনেই সেদিন এই শরণাগতি লাভ করিয়াছিলেন এবং মায়ার বন্ধন অতিক্রম করিয়াছিলেন। কঠোপনিষদে উক্ত আছে—সেই স্বর্ণবর্ণ পুরুষকে দেখিলেই জীব পুণ্য পাপের অতীত হইয়া পরমা শান্তি লাভ করে। সেদিন জীবের এই পরম দুর্ল্লভ শুভলগ্ন সমাগত হইয়াছিল। সেই শুভদিন কি আর ফিরিয়া আসিবে!!

মহামায়া আমাদের অন্তরকে বিষয়সুখের প্রলোভন দিয়া নিজের ক্রীতদাস করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি জানেন জীবের মন ও ইন্দ্রিয় সুখের পিপাসায় পাগল, তাই বিষয় সুখের মদিরা তিনি অবিরত পান করাইয়া এই অমৃতের সন্তানগণকে পাগল করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু যাহার অন্তরে অমৃতের আকুল পিপাসা, বিষয়-মদিরায় তাহা কেমন করিয়া মিটানো যাইবে? তাই আজ অন্তর কাঁদিতেছে। বলিতে পারেন কি উপায়ে প্রাণের পিপাসা মিটাইব?

এই তো সেই ফাল্গুন মাস ফিরিয়া আসিয়াছে। দখিণা পবনের মৃদুস্পর্শে প্রাণ শিহরিয়া উঠিতেছে। ভক্তকবি গাহিয়াছিলেন—"অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মধুর বহনা। হরিবৈমুখী আমার অঙ্গ মদনানলে দহনা।" আজ নির্জনে নিশিথে বসিয়া ভাবি আমাদের অন্তরেও ফাল্গুনের হাওয়া এমন করিয়া আগুন জ্বালিয়া দিল কেন? প্রাণ সে দহনে আকুল তবুও একটা অতি মধুর সুখের রেশের স্পর্শ যেন অন্তরকে মাতাইয়া রাখিয়াছে।

আজ ফাল্গুনী পূর্ণিমা। চাঁদ আনন্দের হিল্লোল তুলিয়া যেন আকাশের গায়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে। বাসন্তী পুষ্পের মদির গন্ধে মলয়ানিল নিজে মাতাল হইয়া বিশ্বকেও মাতাল করিতেছে। এমনি মধুর রজনীতেই তো তিনি আসিয়াছিলেন। এমন সুখের দিনে ঘরের কোনে বসিয়া থাকিব কেন? চল নদীয়ার সুরধুনীর তীরে যাই।

যদিই একবার সেই গৌরাঙ্গমাধবকে দেখিতে পাই! আর যদি অপরাধের ফলে প্রভু দেখা নাই দেন, পতিতপাবনী মা গঙ্গার নিকট কাঁদিয়া জানাইব—মাগো! তুমিতো পাপতাপবিনাশিনী অপরাধধ্বংশিনী কৃষ্ণপ্রেমদায়িনী। কত জনের অপরাধ ঘুচাইয়া পাপ-তাপের অবসান করিয়া সেদিন গৌরাঙ্গমাধবের চরণে শরণাগতি দান করিয়াছ। তবে আজ এই দীন সন্তানকে উপেক্ষা কেন করিতেছ মা শুনিয়াছি অন্তরে পরম উৎকণ্ঠা না জাগিলে তিনি দেখা

দেন না। উৎকণ্ঠায় আমার অন্তর ভরিয়া দাও, যেন ব্রজের গোপিকাদের মত নয়নের জলে ভাসিয়া বলিতে পারি "ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে"।

ওগো গৌরাঙ্গমাধব! একবার এস, একবার এসো প্রভু! আসিয়া দেখিয়া যাও তোমার জগৎ আজ কি জ্বালায় জ্বলিতেছে অন্তরে বিষয়কামনার নরকের আগুন জ্বলিতেছে। তাহাতে পাগল হইয়া জ্বালার উপশমের জন্য জীব দিকে দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। দৈবী সম্পদের সাধনা ভুলিয়া আসুরী সম্পদের সাধনা করিতেছে। তাহার ফলে প্রমত্ত হইয়া তাহারা অসুর হইয়া গিয়াছে। কত নিরপরাধ নিরীহ জীবের বুকে তাহারা ছুরি বসাইতেছে যাহার কোনো অভাব নাই, সেও লোভবশে দরিদ্রের মুখের অন্ন কাড়িয়া লইতেছে। তোমার ভজনের মধ্যেও ছলনা ঢুকিয়াছে। সেই অকৈতব প্রেমমাধুরী অন্তর্হিত হইয়াছে। এমন বিষম দিনে তুমি কি একটিবারের জন্যও আসিবেনা! আমাদের সব অপরাধ ক্ষমা করিয়া তুমি একটিবার তেমনি করিয়া ফিরিয়া এসো। তোমার পদধূলির স্পর্শে জীব আবার সুখের জগতে ফিরিয়া যাউক। আর আকাশে বাতাসে সেই মহাশান্তির মন্ত্র ঘোষিত হউক।

স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাং।
ধ্যায়ন্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া
মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদধোক্ষজে
আবেশ্যতাং নো মতিরপ্য-হৈতুকী॥

বিশ্বের কল্যাণ হউক, খল ব্যক্তি ক্রূরতা পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্নচিত্তে অবস্থান করুন। জীবগণ পরস্পর নিজ কল্যাণের নিমিত্তে প্রেমামৃত লাভের চিন্তা করুন, সকলের মন নির্বিঘ্নে ভগবানের শ্রীচরণ ভজনা করুক। আমাদের বুদ্ধি কৃষ্ণাবেশে ডুবিয়া যাউক্।

শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামীর দীক্ষাগুরু প্রসঙ্গ

শ্রীযুগল কিশোর দে

শ্রীপূর্ব্বানুবৃত্তি (১৩৬৫ সাল ২য় সংখ্যার পর)

কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন যে, "যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস। তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহারি প্রকাশ" এই প্রকাশ অর্থে শ্রীমৎ চক্রবর্ত্তী পাদ যাহা বলিয়াছেন—তাহাও নাকি ঠিক নয়। কেহ কেহ বলেন—শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব প্রকাশ নহে—"বিলাস।" তদুত্তরে করজোরে নিবেদন এই যে—ইহা কি সিদ্ধান্তসম্মত? বিলাস হইতে প্রকাশ তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ। শ্রীনিত্যানন্দ সেই প্রকাশতত্ত্বই। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীজীব চরণ সিদ্ধান্ত করেছেন—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম উভয়েই স্বয়ংভগবৎতত্ত্ব এবং শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণেরই **সম প্রকাশ** (শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ—পৃষ্ঠা ২৪ ও ১৮৫ শ্রীমৎ প্রাণগোপাল সংস্করণ)। বিলাসতত্ত্ব হলো তদেকাত্ম-রূপের। প্রকাশ হয় প্রধানতঃ স্বয়ংরূপের। তদেকাত্ম-রূপ স্বয়ং রূপে অপেক্ষমান। কিন্তু স্বয়ংরূপ তদেকাত্ম-রূপের অপেক্ষমান নহেন—"অনন্যাপেক্ষী যদ্রূপং স্বয়ং রূপং স উচ্যতে" (লঘুভা)। এই স্বয়ং ভগবানেরই বৈভব-প্রকাশ হলেন শ্রীবলরাম। "একই স্বরূপ দুই ভিন্ন মাত্র কায়। আদ্য কায়ব্যূহ কৃষ্ণলীলার সহায়॥" (চৈঃ চঃ আদি ৫ম পরি)॥ এই কায়ব্যূহ অর্থে প্রকাশ। ইহার পরেই আবার বলেছেন—"বৈভব প্রকাশ কৃষ্ণের শ্রীবলরাম। বর্ণ মাত্র ভেদ সব কৃষ্ণের সমান। কখনও কখনও তিনি প্রাভব-বিলাসও হন। "বৈভব প্রকাশ আর প্রাভব বিলাসে। এক-মূর্ত্ত্যে বলদেব ভাবভেদে ভাসে॥" (চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পরি)।

প্রথম অংশ ১৩৬৫ সনের জ্যৈষ্ঠ ৫ম বর্ষ—২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অনিবার্য্য কারণ বশতঃ ইহার প্রকাশে দেরী হইয়া গেল। সেজন্য সহৃদয় পাঠকগণের কাছে লেখক ক্ষমাপ্রার্থী।

লীলান্তরোধে কখনও কখনও তিনি প্রাভববিলাস হলেও তিনি মূল স্বরূপে বৈভব প্রকাশই। স্বয়ং ভগবান কখনও কখনও প্রকাশ, বিলাস, তদেকাত্ম ইত্যাদি হলেও মূলে যেমন তিনি স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণই। শ্রীবলরামও তাই। তাই ভাগবতে শ্রীমৎ সুত গোস্বামী শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়কেই ভগবান বলেই বলেছেন (ভাঃ ১।৩।২৩)। একই ভগবত্তত্ত্ব বলেই শ্রীশুকদেব তাহাদিগকে যুগল রূপে বর্ণনা করেছেন ভাঃ ১০।৮।২৬ শ্লোকে। যজ্ঞপত্নীগণের উপহার গ্রহণ প্রসঙ্গে শ্রীশুকোক্তি ১০।২৩।৩৮ ভাঃ শ্লোক, শ্রীঅক্রূরের ব্রজগমন প্রসঙ্গে তাদৃশ উক্তি ভাঃ ১০।৩৮।২৭ শ্লোকে, কংশরঙ্গস্থলগত শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে শ্রীশুকোক্তি ভাঃ ১০।৪৩।১৬ শ্লোকে। লৌকিক লীলাতেও চন্দ্র-সূর্য্যেরই যুগল রূপে বর্ণনা হয়। সূর্য্য শুক্র নহে। এই জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব্বাংশীয়-নিবন্ধন সাম্য হেতু হরিবংশেও বাসুদেব মাহাত্ম্যে শ্রীরামকৃষ্ণের "সূর্য্য-চন্দ্রমা" এই দৃষ্টান্ত উপন্যস্ত হইয়াছে। শ্রীভাগবতে উভয়কে সমলক্ষণান্বিত রূপেই বর্ণনা করেছেন।

এখন আমরা সন্দেহাতীত রূপেই বলতে পারি শ্রীমৎ কবিরাজ পাদের দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুই। এখন তাহলে প্রশ্ন হবে, শ্রীরূপ চরণ, শ্রীমৎ দাস গোস্বামী ও শ্রীমৎ রঘুনাথ ভট্ট পাদের সম্বন্ধীয় পূর্ব্বে উল্লিখিত কথার তাৎপর্য্য কি? একে একে আলোচনা করিতেছি।

প্রথমতঃ শ্রীরূপ সম্বন্ধে "কৃষ্ণদাস রূপ গোসাঞির ভৃত্য।" এই উক্তির তাৎপর্য্য কি? উত্তরে বলা যায়, ইহা রাগানুগা ভজন শিক্ষার নৈকট্য হিসাবে। যেননা, শ্রীমৎ রঘুনাথসহ শ্রীপাদ কবিরাজের ভজন শিক্ষা সম্বন্ধে অধিকতম নৈকট্য সম্বন্ধ। রঘুনাথ দাস আবার শ্রীরূপকেই অধিকতম নিকট বলে মানতেন। শ্রীরূপ গোস্বামীই ছিলেন রঘুনাথের রাগমার্গের ভজন গুরু। ইহা দাস গোস্বামী নিজেই স্বীকার করেছেন 'স্তবাবলী'র এই শ্লোকে 'যদবধি মম কাপি মঞ্জরী রূপপূর্ব্বা।"

কাজেই ভজন শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীরূপ হলেন একাধারে গুরু এবং রঘুনাথের সম্বন্ধে পরম গুরু। সুতরাং "কৃষ্ণদাস রূপ গোসাঞির ভৃত্য।" ইহা আদর বা মর্য্যাদাসূচক। বিশেষতঃ শ্রীরাধা-গোবিন্দের অষ্টকালীন লীলা স্মরণ গ্রন্থ 'শ্রীগোবিন্দলীলামৃত' লিখবার প্রেরণা ও আদেশ তিনি শ্রীরূপ হতেই পেয়েছেন এবং শ্রীরূপ তাঁহাকে নিজেই তৎ নির্দ্দেশক আটটি শ্লোক রচনা করে দিয়েছিলেন। ইহাও শ্রীরূপের প্রতি বিশেষ মর্য্যাদা প্রদর্শনের কারণ হতে পারে। তাছাড়া গৌড়ীয়গণের পক্ষে যে কোন সাধক বা সিদ্ধকেই তো শ্রীরূপের আনুগত্যে ভজন করবার কথা। শ্রীদাস গোস্বামী তাহার 'মন শিক্ষায়' সেই নির্দ্দেশই রেখে গেছেন "সমং শ্রীরূপেণ" কথার দ্বারা। সুতরাং সেই কারণেও এই জাতীয় মর্য্যাদাসূচক কথা বলা হতে পারে। অথবা চরিতামৃতের বিশেষ উপাদান তাহা সকলই প্রায় শ্রীরূপের এবং রঘুনাথ হতে নেওয়া। বিশেষ করে অন্ত্যলীলার ঘটনা। দেখা যায় সেই অন্ত্যলীলা বর্ণনের সর্ব্বত্রই শ্রীরূপ ও রঘুনাথের শ্লোকে অলংকৃত। শ্রীরূপের কৃপাশক্তি শ্রীমৎ-কবিরাজে যে কি পরিমাণে সঞ্চারিত ছিল তাহা চরিতামৃতের মধ্য ১৪ পংক্তিতে দেখা যায়—

"এত ভাব ভূষায় ভূষিত রাধার অঙ্গ...যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণমন।" এই ৪৮টি পয়ারের মধ্যে যাহা কিছু প্রমাণ শ্লোক, তার একটি শ্রীরূপের এবং পরেরটিই শ্রীপাদের নিজের। এইভাবে পাঁচটি শ্রীরূপের আর চারটি শ্রীপাদের। ইহার মধ্যে আর অপর কোন শ্লোক সংযোজিত হয় নাই। শ্রীরূপের কৃপাসান্নিধ্যে দাস গোস্বামিপাদ যাদৃশ ভূষিত সেই দাস গোস্বামীর আনুগত্যেই আবার শ্রীরূপের দ্বারা শ্রীপাদ কবিরাজ তাদৃশ বিভূষিত। দেখা যায় যেখানে "কৃষ্ণদাস রূপ গোসাঞির ভৃত্য, কথা বলা হয়েছে সেখানেও গোবিন্দলীলামৃতের শ্লোক প্রমাণ রূপে তোলা হয়েছে। আর সেই গ্রন্থ শ্রীরূপেরই কৃপাশক্তির দান। সুতরাং কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি স্বরূপও ইহা লেখা হতে পারে। সুতরাং এক স্থানের একটি কথার দ্বারাই তাহাকে দীক্ষাগুরু বলা যুক্তিসিদ্ধ নয়। রাগানুগা ভজন শিক্ষাগুরু সম্বন্ধেই শ্রীরূপের প্রতি ঐ উক্তি দীক্ষাগুরু সম্বন্ধে নহে।

এখন তাহলে দ্বিতীয়তঃ প্রশ্ন হবে। শ্রীমৎ রঘুনাথ দাসের সম্বন্ধে "সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার।" এই উক্তির তাৎপর্য্য কি? শুধু তাহাই নয় শ্রীপাদের রঘুনাথ দাসের চরিতাখ্যান লিখন মাধুরী দেখলে স্বাভাবিক-

ভাবেই মনে হয়, যেন তিনিই কবিরাজ গোস্বামীর দীক্ষা-গুরু। আদি ১০ম পরিঃ বর্ণনা প্রসঙ্গে সমস্ত ভক্তগণের চরিত্র সংক্ষেপে বর্ণনা, আর রঘুনাথের সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত অধিক বর্ণনা। বিশেষ করে অন্ত্য ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে রঘুনাথের সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলনকাহিনী লিখতে গিয়ে বলেছেন যে—

"এই মত বিরহে গৌর লইয়া ভক্তগণ। রঘুনাথের মিলন তবে শুন ভক্তগণ॥" এই পয়ার লিখবার আগে শ্রীমৎ কবিরাজ তাঁর সুনিপুণ লেখনীতে গম্ভীরায় রামানন্দের ও স্বরূপের সঙ্গে একটি কৃষ্ণবিরহের বা কৃষ্ণবিরহী গৌরের ছবি এঁকেছেন। এঁকে যেন ভক্তগণকে বলছেন "এই মত" অর্থাৎ এই ছবির ভাবমাধুরীতে হৃদয় ভ'রে নিয়েই রঘুনাথ-মিলনকাহিনী শোন। চরিতামৃতের অপর কোন পার্ষদের চরিতাস্বাদনের পূর্ব্বে এই ভাবের আহ্বান নেই। অন্য একটি স্থানেও বৈশিষ্ট্য আছে। তাহা আহ্বানের নয় বন্দনার বৈশিষ্ট্য। তাহা শ্রীমৎ হরিদাস নির্য্যাণ লীলা অন্ত্য ১১পরিচ্ছেদে। এত বিস্তৃতি অন্য কোন অধ্যায়ে নেই। শ্রীভগবানের মুখমাধুরী দেখতে দেখতে ভক্তের মহাপ্রয়াণ, আর ভগবানের সেই ভক্তের জন্য কি বেদনার্ত্ত ব্যবহার! ইহা যেন প্রাণের উল্লাসে বন্দনায় প্রকাশ করা। ইত্যাদি কারণে যেন রঘুনাথ দাসকেই গুরু বলে মনে হয়। ইহার উত্তরেও শ্রীরূপের সম্বন্ধে যে উত্তর তাহাই প্রযোজ্য। তবে শ্রীরূপ হ'তেও শ্রীরঘুনাথের পক্ষে তাঁহার অধিকতর নৈকট্য। তাহা দেখতে পাই মুক্তাচরিতের শেষে দাস গোস্বামীর উক্তিতে "যস্য সঙ্গ বলতোঽদ্ভুতা ময়া মৌক্তিকোত্তমকথা প্রচারিতা।"

তস্য কৃষ্ণকবিভূপতে র্ব্রজে সঙ্গতি র্ভবতু মে ভবে ভবে॥" এই শ্লোকটীতে যেমন নিকটসম্বন্ধের কথা অভিব্যক্ত আবার তৎসঙ্গে ইহাও বুঝা যায় যে, ইহা দীক্ষাগুরুর সম্বন্ধসূচক নয়। শিক্ষাগুরু-সম্বন্ধে, প্রিয় ভক্তের সঙ্গে কৃষ্ণকথা আলাপনের লালসাত্মক অভিলাস, শ্লোকটিতে কবিরাজের প্রতি একটা মর্য্যাদার ভাব আছে। নয়তো "কৃষ্ণ কবিভূপতি" না বলে বলতেন 'কৃষ্ণদাস'। ইহার একমাত্র কারণ বোধ হয় "কৃষ্ণভক্ত অঙ্গ হেরি কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি, শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্ত্তন" (প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা)। তাই দেখা যায় বিভিন্ন গুরুর দ্বারা দীক্ষিত হয়েও রাগানুগামার্গের ভজনে পরস্পরের একপ্রাণতার জন্য ঠাকুর নরোত্তমেরও রামচন্দ্রের সঙ্গপ্রার্থনা। এখানে যেমন মুক্তাচরিতের মত রসমাধুর্য্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনার পরেই সেই রস-গ্রাহী ভক্তের সঙ্গ প্রার্থনা। এখানেও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার মত রসভাবব্যঞ্জক গ্রন্থ রচনার পরে সেই রসিক ভক্তেরই সঙ্গ প্রার্থনা। ইহার কারণ আর কিছুই নয় "বিদগ্ধ আত্মীয় বাক্য শুনিতে কত সুখ।" (চৈঃ চঃ অন্ত্য৫ম পরি) কেননা রাগমার্গের ভজনটি "যৌথিকি ভজন" একা একা "কুমারী-কঙ্কনবৎ" ভাঃ ১১/৯/১০ শ্লোকের মত নয় (বিশ্বনাথ টীকা দ্রষ্টব্য)। এই প্রকার নিঃসঙ্গতায় ভজন-মাধুর্য্য হয় না। (বৃহদ্‌ভাগবতামৃতেও শ্রীমৎ সনাতন এই সিদ্ধান্ত করেছেন) তবে সজাতীয়াশয় সাধু ভিন্ন অন্যের সঙ্গ সর্ব্বথা ত্যাজ্য। তাই দেখা যায়—আমাদের প্রাণকোটিনিরাজিতচরণ শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরকে বলেছিলেন "আমার যা কিছু কার্য্য সব তোমা লইয়া।" (অন্ত্য ১১ পরিঃ) শুধু তাহাই নহে, যিনি একটু কোলাহল হলেই বলতেন "আলালনাথে" চলে যাবার কথা, সেই তিনিই আবার কত সাধ করে কত দৈন্য করে শ্রীরামানন্দকে বলেছিলেন—

"তুমি আমি দোঁহে রবো এক সঙ্গে। সুখে কাটাইব কাল কৃষ্ণকথারঙ্গে॥" (মধ্য ৮ম পরিঃ) এই সঙ্গে থাকার প্রত্যেকটি কাহিনীতেই আবার দেখা যায়, একটা পরিপূর্ণ মর্য্যাদা রয়েছে এর পেছনে দৃঢ়ভিত্তিভূমি রূপে। পরস্পরের প্রতি এই সঙ্গসুখের আকুলতা দেখে অনুমান করা যায়, ইহা দীক্ষাগুরুবিষয়ক নহে। দীক্ষাগুরু স্থলে কিছু মর্য্যাদা বোধ থাকিবেই। মহাপ্রভু বলেছেন,"মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে," (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পরিঃ)। ইহাতে বুঝা গেল রঘুনাথের সঙ্গেও শ্রীরূপেরই মত ভজনশিক্ষাগুরু সম্বন্ধ এবং অধিকতর নৈকট্যবশেই (চৈঃ চঃ আদি ৮ম, ১৩, ১৭। মধ্য ২য়, ২৬ এবং অন্ত্য ৪র্থ, ১৬. ২০ পরিঃ)। চরিতামৃতের বহুস্থানেই রঘুনাথদাসের আনুগত্য, ইহা দীক্ষাগুরু তাৎপর্য্যে নয়—ভজনশিক্ষা গুরু সম্বন্ধেই। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়—শ্রীরাধা-গোবিন্দ লীলাতে শ্রীরূপ মঞ্জরী এবং রতি মঞ্জরীর আনু-গত্যেই ভজন; আবার গৌরলীলাতে শ্রীরূপ ও রঘুনাথের আনুগত্যেই ভজন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের নিকট শ্রীরূপই রূপমঞ্জরী এবং রঘুনাথইরতিমঞ্জরী। (ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা, ৮, ১৩ নং দ্রষ্টব্য)

ক্রমশঃ

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন

[সমালোচনা]

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামি পঞ্চতীর্থ

ইহার পরের লক্ষণটিতেও এইরূপ কথাই বলা হইয়াছে। "তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্‌গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপানিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" পরাবিদ্যা জানিবার জন্য যজ্ঞীয় কাষ্ঠ হস্তে লইয়া বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবেন। এখানে গুরুর বিশেষণরূপে 'শ্রোত্রিয়' ও 'ব্রহ্মনিষ্ঠ' এই দুইটি পদ থাকায় এবং যজ্ঞীয় কাষ্ঠ হস্তে লইয়া গুরুর নিকট যাইবার উপদেশ থাকায় ব্রাহ্মণ গুরুর কথাই যে বলা হইয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। মন্ত্রমুক্তাবলীর তৃতীয় লক্ষণটি হইতেছে 'অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচারতৎপরঃ। আশ্রমী ক্রোধ-রহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ইত্যাদি।"

অর্থাৎ গুরু হইবেন বিশুদ্ধকুলজাত স্বয়ং পাতিত্যাদি-দোষরহিত স্বীয় আচারে রত গৃহস্থাশ্রমে স্থিত—ক্রোধ-রহিত বেদ এবং সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী—ইত্যাদি।

এই লক্ষণে "বিশুদ্ধ বংশ জাত" শব্দে যে গুরুলক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণকেই বুঝাইতেছে ইহা সহজেই বুঝা যায়। ইহার পরে অগস্ত্যসংহিতা হইতে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসকার দীক্ষা-গুরুর যে লক্ষণটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ আছে যথা—"দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েষ্বপি নিস্পৃহঃ অধ্যাত্মবিৎ ব্রহ্মবাদী বেদশাস্ত্রার্থকোবিদঃ উদ্ধর্ত্তুং চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ। তত্ত্বজ্ঞঃ যন্ত্রমন্ত্রাণাং মর্ম্মভেত্তা রহস্যবিৎ। পুরশ্চরণকৃদ্ধোমমন্ত্রসিদ্ধঃ প্রয়োগবিৎ। তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে।"—অভীষ্ট দেবতার উপাসক, শমদমাদি গুণ-যুক্ত, বিষয়ে স্পৃহাহীন, অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্, বৈদিক ধর্ম্মের উপদেষ্টা বেদ শাস্ত্রের গূঢ় অর্থে নিপুণ, মন্ত্রের উদ্ধার এবং সংহারে সমর্থক, যন্ত্র মন্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, সাধন পথের সংশয়-নিরসনে সমর্থ, গূঢ়ার্থবিদ, পুরশ্চরণকৃৎ, হোম মন্ত্রাদির প্রয়োগবিষয়ে নিপুণ এই প্রকার তপস্বী সত্যবাদী গৃহস্থ ব্রাহ্মণোত্তমকেই গুরুরূপে বরণ করিবে।

এ লক্ষণেও দেখা গেল গুরুলক্ষণবিশিষ্ট গৃহস্থ-ব্রাহ্মণকেই দীক্ষাগুরুরূপে বরণ করিবার বিশেষ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

এই পর্য্যন্ত দীক্ষা গুরুর যে বিশেষ লক্ষণগুলি বলা হইল শ্রীযুক্ত নাথ মহাশয় ইচ্ছাপূর্ব্বক সেগুলি এড়াইয়া গিয়াছেন। মাত্র "অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ" এই লক্ষণটাতে ব্রাহ্মণ শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ নাই বলিয়া তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার পর ব্রাহ্মণেতর জাতির দীক্ষাদান বিষয়ে নিষেধক বচনগুলি ২৫৩ পৃষ্ঠায় 'বিরোধ ও সমাধান' শিরোনামে উল্লেখ করিয়া স্বৈরযুক্তির দ্বারা তাহা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং স্বকল্পিতসমাধান করিয়াছেন। যথা—

"যাহার মধ্যে গুরুর শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ বিদ্যমান, যে বর্ণেই তাঁহার উদ্ভব হউক না কেন, তিনিই গুরু হওয়ার যোগ্য। ইহা হইতেছে সাধারণ বিধি। আর নারদ-পাঞ্চরাত্রে যে জাতি কুলাদি বিচারের কথা দৃষ্ট হয় তাহা হইতেছে বিশেষ বিধি। জাতি কুলাদির অভিমান যাহাদের আছে যাহারা সমাজের বা লোকের অপেক্ষা ত্যাগ করিতে পারে না, তাহাদের জন্যই এই বিশেষ বিধি। তাহারা যদি নিজেদের অপেক্ষা হীনবংশোদ্ভব কাহারও নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, সমাজের নিকট তাহাদের লাঞ্ছিত হইতে হইবে - সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তও হইতে পারেন। সুতরাং তাহাদের ইহকালের অর্থ নষ্ট হয়। আর লোককর্ত্তৃক উপেক্ষিত হওয়ায় তাহারা যদি দীক্ষাগ্রহণে অনুতপ্ত হইয়া গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধাদি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহাদের পরকাল নষ্ট হইয়া যায়।"

বিজ্ঞ বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত নাথ মহাশয়ের ব্যাখ্যায় এতটা স্বৈরাচার ঘটিবে আমরা আশা করিতে পারি নাই।

শ্রীনাথ মহাশয় পাণ্ডিত্যবলে যে সকল প্রমাণকে খণ্ডন করিতে যাইতেছেন তাহার টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন "এবং বিপ্র এব গুরুঃ স্যাদিত্যায়াতং তদভাবে কিং কার্য্যমিতি লিখতি।" (হঃ ভঃ বিঃ ১৩৬টী) অর্থাৎ "একমাত্র ব্রাহ্মণই দীক্ষাগুরু হইবেন। ইহা পূর্ব্বের শাস্ত্র প্রমাণ হইতে পাওয়া গেল।" —শ্রীপাদ সনাতনের এই স্পষ্টোক্তির পরও কি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের প্রমাণগুলির স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা চলিতে পারে? যদি সেই প্রকার গুরুলক্ষণান্বিত ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায় তাহা হইলে কি করা যাইবে, তাহাই এখন গোস্বামিপাদ বলিতেছেন।'

"ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহং তদভাবাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ শান্তাত্মা ভগবন্ময়ঃ। ভাবিতাত্মা চ সর্ব্বজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সংক্রিয়াপরঃ। সিদ্ধিত্রয়সমাযুক্ত আচার্য্যত্বেঽভিষেচিতঃ। ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োঽনুগ্রহে ক্ষমঃ। ক্ষত্রিয়স্যাপি চ গুরোরভাবাদীদৃশো যদি। বৈশ্যঃ স্যাত্তেন কার্য্যশ্চ দ্বয়ে নিত্যমনুগ্রহঃ।

স্বজাতীয়েন শূদ্রেণ তাদৃশেন মহামতে। অনুগ্রহাভিষেকৌ চ কার্য্যৌ শূদ্রস্য সর্ব্বদা।" অর্থাৎ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ পাঞ্চরাত্রোক্ত জ্ঞানে অভিজ্ঞ গুরুলক্ষণান্বিত ব্রাহ্মণ সকল বর্ণকে দীক্ষা দান রূপ অনুগ্রহ করিবেন। এইরূপ ব্রাহ্মণের অভাব ঘটিলে শমদমাদি গুণযুক্ত ভগবদ্‌গতমনা সংক্রিয়া পরায়ণ, শাস্ত্রজ্ঞ, দীক্ষা প্রণালী প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ শুদ্ধচিত্ত ক্ষত্রিয় আচার্য্য (দীক্ষাগুরু) রূপে অভিষিক্ত হইবেন। এই ক্ষত্রিয়গুরু কিন্তু কেবল ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রজাতির দীক্ষাবিধানে সমর্থ হইবেন। আবার এইরূপ ক্ষত্রিয় গুরুর অভাব হইলে শুভলক্ষণান্বিত বৈশ্য আচার্য্য হইতে পারিবেন। তবে তিনি কেবল বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়কে দীক্ষা দিতে পারিবেন। হে মহামতে! এইরূপ বৈশ্যগুরুর অভাব হইলে শূদ্র গুরু হইবেন; কিন্তু তিনি সব সময়েই কেবল শূদ্রের দীক্ষা দানরূপ অনুগ্রহ ও অভিষেক করিতে পারিবেন।

এই শ্লোকগুলির টীকাতেও শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—"দ্বয়ে বৈশ্যশূদ্রয়োরিত্যর্থঃ অন্যত্র প্রাতিলোম্য-দোষাপত্তেঃ তচ্চাগ্রে নিষিদ্ধমেব।" অর্থাৎ গুরুলক্ষণান্বিত বৈশ্য কেবল বৈশ্য ও শূদ্রকে দীক্ষা দিবেন। ইহা ভিন্ন ব্রাহ্মণদিগকে দীক্ষা দিতে গেলে তাহাদের প্রাতিলোম্য দোষ ঘটে। তাহা অগ্রে একেবারেই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত নাথ মহাশয় এখানে স্বৈর বিচার দ্বারা শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রভুকেও অতিক্রম করিয়া প্রাতিলোম্যেই দীক্ষার মুখ্য বিধান প্রদান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন।

ইহার পর শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসকার আরও বলিতেছেন—'বর্ণোত্তমেঽথ গুরৌ সতি বা বিশ্রুতেঽপি বা। স্বদেশতোঽথবান্যত্র নেদং কার্য্যং শুভার্থিনা। বিদ্যমানে তু যঃ কুর্য্যাৎ যত্র তত্র বিপর্য্যয়ম্। তস্যেহামুত্র নাশঃ স্যাত্তস্মাৎ শাস্ত্রোক্তমাচরেৎ॥ ক্ষত্রবিট্‌ শূদ্র জাতীয়ঃ প্রাতিলোম্যে ন দীক্ষয়েৎ।

অর্থাৎ—উক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট গুরু যদি স্বদেশ অথবা বিদেশে বর্ত্তমান থাকেন, তাহা হইলে কল্যাণার্থী হীন বর্ণ অনুলোম-দীক্ষাও (সবর্ণ এবং নিম্নবর্ণকে দীক্ষাদান কার্য্যও) কদাচ করিবেন না। বর্ণোত্তম গুরু স্বদেশে অথবা বিদেশে বিদ্যমান থাকিতে যে ব্যক্তি যেখানে সেখানে এই রূপ দীক্ষাদানরূপ বিপর্য্যয় ঘটান্ তাঁহার ইহলোকে এবং পরলোকে নাশ হয়—সুতরাং শাস্ত্রোক্ত আচার করিবে। ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণ কদাচিৎ প্রাতিলোম্যে দীক্ষা দান করিবেন না। অর্থাৎ নিম্ন বর্ণ উচ্চবর্ণকে কদাচ দীক্ষা দান করিবেন না।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের এই স্পষ্টোক্তি খণ্ডন করিবার জন্য শ্রীনাথ মহাশয় একটি স্বকপোলকল্পিত যুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন।" জাতিকুলাদির অভিমান যাঁহাদের আছে, যাঁহারা সমাজের অথবা লোকের অপেক্ষা ত্যাগ করিতে পারেন না তাঁহাদের জন্যই এই বিশেষ বিধি।" শ্রীনাথ মহাশয় এ কথা কোথায় পাইলেন? পূর্ব্বে শ্রীজীবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি—ভগবদ্ভজনপ্রভাবে শূদ্রাদি সোম যাগে যোগ্যতা লাভ করিলেও জন্মান্তরে ব্রাহ্মণ কুলে জাত হইয়া তাহার অধিকার পাইবেন।

এখানে সনাতন গোস্বামী পাদের কথাও বলা হইল 'এবং বিপ্রএব গুরুঃ স্যাৎ" এই প্রকার শাস্ত্র উক্তি থাকায় একমাত্র ব্রাহ্মণই গুরু হইবেন "এব" শব্দের দ্বারা অন্য জাতি গুরু হইতে পারিবেন না—ক্রমশঃ ইহাই দৃঢ় শাস্ত্র সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর

শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী

কৃষ্ণপ্রেমের কথা পূর্বে কেবল শাস্ত্রেই শুনা যাইত। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে লোকে তাহার অপূর্ব্ব মাধুর্য্য আস্বাদনে সক্ষম হইল। সংকীর্ত্তনরোলে দশদিক মুখরিত করিয়া গৌর নিতাই দুটি ভাই অপূর্ব্ব প্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছেন, আর লক্ষ লক্ষ লোক কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে।

এমনি করিয়া প্রভু আসিলেন রামকেলী গ্রামে। সেখানে রূপ সনাতনকে করুণা করিয়া একদিন নৃত্যাবেশে খেতুরীর পানে চাহিয়া 'নরোত্তম' 'নরোত্তম' বলিয়া হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। প্রভুর ভঙ্গী দেখিয়া ভক্তগণ বুঝিলেন—সেখানে নরোত্তম নামক কোনও প্রিয় ভক্তের শুভাগমন হইবে। ভক্তগণ সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় রহিলেন। অবশেষে প্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ হইল। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর তিরোভাবের কিছুকাল পূর্ব্বে পদ্মার তীরে রামপুর বোয়ালিয়ার সন্নিকট খেতুরী গ্রামে মাঘী পূর্ণিমায় নরোত্তম জন্মগ্রহণ করিলেন। উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ বংশীয় জমিদার রাজা কৃষ্ণানন্দ ইহার পিতা এবং রাণী নারায়ণী ইহার মাতা।

রাজকুমারের রূপের ও গুণের তুলনা নাই, কৃষ্ণকথা হইলে বালক কান খাড়া করিয়া শোনে। লক্ষণ দেখিয়া লোকে বলে বালক কোনও যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষ হইবে। ক্রমে অন্নপ্রাশনের সময় আসিল। সেই দিন পরম পণ্ডিত এক বৈষ্ণব জ্যোতিষীও আসিয়া উপস্থিত। তিনি রাজার আজ্ঞায় গণনা করিয়া শিশুর নাম নরোত্তম রাখিলেন।

সমাগত ব্রাহ্মণেরা বলিলেন—শুভ নামকরণ হইয়াছে। এই শিশু নরের মধ্যে উত্তম হইবে। অন্নপ্রাশনকালে নরোত্তমের মুখে অন্ন তুলিয়া দেওয়া হইল, শিশু কিন্তু খাইবে না মুখ ফিরাইয়া কাঁদিতে থাকে। রাজাকে চিন্তিত দেখিয়া ঐ বৈষ্ণব জ্যোতির্ব্বিদ বলিলেন, এই বালক শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদান্ন ভিন্ন অপর কিছু আহার করিবে না। তারপর প্রসাদান্ন আনিয়া মুখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু হাসিমুখে তাহা খাইতে লাগিল। রাজা সকলকে বলিয়া দিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ ভিন্ন কোনও দ্রব্য যেন নরোত্তমকে দেওয়া না হয়। ইহার পর হইতে পিতা মাতাও প্রসাদ ভিন্ন অন্য ভোজন ত্যাগ করিলেন।

বাল্য কালেই শিশুর তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। অতি দ্রুত তাহার পাঠ শেষ হইতে লাগিল। সে সময় মহাপ্রভুর লীলাতরঙ্গে সমস্ত দেশ আন্দোলিত, সেই তরঙ্গ খেতুরীতেও পৌছিল। লোকের মুখে মুখে গৌরলীলা-মাধুরীর কথা প্রচারিত হইতেছে। যেখানেই গৌরকথা হয় রাজকুমার নরোত্তম তাহা একাগ্রমনে শ্রবণ করেন। গৌর-কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার চোখে জল আসে, অন্যের অলক্ষ্যে সে জল মুছিয়া ফেলেন। নির্জনে বসিয়া তিনি আপন মনে কি চিন্তা করেন আর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন। বাপ মায়ের ইচ্ছা একটি সুন্দরী কন্যা দেখিয়া নরোত্তমের বিবাহ দেন। (এজন্য কন্যার সন্ধানও চলিতেছে। কিন্তু ছেলের মতিগতি দেখিয়া তাঁহারা বড় চিন্তিত। তাহার মন অন্যদিকে আকর্ষণ করিবার জন্য পিতা-মাতা সব রকম চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহা বৃথা হইল। কৃষ্ণকথা গৌরকথায় তাঁহার মুখখানি ফুটন্ত গোলাপের মত হাসিয়া উঠিত। আর সে কথা শুনিতে না পাইলে মুখখানি মৃতের ন্যায় বিবর্ণ হইয়া থাকিত। নরোত্তমের মনের সাধ—তিনি বড় হইয়া মহাপ্রভুর কাছে চলিয়া যাইবেন এবং তাহার চরণ সেবা করিবেন।

একদিন কৃষ্ণদাস নামক এক পরম ভক্ত ব্রাহ্মণ শ্রীনীলাচল হইতে দেশে ফিরিয়া নরোত্তমকে দেখিতে আসিলেন। নরোত্তম পরম আদরে তাহাকে আসনে বসাইয়া প্রণাম করিলেন এবং শ্রীগৌরহরি ও তাঁহার সঙ্গীগণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ শ্রীগৌরহরি শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত ও অন্যান্য ভক্তগণের চরিত বিস্তারিত ভাবে বলিয়া চলিয়াছেন। নরোত্তম চিরপিপাসিতের মত তাহা শ্রবণ করিতে-

ছেন। অবশেষে ব্রাহ্মণ শ্রীনিবাসাচার্য্যের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। অল্প বয়সেই নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া শ্রীনিবাস মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য বড় আশা লইয়া নীলাচলের পথে ছুটিয়া চলিলেন। পথে মহাপ্রভুর এবং প্রভু নিত্যানন্দের অপ্রকটের সংবাদ শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া প্রবোধ দেন এবং নীলাচলনাথকে দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবন যাইতে আদেশ দেন। প্রভুর আদেশে নীলাচলনাথ এবং নীলাচলের ভক্তগণকে দর্শন করিয়া শ্রীনিবাস কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় লন। এবং শ্রীখণ্ড প্রভৃতি স্থানে মহাপ্রভুর পার্ষদগণকে দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় নরোত্তম বিপ্রের মুখে মহাপ্রভুর ও প্রভু নিত্যানন্দের অপ্রকটের বার্ত্তা শুনিলেন। আর সহ্য করিতে পারিলেন না। 'হা নিতাই গৌর, বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন। তারপর বহু চেষ্টায় তাহার জ্ঞান সঞ্চার হইল। তখন আছারি বিছারি করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—"কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া, নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া"। শ্রীগৌরাঙ্গসেবারূপ যে সুখের আশা লইয়া এতদিন বাঁচিয়া ছিলাম তাহাতো শেষ হইল। তবে আর বাঁচিয়া থাকা কেন? নরোত্তম বুকে করাঘাত কবিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পিতা মাতা বালকের গৌরাঙ্গপ্রীতির কথা জানিতেন। বালককে তাঁহারা অনেক প্রবোধ দানের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বালকের ক্রন্দনে পিতা মাতাও সেই অশ্রুপ্রবাহে নিজ অশ্রু মিশাইতে লাগিলেন।

নরোত্তম আর বড় কারও সঙ্গে কথা বলেন না। সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকিতে চান। আপনা আপনিই তাহার চক্ষুদুইটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া যায়। এখন নরোত্তমের শ্রীনিবাসকে দেখিবার ইচ্ছা বড় প্রবল হইয়া উঠিতেছে। বাল্যকাল হইতে যিনি আমাব গৌরহরিকে এত ভালবাসিয়াছেন, সেই মহাত্মার চরণধূলি কত দিনে পাইব !! দিনে দিনে নরোত্তমের উৎকণ্ঠা বাড়িয়া চলিল। রাজা নরোত্তমের গৃহত্যাগের আশঙ্কায় তাহাকে পরিচর্য্যা করিবার ছলে সতর্ক রক্ষকের ব্যবস্থা করিলেন।

এমনি করিয়া কিছু দিন গত হইল। একদিন গৌর-বিরহে কাঁদিতে কাঁদিতে নরোত্তম ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, শেষ রাত্রিতে একটী মনোরম স্বপ্ন দেখিলেন।

একটি অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। সঙ্গে আরও অনেকগুলি জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি রহিয়াছেন। তাহারা সকলেই হাস্যপ্রসন্নমুখে নরোত্তমের দিকে চাহিয়া আছেন। তাঁহাদের দেখিয়া এক অপরূপ আনন্দে নরোত্তমের বুক ভরিয়া গেল। নরোত্তম ঐ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তির চরণে পতিত হইলেন। তিনি নরোত্তমকে উঠাইয়া বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন—'নরোত্তম তোমার ক্রন্দন আর সহিতে পারিতেছিনা স্থির হও। শীঘ্র বৃন্দাবনে গমন করিয়া আমার প্রিয় লোকনাথ গোস্বামীর স্থানে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। তোমাকে আমার অনেক কার্য্য সাধন করিতে হইবে। সঙ্গের পার্ষদগণ নরোত্তমকে বুকে ধরিয়া প্রবোধ দিলেন। নরোত্তম বুঝিলেন তাঁহার আরাধ্য ধন শ্রীগৌরহরি সপার্ষদে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছেন। নরোত্তম দৃঢ়ভাবে তাহার চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ভোরের দিকে নরোত্তমের সেই আনন্দমূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করিলেন। সেই সময় কতকগুলি মঙ্গলচিহ্ন দৃষ্ট হইতে লাগিল। নরোত্তমের মনে আনন্দ আর ধরে না। প্রভুর কৃপার ফল বুঝি অদ্যই লাভ হইবে।

সেই দিনই নরোত্তমের পিতা কৃষ্ণানন্দ বিশেষ রাজ কার্য্যের প্রয়োজনে অনেক লোক সঙ্গে লইয়া গৌড়ে চলিয়া গেলেন। নরোত্তমও সংকল্প স্থির করিয়া ফেলিলেন।

পরদিন মাতা ও রক্ষকগণকে বঞ্চনা করিয়া নিশাযোগে নরোত্তম গৃহত্যাগ করিলেন (ক্রমশঃ)

পর্য্যটকের ডায়েরী

(গৌড় মণ্ডল)

শ্রীদিবাকান্ত চট্টোপাধ্যায়

তখন আমার কিশোর বয়স, বোধহয় পূর্ব্বজন্মে আমার উপর কোনও সাধুমহাত্মার কৃপাদৃষ্টি ছিল। তাই বাল্যকাল হইতেই আমার প্রাণ ব্রজের জন্য কাঁদিত। ভগবানের কৃপায় আমাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও কিছু ছিল। তাই মাঝে মাঝে লুকাইয়া বৃন্দাবনে পলাইয়া যাইতাম। নৈষ্ঠিক ভক্তগণ বৃন্দাবনে গমন করিলে আর ফিরিয়া আসিতে পারেন না। শ্রীশ্রীরাধামাধব সর্ব্বদাই তথায় চর্ম্মচক্ষুর অগোচরে নিত্য-লীলা করিতেছেন। প্রেমিক ভক্তকে তাঁহারা সাক্ষাৎ দর্শন দেন। শ্রীযমুনা, যমুনা পুলিন গোবর্দ্ধন ও ব্রজের পুষ্পবন-সমাচ্ছন্ন কুঞ্জগুলি শুকশারী ময়ুর-ময়ূরী সকলেই নিজ লোকাতীত মাধুর্য্য ঐ ভক্তের চক্ষুর সম্মুখে মেলিয়া ধরেন। তাই প্রেমিক ভক্ত তথা হইতে আর ফিরিতে পারেন না। "যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।"

আমার ব্রজে যাওয়া কিন্তু তেমন নহে। তাই কিছুদিন তথায় থাকিয়া আবার বাড়ী ফিরিয়া আসিতাম। এমনি করিয়া প্রায় ২০।২২ বার বৃন্দাবনে আসা যাওয়া করিয়াছি। শ্রীরাধারাণীর করুণা কিছু লাভ হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, তবে একটি লাভ আমার ভালই হইয়াছিল। সদ্‌গুরু লাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না—আমার তাহা ঘটিয়াছিল। শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর পরিবার শ্রীপাদ বনমালী গোস্বামী প্রভুজী আমাকে কৃপা করিয়া দীক্ষা দান করিয়াছিলেন। তাহাই হইয়াছিল আমার নব জীবনের সূচনা।

১৩২৮ সাল ফাল্গুন মাসের কথা। দোল যাত্রা দর্শনের জন্য শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীগুরুচরণ দর্শন করিতে গিয়াছি। কৃপাময় গুরুদেব আমাকে তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলিলেন—"দিবাকান্ত! বড়লোকের যেমন মাঝে মাঝে বিদেশ বেড়াইবার নেশা জাগে, তুমিও কি তেমনি শ্রীবৃন্দাবনে বেড়াইতে আস?" আমি—"না প্রভো আমি ব্রজমাধুরীর কাঙ্গাল, আপনার কৃপালাভের জন্যই বারংবার ব্রজে ছুটিয়া আসি।" গুরুদেব—"দেখ বাপু এমন করিয়া রেল গাড়িতে চাপিয়া আরাম করিতে করিতে ব্রজে আসিলে কি তুমি সেই মাধুরীর আস্বাদন লাভ করতে পারিবে? প্রেমপূর্ণ চিত্তে পায়ে হাঁটিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিতে পারিলে শ্রীরাধারাণী তোমাকে কৃপা করিতে পারেন। পথে আসিতে আসিতে মুখে সর্ব্বদা তাঁহার নাম গান করিবে, অন্তরে থাকিবে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য প্রচুর উৎকণ্ঠা। এইরূপে ব্রজে আগমনের ফল হাতে হাতেই বুঝিতে পারিবে। বিহগীর কণ্ঠে শুনিতে পাইবে ব্রজের শুক-শারীর মধু কাকলী, নির্জন বনে ব্রজের মাধুরী স্ফুরিত হইয়া আনন্দে তোমাকে পাগল করিয়া দিবে।

গুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সংকল্প করিলাম ইহার পর যখন ব্রজে আসিব নিশ্চয় গুরুদেবের আদেশ পালন করিব। শ্রীরাধারাণীর কৃপা লাভ হয়তো ভালই, গুরুদেবের আদেশ পালন তো হইবে!! মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া সেবার ব্রজ হইতে গৃহে ফিরিলাম। ইহার পর হইতে মনে মনে দিন গণিতে লাগিলাম—কবে আমার সেই শুভদিন আসিবে।

এবার কিন্তু ব্রজে যাওয়ার পথে নানা রকম বাধা পড়িতে লাগিল। ইহাতে মনের ঝোঁক বাড়িয়া যাইতে লাগিল। ১৩৩১ সালের মাঘ মাসে মাতুলালয়ে গিয়াছি। হুগলী জেলার কাটোয়া লাইনে খামারগাছি ষ্টেশনের নিকট দাদপুর নামক একটি গ্রাম আছে উহাই ছিল আমার মাতুলালয়। এবার যাইবার পূর্ব্বে গুরুজনের নিকট অনুমতি লইয়াছিলাম। আমার পদব্রজে যাইবার সংকল্প শুনিয়া প্রথমে তাঁহারা

অমত করিয়াছিলেন। শেষে আমার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে আনন্দের সহিত আমাকে বিদায় দেন।

২রা মাঘ। শীত তখনও আসর জমকাইয়া রহিয়াছে। ভোর বেলায় দাদপুর হইতে শুভ যাত্রা করিলাম। মনে মনে গুরুদেবের প্রশান্ত শ্রীমূর্ত্তির চিন্তা করিয়া তাহার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলাম। ইহার ফলে নূতন উৎসাহে যেন মন পূর্ণিত হইল। শ্রীরাধারমণের জয়ধ্বনি করিয়া আমার জীবনে পরম স্মরণীয় এই শুভ যাত্রা আরম্ভ হইল। পথে চলিতেছি আর একটি প্রাচীন গানের অংশ বিশেষ বারংবার মুখে আসিতেছে—"কবে এইরূপে ব্রজের পথে চলিব গো। যাব ব্রজেন্দ্রপুর হব গোপিকার নূপুর।" কয়েকবার এই কীর্ত্তন করিতে করিতেই চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। কত আশা আকাঙ্খা বুকে লইয়া প্রেমিক ভক্তগণ ভগবানের অভিসারে সাধনপথে অগ্রসর হন। আমি কি তাহাদের পদাঙ্ক অনুকরণ করিতে পারিব? কে জানে, স্নিগ্ধ বাতাসের সঙ্গে ভোরের নবোদিত সূর্য্যরাগের প্রথম পরশ যখন মাথায় মুখে আসিয়া পড়িল, মনে হইল ইহা বুঝি সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী শ্রীরাধামাধবের আশীর্ব্বাদ। সূর্য্যমণ্ডলের দিকে চাহিয়া পথের ধূলিতেই তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইলাম। মন বেশ হালকা হইয়া গিয়াছে। দ্রুতপদে চলিতেছি। ক্রমে সিজা মোক্তার রুক্ষদপুর হাতিকান্দা গোপালপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি পার হইয়া দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী জিরাটে পৌছিলাম, এই জিরাটের নাম করণ সম্বন্ধে একটা প্রবাদ শুনিয়াছিলাম। পারশী ভাষায় 'জুরাৎ' বলিয়া একটা শব্দ আছে—তাহার অর্থ নাকি খামার। মুসলমান যুগে ফসলের দ্বারা জমির খাজনা দেওয়ার প্রথা ছিল। সম্রাট আকবর এই নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া মুদ্রা দ্বারা খাজনা দেওয়ার প্রথা প্রচলন করেন। এই স্থানটি হুগলী জেলার 'জুরাৎ' বা খামার ছিল। জিরাট শব্দটি তারই অপভ্রংশ। এই জিরাটের মাধব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমাময়ী নন্দিনী শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবীর বিবাহ হইয়াছিল। জিরাট প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বশ্রুত বহু কথা মনে উদিত হইয়া মনকে আকুল করিয়া তুলিল। শুনিয়াছিলাম খড়দহে শ্রীঅভিরাম গোস্বামীকে কৃপা করিয়া এই গঙ্গাদেবী নিজের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই সময় শ্রীঅভিরাম গোপাল গঙ্গা দেবীর অপরাধভঞ্জন নামক একটি স্তবও করিয়াছিলেন। স্তবটি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট হরিবোল কুটিরের খ্যাতনামা ভক্তরাজ হরিদাস বাবাজী মহাশয়ের দ্বারা সংগৃহীত হইয়া গৌরাঙ্গসেবক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী কর্ত্তৃক বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

যাক্ সে কথা। জিরাটে আমি শচীদুলাল গোস্বামী, মাধব গোস্বামী, গৌর গোপাল বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ প্রভৃতি গঙ্গাবংশীয় গোস্বামীদের দ্বারা পরম সমাদরে অভ্যর্থিত হইলাম। তাঁহারা আমাকে সঙ্গে করিয়া এখানকার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখাইলেন। গোপীনাথ বিগ্রহ ও শ্রীরাধাদামোদর শিলা দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীগঙ্গা মাতার কনিষ্ঠ পুত্র গোপাল বল্লভ প্রভুর তনয় রাম কানাই প্রভুর সমাধি দেখিতে গেলাম। শ্রীশ্রীগঙ্গা মাতার তিন পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠ নয়নানন্দ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্যম প্রেমানন্দ প্রভু শ্রীরাধামাধবকে কাটোয়ায় আনিয়া তাহার সেবানন্দে তথায় বাস করিতে থাকেন। আর কনিষ্ঠ গোপাল বল্লভ এই জিরাটে শ্রীগোপীনাথের সেবা লইয়া বাস করিতে থাকেন। এই রামকানাই প্রভুর অনেক অলৌকিক ক্ষমতার জনশ্রুতি জিরাটে রহিয়াছে। ইনি যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন বন্যার সময় পরিপূর্ণ গঙ্গাও ইনি গামছা পাতিয়া পার হইতেন। কুলসার নামক গ্রন্থেও এই সিদ্ধ পুরুষের অনেক অলৌকিক মহিমার কথা দৃষ্ট হয়। (ক্রমশঃ)

অপ্রকটে পরকীয়া

শ্রীদীনশরণ দাস

শ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে লিখিত আছে, প্রকটে অপ্রকটে অনন্ত প্রকাশে অনন্ত প্রকার লীলা হইতেছে।—(১।১।৫)

"সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈঃ লীলাভিশ্চ সঃ দিব্যতি।" ইহা হইতে বুঝা যায়, যদি অপ্রকট প্রকাশে পরোঢ়া পরকীয়া না থাকিতেন, তবে পরোঢ়া পরকীয়া ছাড়া যত প্রকার লীলা সম্ভবপর সেই সমস্ত প্রকারের লীলা অপ্রকট প্রকাশে আছে—এইরূপ ভাষা হওয়া উচিত ছিল। যদি বলা হয় যে অপ্রকটে পরোঢ়া পরকীয়া থাকিলে "মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে। যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে।"—এই উক্তির কি প্রকারে সঙ্গতি হয়? তদুত্তরে বলা যায় যে, অসংখ্য নিত্য; গোলক, অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় যে প্রকার সৃষ্টি করেন সেই প্রকার।—চৈঃ চঃ মধ্য ২০ পরিঃ—

অথবা যেমন বলা হইয়াছে—

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাই।"

—চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ

"এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে।"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

শ্রীগৌর লীলা নিত্য এবং অনাদি। তথাপি বলা হইতেছে যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণ "এবে চৈতন্য গোঁসাই" হইলেন, যেন শ্রীচৈতন্য গোঁসাই পূর্ব্বে ছিলেন না।

তর্কস্থলে যদি স্বীকার করা যায় যে অপ্রকটে পরোঢ়া পরকীয়া নাই তথাপি অপ্রকটে পরকীয়া প্রকাশ নাই—এইরূপ বলা যাইবে না। শ্রীজীব গোস্বামী পাদ নানাস্থানে নানাভাবে বলিয়াছেন যে, প্রকট লীলাই শুধু পরকীয়া বা পরকীয়া আভাস, অপ্রকটে নিত্য স্বকীয়া। তাহা হইলেও তিনি ইহাও বলিয়াছেন সে কন্যকা হইয়াও যাহারা পতিত্ব উপপতিত্ব বিচারশূন্য ভাবে নির্জ্জনে গোপনে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন তাহারা পরকীয়াই, স্বকীয়া নহেন। "যাঃ কাশ্চিৎ কন্যকাঃ অপি রাগেণ পতিত্বোপপতিত্ববিচারশূন্যতয়া রহঃ তং ভজন্তে, তা অপি পরকীয়াঃ, প্রচ্ছন্নকামতা তু সুখবিশেষায় সম্পৎস্যতে ইতি।"—উজ্জ্বলনীলমণি শ্রীহরিপ্রিয়া প্রকরণ, ১৭নং শ্লোকের টীকা—

তিনি আরও লিখিয়াছেন—"অন্তরঙ্গেণ রাগেণ এব অর্পিতাত্মানঃ নতু বাহিরঙ্গেণ বিবাহ প্রক্রিয়াত্মকেন ধর্ম্মেণ তদেবং মিথুনীভাবে তাসাং রীতিং উক্তা শ্রীকৃষ্ণস্য অপি আহ—ধর্ম্মেণ বিবাহাত্মকেন এব অস্বীকৃতাঃ (অনঙ্গীকৃতাঃ) রাগেণ তু তাঃ স্বীকৃতা ইত্যর্থঃ"—ঐ শ্রীহরিপ্রিয়া প্রকরণ ১৭নং শ্লোকের টীকা। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রীবৃহৎ ভাগবতামৃত উত্তর খণ্ডে বর্ণিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ বা গোপীকৃষ্ণের লীলা—পরকীয়া ভাবের লীলা, স্বকীয় ভাবের নয়। (অবশ্য তাহা কন্যকা পরকীয়া, পরোঢ়া পরকীয়া নয়।)

কারণ স্বকীয়ার সংজ্ঞা যথা—

"করগ্রহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎপরাঃ।
পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ।"—ঐ শ্রীহরিপ্রিয়া প্রকরণ ৪নং শ্লোক।

শ্রীগোপাল চম্পূতে বর্ণিত শ্রীরাধা কিংবা গোপীগণ, যদি স্বকীয়া হন তবে তাঁহাদিগকে এই প্রকার লক্ষণযুক্ত হইতে হইবে। নতুবা তাঁহাদিগকে স্বকীয়া বলা খুব সঙ্গত হইবে না। শ্রীবৃহৎ ভাগবতামৃত উত্তর খণ্ডে বর্ণিত নিত্য-

লীলায় শ্রীরাধা কিংবা গোপীগণ যে এই লক্ষণযুক্ত নহেন, তাহা যে কোনও পণ্ডিত এবং বুদ্ধিমান্ লোকই একবাক্যে স্বীকার করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

শ্রীজীব গোস্বামী পাদ শ্রী গোপাল চম্পূ গ্রন্থে **ইহাও** লিখিয়াছেন—"প্রকটাপ্রকটপ্রকাশময়স্য বৃন্দাবনস্য **বহুবিধসংস্থানতয়া** বহুবিধ-শাস্ত্রশ্রুতস্য অপ্রকটপ্রকাশময়-বৈভববিশেষঃ এব সম্প্রতি বর্ণনীয়ঃ।—পূর্ব্বচম্পূ, ১৯ অঙ্ক॥ প্রকটাপ্রকট-প্রকাশময় বৃন্দাবনের বহুবিধ সংস্থান হেতুক বহুবিধ শাস্ত্রশ্রুত অপ্রকট প্রকাশময় বৈভব বিশেষ সম্প্রতি বর্ণনা করা হইতেছে। এমতাবস্থায় অপ্রকটে পরকীয়া ভাবের প্রকাশ নাই, অন্ততঃ কন্যকা পরকীয়া ভাবের প্রকাশ নাই—ইহা বলা অযৌক্তিক, অসমীচীন, **অবিচার তুল্য** বলিয়া মনে হয়। মন্ত্রময়ী উপাসনা অপ্রকট লীলার উপাসনা। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে মন্ত্রময়ী উপাসনার কথা আছে। (৫ম বিলাস, ২নং শ্লোক) কিন্তু তাহাতেও সপ্তম বিলাসে ৩৬৭ নং শ্লোকের টীকায় পরকীয়া ভাবের ইঙ্গিত সুস্পষ্টভাবে আছে।--

"গোপান্ গোপীশ্চ তদ্ভাবত্রপয়া দূরতঃ স্থিতাঃ।" ৩৬৭

টীকা:— 'তেন অনির্ব্বচনীয়েন, **পরমগোপ্যেন** বা ভাবেন প্রেমবিশেষেণ যা ত্রপা, তয়া দূরতঃ স্থিতাঃ। অত্যন্তসন্নিকর্ষেণ নিজভাবস্য প্রকাশে সতি **সভামধ্যে** কুলবতীনাং তাসাং পরমলজ্জোৎপত্ত্যা দূরতঃ অবস্থানং যুক্তম্ এব ইতি ভাবঃ।"

শ্রীবৈকুণ্ঠে বা শ্রীঅযোধ্যায় সভামধ্যে শ্রীনারায়ণের পার্শ্বে শ্রীলক্ষ্মী দেবীর কিংবা শ্রীরামচন্দ্রের পার্শ্বে শ্রীসীতাদেবীর অবস্থানে স্বকীয়া বলিয়া লজ্জা-বোধের কোনও কারণ নাই।

৫ম বিলাস ১৯০ হইতে ১৯৮ শ্লোক মনোযোগের সহিত পড়িলে শ্রীমতী গোপসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া বলিয়া মনে হয় না। এবিষয়ে নিম্নলিখিত ভাষা প্রণিধান যোগ্য। —"মারোন্মাদ মদস্খলন্" ইত্যাদি। অবশ্য এস্থলে পরোঢ়া পরকীয়াত্ব আশঙ্কার অবকাশ নাই। ইহা গোপীগণের অনাদিসিদ্ধ, সহজ, স্বাভাবিক পরকীয়া অভিমান মাত্র। যেমন গোলোকে জন্মলীলা না থাকিলেও শ্রীযশোদার অনাদিসিদ্ধ, স্বয়ংসিদ্ধ, স্বরূপসিদ্ধ অভিমান যে আমি শ্রীকৃষ্ণের জননী এবং শ্রীকৃষ্ণেরও অনাদিসিদ্ধ অভিমান যে আমি যশোদাসুত।

"পরকীয়ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এইভাব নিরবধি
তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি।—চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ

শ্রীবৃহৎভাগবতামৃত ২।১।৭৭ নং শ্লোকের টীকায় যে পরকীয়া ভাবের ইঙ্গিত আছে, তাহা কন্যকা পরকীয়া।

স্বকীয়া বা পরকীয়া উভয় লীলাই নিত্য। যাঁহার যাতে রুচি তিনি সেই ভাবেই উপাসনা করিতে পারিবেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলিয়াছেন—"যার যা পেটে সয়।"

ইহা অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে ব্রজমণ্ডলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে **রসিক** বৈষ্ণব ভক্তগণ শ্রীবৃহদ্ ভাগবতামৃত অনুসারে বা শ্রীগোপাল চম্পূ অনুসারে অষ্টকালীন লীলা স্মরণ করেন না; কিন্তু যে গ্রন্থে পরোঢ়া পরকীয়া ভাবের লীলা বর্ণিত আছে, সেই **শ্রীগোবিন্দলীলামৃত অনুসারেই** অষ্টকালীন লীলা স্মরণ; মনন ধ্যানাদি করিয়া থাকেন।

পরোঢ়া পরকীয়া সকলেই একবাক্যে নিন্দা করেন বা করিয়া থাকেন। শ্রীরূপ গোস্বামী যে পরোঢ়া পরকীয়া স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাহার লক্ষণ বা স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"গোপৈর্ব্যূঢ়া অপি হরৌ সদা সম্ভোগলালসাঃ।
পরোঢ়া বল্লভাস্তস্য ব্রজনার্য্যোহপ্রসূতিকাঃ॥"—উজ্জ্বল; হরিপ্রিয়াপ্রকরণ, ৩৭ নং শ্লোক:

পরোঢ়া পরকীয়ায় নায়িকা. (১) ব্রজনারী হইবেন (ব্রজভিন্ন অন্য দেশের নারী হইলে হইবে না), (২) গোপগণের স্ত্রী হইবেন ("দেবী বা অন্য-স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার"), (৩) সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে সম্ভোগ-লালসা যুক্তা হইবেন, (স্বকীয়ার ন্যায় পতির আদেশ-তৎপরা হইলে এই লক্ষণের সহিত বিরোধ

হইতে পারে), (৪) অপ্রসূতিকা হইবেন (নিঃসন্তানা হইবেন)।

"সপ্রসূতিত্বে সতি তাসাং আলম্বনত্বং বৈরূপ্যেণ দুষ্যেত, ততশ্চ রসোঽপি দুষ্যেত।"—শ্রীজীব গোস্বামীকৃত টীকা—

দ্বারকায় ষোল হাজার একশত আটটি মহিষীর প্রত্যেকের দশটি পুত্র এবং একটি কন্যা হইয়াছিল। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ ধীর ললিত নায়ক।

"রায় কহে কৃষ্ণ হয় ধীর ললিত। নিরন্তর কামক্রীড়া যাঁহার চরিত॥" চৈঃ চঃ মধ্যম, অষ্টম পরি॥ পরোঢ়া পরকীয়ার এই সব লক্ষণ দ্বারা একমাত্র ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধাদি শ্রীগোপীগণ ভিন্ন সে অন্য কোনও ভগবদবতারের পক্ষেও পরোঢ়া পরকীয়া রস-আস্বাদন সম্ভবপর নয়, তাহা সকলেই নিতান্ত সহজেই বুঝিতে পারিবেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণের বর্ণিত এবং আদৃত পরোঢ়া পরকীয়া রস সর্ব্বথা অনমুকরণীয়। (Unique and Inimitable) "ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।"

—(০)—

শ্রীশ্রীগৌর হরির আবির্ভাবে

শ্রীবিজয় কৃষ্ণ মল্লিক

গৌরহরির আবির্ভাব দিনে
প্রাণ ভরে তাঁরে ডাকি
শরণ লইলে সে রাঙ্গা চরণে
তাঁর কৃপা পাব না কি ?
নদীয়া বিহারী গোরাচাঁদ মোর
কোথা গেলে তাঁরে পাই
স্মরি বুক ছেয়ে আসে আঁখিলোর
আর কেহ মোর নাই॥
চরণ আশায় গৌরহরির
এখনো রেখেছি প্রাণ।
কারো মুখে যদি শুনি তার নাম
জুড়ায় আমার কান॥
মোর জীবনের সম্বল সে যে
কোথা গেলে তাঁরে পাব।
জীবনে-মরণে শয়নে-স্বপনে
গোরাগুণ খালি গাব॥
গৌর চরণ করিয়ে স্মরণ
করি এই অভিলাস।
গৌরহরিই আমার জীবন
রবো তাঁর চির দাস॥

বোলপুরে গীতা জয়ন্তী

বোলপুরে যিনিই গিয়াছেন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীসুধীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাম নিশ্চয়ই শুনিয়া থাকিবেন। আশ্চর্য্য মানুষ ইনি। অল্প দিনের মধ্যেই বোলপুরে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম চর্চ্চায় তিনি অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। স্থানীয় লোকেরা তাঁহাকে তাঁহাদের ধর্ম্মাচার্য্যরূপে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছেন।

প্রতি বৎসর গীতা জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে শান্তি নিকেতন রোড শিবতলায় ইনি একটি ধর্ম্ম সভার আয়োজন করেন। বর্ত্তমান বর্ষে তাঁহার সাদর আমন্ত্রণে শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অনাদি মোহন গোস্বামী পঞ্চতীর্থ মহাশয়কে এ সভায় সভাপতিরূপে গমন করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন বৈষ্ণব সম্মিলনীর উৎসাহী নবীন প্রচারক শ্রীপ্রবরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয়। এবারকার ধর্ম্ম সভায় অন্যান্য বৎসর হইতে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল।

সভার প্রারম্ভে শ্রীহংসেশ্বর রায় (ex এম, এল, এ) বিগত বৎসরের কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। তাহার পর শ্রীযুক্তা লেখা চৌধুরী, শ্রীযুক্ত প্রশান্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শীতল প্রসাদ মুখোপাধ্যায় কয়েকটি প্রাণস্পর্শী ভজন গান করেন। ইহার পর শ্রীযুক্ত রীতা চক্রবর্ত্তী (অধ্যাপক চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী) শ্রীভগবদগীতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবার পর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর প্রচারক শ্রীপ্রবরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় শ্রীগীতা সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ সুললিত ভাষণ দেন। সাধারণ লোকের কাছে তাঁহার কথাগুলি বেশ প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল ইহার পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত ভাষণে শ্রীভগবদগীতার বিভিন্ন অধ্যায়গুলির পরস্পর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেন।

মাধুর্য্য-মণ্ডিত-গোরা

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাস

হের কিবা গৌরাঙ্গ সুন্দর।

রূপের তুলনা নাই, অনিমেষ নেত্রে চাই,
প্রেমাশ্রুতে সিক্ত কলেবর॥

সহস্র চন্দ্রমা-কর, লেপিয়া শ্রীঅঙ্গোপর,
নিরজনে গড়িয়াছে বিধি।

আনন্দিত সর্ব্বজন, মুগ্ধ সবাকার মন,
হেরিয়া গৌরাঙ্গ-গুণনিধি॥

মরি কিবা পরিপাটি, চাঁচর কেশের ঝুঁটি,
তাহে বেড়া বনফুলমালা।

চন্দনে চর্চ্চিত কায়, মরি কিবা শোভা পায়,
হেরি যায় হৃদয়ের জ্বালা॥

সুগঠিত মুখাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ,
পরিসর-বক্ষে ফুলহার।

পট্টবাস পরিধানে, শোভা পায় শ্রীচরণে—
কনককিঙ্কিনী চমৎকার॥

দু'বাহু তুলিয়া নাচে, জীবে হরিনাম যাচে,
নয়নে ঝরিছে প্রেমবারি।

বলি হরি হরি বোল, আচণ্ডালে দেন কোল,
প্রেমাবেশে দু'বাহু পসারি॥

'অতুল' সম্পদ গোরা, 'অনাদির' চিত চোরা,
'পূর্ণ-চন্দ্র' চরণে লোটায়।

পূর্ণব্রহ্ম সারাৎসার, যে লভে করুণা তাঁর,
সেই জন ধন্য এ ধরায়॥

শ্রীগৌরাঙ্গসেবকের শ্রীচরণ কমলের
রেণুরাশি মস্তকে লইয়া।

এ দাস সুরেন্দ্র কাঁদে হেরিতে গৌরাঙ্গ-চাঁদে
সংসারের জ্বালায় পুড়িয়া॥

অপ্রকটে পরকীয়া ?

(ক্ত দীনশরণ   পত্রের উত্তর)

শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী পঞ্চতীর্থ

পবম প্রীত্যাস্পদ শ্রীযুক্ত দীনশরণ দাস বাবাজী মহাশয় পত্রে আমার অসংখ্য শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রিয়সম্ভাষণ গ্রহণ করুন। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত···মহাশয়ের নামে লিখিত আপনার একখানি পত্রে অপ্রকটে পরকীয়া সম্বন্ধে আপনি আমার অভিমত জানিতে চাহিয়াছেন দেখিলাম। নিয়ম-সেবায় ব্যস্ত থাকায় আপনার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইল। নিজগুণে মার্জ্জনা কবিবেন। আমার সামর্থ্য-অনুযায়ী শাস্ত্র সঙ্গত সদুত্তর দিতে চেষ্টা করিলাম। ইহার গুণাগুণ ভবাদৃশ মহাত্মগণ বিচার করিবেন।

অপ্রকটে পরকীয়া লইয়া বহুকাল একটা বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি আপনি এবিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিয়া বৈষ্ণব-সমাজের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন।

লঘু ভাগবতামৃতের "সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈঃ লীলাভিশ্চ স দিব্যতি" এই পদ্যে 'অনন্ত-প্রকাশ' পদেব দ্বাবাই অপ্রকটে পরকীয়া টানিয়া আনিতে পাবা যায় না। 'অনন্ত' পদের অর্থে তাহা হইলে প্রাপঞ্চিক সমস্ত বস্তুই স্বীকাব করিতে হয়। স্পষ্ট-শাস্ত্রপ্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত ব্যাখ্যার এইরূপ অতিব্যাপ্তি ঘটানো শিষ্টসঙ্গত হইবে না।

আবার কেহ কেহ বলেন পবকীয়া যদি অপ্রকটে না থাকিবে প্রকটে আসিবে কোথা হইতে? তাহাদের এই যুক্তির হেতুও অনুমানমাত্র। গোস্বামিপাদগণ স্পষ্ট ভাষায় প্রকট-লীলাকে প্রপঞ্চ-মিশ্র লীলা রূপে বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং অনায়াসে বুঝা যায় প্রকটলীলার "প্রপঞ্চাংশটুকু অপ্রকট লীলায় থাকিবার কথা নয়।

এখন অনুমানের প্রয়াস ত্যাগ করিয়া এ বিষয়ে গোস্বামিপাদগণের উক্তি এবং শাস্ত্র-বাক্য আলোচনা করিয়া দেখা যাক এ বিষয়ে তাঁহাদের অভিমত কি?

প্রথমে শ্রীবাধামাধবের প্রকটলীলার পরকীয়া রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। উপনিষদ্ বেদান্ত দর্শনে এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু স্বীকার করা হয় নাই। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণেও ইহা সর্ব্বসম্মত অভিপ্রায় যে "কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান। যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান"। শ্রীকৃষ্ণ এবং তাহার শক্তিত্রয় ব্যতীত জগতে কোনও বস্তু, নাই—থাকিতে পারে না। এই ব্যক্তি আমার নিজ জন, ইনি আমার পব—এই ব্যবহার প্রাকৃত জীবে সম্ভব হইলেও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ইহা একেবারেই সম্ভব নহে। কাবণ তিনটি শক্তির কোনটিই কৃষ্ণের পবকীয়া নহে। সুতরাং এই তিনটি শক্তির বিলাস হইতে উদ্ভূত সকল কিছুই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য স্বকীয়। প্রাকৃত জগতে আমি পুরুষ আমি নারী ইহা জীবের স্বরূপের পরিচয় নহে। শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই এই পঞ্চভূতরচিত দেহে মায়ামুগ্ধ জীবের পুরুষ নারী প্রভৃতি পবিবর্ত্তনশীল অভিমান থাকে। মাধবের কৃপালাভে ধন্য জীব নিজ সাধনানুরূপে নিত্য স্বরূপানুবন্ধী ভাগবতী তনু লাভ করিয়া 'মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণ-পতি' বুদ্ধিতে মাধবকে নিজ-জন বুদ্ধিতে ভজনা করেন। সুতরাং স্বকীয়া-ভাবই যে তাত্ত্বিক এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই উঠিতে পারে না।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণেব লীলাকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—প্রকট ও অপ্রকট। অপ্রকট লীলা—স্বকীয়-ভাব-ময়ী ইহাই সমস্ত আর্ষশাস্ত্র এবং গোস্বামিপাদগণের আশয়। প্রকটে এই লীলা পরকীয়ভাবের ভানের দ্বারা বাসিত। কিন্তু সেখানেও স্বরূপতঃ স্বকীয়ত্বই আছে। শাস্ত্র সর্ব্বত্র এ বিষয়ে একমত। যেমন গৌতমীয়-তন্ত্রে এই প্রকট-লীলাকে উদ্দেশ করিয়াই বলা হইয়াছে—"অনেক জন্ম-সিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা। নন্দনন্দন ইত্যুক্তস্ত্রৈ লোক্যানন্দবর্দ্ধনঃ॥ ত্রৈলোকানন্দবর্দ্ধন নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অনেক জন্ম-সিদ্ধ গোপীগণের পতি। গোপালতাপনীতে দুর্ব্বাসা গোপীগণকে বলিতেছেন—',স বো হি স্বামী ভবিতা"

াধবের প্রকট-লীলায় অবতরণের হেতু দুইটি 'প্রেমরস-াস করিতে আস্বাদন। রাগ-মার্গে ভক্তি লোকে করিতে চারণ (চৈঃ চঃ)॥' মুখ্য প্রয়োজন প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদন। আনুসঙ্গিক হেতু রাগমার্গে ভক্তির কথা জীবের মধ্যে প্রচার। দেখা যাউক প্রকটলীলায় মাধবের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন কি উপায়ে সার্থক হইবে। উজ্জল নীলমণিতে রসোৎকর্ষের হেতু বর্ণন করা হইয়াছে—বামতা ও দুর্ল্লভতা। নিত্যপ্রিয় মাধব ও নিত্যপ্রিয়া মাধবী উভয়কে পরস্পরের নিকট দুর্ল্লভ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অঘটনঘটন-পটীয়সী যোগমায়া এক অদ্ভুত খেলা খেলিলেন। 'মো বিষয়ে-গোপীগণের উপপতি-ভাবে। যোগমায়া করিবেক আপন-প্রভাবে॥' যাহাতে লীলামাধুর্য্যের মধ্যে কোন দোষের স্পর্শ না হয়, রসের লঘুত্বের প্রসক্তি না হয়, অথচ মাধবের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণিত হয়—এই ভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্বকীয়া কান্তা শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণকে পরোঢ়া পরকীয়া নায়িকার ন্যায় আভাসিত করিলেন। যোগমায়ার প্রভাবে জটিলাদি বৃদ্ধা গোপীগণ নিজের বধূবোধে সযত্নে তাঁহাদিগকে নিজগৃহে রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের প্রাণনাথের সহিত মিলনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া পরস্পরকে পরস্পরের নিকট দুর্ল্লভ করিয়া তুলিলেন। পত্যভিমানী অভিমন্যু প্রভৃতি গোপগণ কিন্তু এই গোপীদিগকে দর্শন করিতেও সমর্থ হইত না। দর্শনের প্রয়োজন ঘটিলে যোগমায়াকল্পিতা দেখিতে ঠিক সেইরূপ গোপীগণের ছায়ামূর্ত্তি তাঁহাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইত। আবার যোগমায়াপ্রভাবে ঐ ছায়ামূর্ত্তির দর্শন এবং পত্নীত্ব মনন মাত্রেই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতেন। ইহার ফলে শ্রীরাধা এবং মাধব পরস্পরের নিকট দুর্ল্লভ হইলেন। বস্তু দুর্ল্লভ হইলে তাহাতে অনুরাগও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

শ্রীরাধা-মাধবের অনুরাগ স্বভাবতই সীমাহীন। আবার যোগমায়াকৃত এই দুর্ল্লভতা সম্পাদন দ্বারা তাঁহাদের অনুরাগসাগরে বান ডাকিল।

শ্রীমদ্ভাগবতে এই সিদ্ধান্তই শুকদেব গোস্বামিপাদ যত্নসহকারে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ১০।৩৩।৩৭ শ্লোকে বলিয়াছেন 'নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া। মন্যমানা স্বপার্শ্বস্থান স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ' গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কখনও অসূয়া প্রকাশ করিতেন না। কারণ যোগমায়াপ্রভাবে সর্ব্বদা তাঁহারা নিজ নিজ পার্শ্বস্থিতা ছায়া-গোপীমূর্ত্তিকে নিজ পত্নী বলিয়া অভিমান করিতেন। এই শ্লোকের বৈষ্ণব-তোষণী টীকাতেও ইহাই বর্ণিত হইয়াছে—'যোগমায়া-কল্পিতানামন্যাসামেবৈর্বিবাহঃ সঞ্জাতো নতু কৃষ্ণপ্রেয়সীনাম্।' যদি কেহ বলেন গোপগণের যখন গোপীগণের প্রতি পতিত্ব অভিমান রহিয়াছে, তখন অবশ্যই উহাদের সহিত বিবাহও হইয়াছিল। এই শঙ্কানিবৃত্তির জন্য সিদ্ধান্ত করা হইল 'যোগমায়াকল্পিত অন্য ছায়ামূর্ত্তির সহিত এই গোপগণের বিবাহ হইয়াছিল; শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সীগণের সহিত নহে'।

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী প্রভুও বিদগ্ধমাধব-নাটকে এই সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম অঙ্কে নান্দীমুখী পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন—ভগবতি! যশোদাধাত্রী মুখরা নিজ নাতিনী শ্রীরাধাকে গোকুলমধ্যে আনিয়া জটিলা-পুত্র অভিমন্যুগোপের হস্তে সম্প্রদান করিতে চলিয়াছেন এতবড় একটা সর্ব্বনাশ ঘটিতে যাইতেছে—শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য পুরুষের সহিত শ্রীরাধার করস্পর্শ ঘটিতে যাইতেছে। এরূপ অবস্থাতেও আপনি কেমন করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন? উত্তরে পৌর্ণমাসী বলিলেন—ঐ গোপকে বঞ্চনা করিবার জন্যই স্বয়ং যোগমায়া একান্ত মিথ্যা এই বিবাহ ব্যাপারকে সত্যের ন্যায় প্রত্যয় ঘটাইয়া দিতেছেন। ইহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী ভিন্ন কিছুই নহেন। 'তদ্বঞ্চনার্থং স্বয়ং যোগমায়া মিথ্যৈব প্রত্যায়িতং তদ্বিধানামুদ্বাহাদিকম্। নিত্যপ্রেয়স্যঃ খলু তাঃ কৃষ্ণস্য'' ললিতমাধবে প্রথম অঙ্কেও এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হইয়াছে। সেখানে পৌর্ণমাসী বলিতেছেন—'হন্ত। রাধামাধবয়োঃ পাণিবন্ধং কংসভূপতের্ভয়াদভিব্যক্তমুদাহর্ত্তুমসমর্থো নটতা কিরাতরাজমিত্যপদদেশেন বোধয়ন্ ধন্যঃ কোঽয়ং চিন্তাবিক্লবাং মামাশ্বাসয়তি ' কি আনন্দ। কংশভূপতির ভয়ে শ্রীরাধামাধবের পাণিগ্রহণের কথা স্পষ্টভাষায় বলিতে অসমর্থ হইয়া কোন্ ভাগ্যবান্ নর্ত্তনশীল কলানিধি কিরাতরাজকে হত্যা করিয়া শুভক্ষণে তারার পাণিগ্রহণ করিবেন।—এই

ছলপূর্ণ ভঙ্গিদ্বারা শ্রীরাধা-মাধবের পাণিগ্রহণের কথা বলিয়া চিন্তাকাতরা আমাকে আশ্বাস দিলেন !!

ইহার পর আবার গার্গী প্রশ্ন করিতেছেন—'গোবর্দ্ধনাদি-গোপের সহিত চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপীগণের বিবাহও নিশ্চয়ই মায়াদ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়াছে ! উত্তরে পৌণমাসী বলিলেন—'অথ কিং, পতিম্মন্যানাং বল্লভানাং মমতামাত্রাব-শেষিতা কুমারীষু দারতা যদাসাং প্রেক্ষণমপি তৈরতিদুর্ঘটম্। 'তাহা ভিন্ন আর কি ; যেহেতু ঐ কুমারীগণের দর্শনও ঐ গোপগণের পক্ষে অতি দুর্ল্লভ। দেখা যাইতেছে প্রকট-লীলায় এই কৃষ্ণঃপ্রেয়সী গোপীগণ কুমারীই ছিলেন।

ঐ ললিতমাধবেই শ্রীরাধার সহিত অভিমন্যু গোপের বিবাহসম্বন্ধেও এই সিদ্ধান্তই শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী স্থাপন করিয়াছেন। গার্গীর প্রশ্নের উত্তরে পৌণমাসী বলিতেছেন—"বৎসে মায়াবিবর্ত্তোঽয়ং নচেদ্বিরিঞ্চেবরামৃতেণ সমৃদ্ধস্য বিন্ধ্য-নগস্য তপঃপ্রসূনৈগুম্ফিতাং মাধবহৃন্মেদুরতাকারি-মাধুরী-মকরন্দাং রাধিকাবৈজয়ন্তীম্ কথং পৃথগ্‌জনঃ পাণৌ কুর্ব্বীত"। পৌণমাসী বলিলেন—'বৎসে ঐ বিবাহ কেবল মায়াকৃত মতিভ্রম মাত্র। তাহা না হইলে বিধাতার বরে সমৃদ্ধ বিন্ধ্য পর্ব্বতের তপস্যারূপ কুসুমের দ্বারা গুম্ফিতা মাধবচিত্তস্নিগ্ধকারিণী মাধুরীমকরন্দময়ী শ্রীরাধিকারূপ বৈজয়ন্তী মালাকে অন্য প্রাকৃত জন কেমন করিয়া পাণি দ্বারা স্পর্শ করিবে ! 'পৃথক্‌জন' শব্দের অর্থ ইতরলোক বা নীচজন। টীকাকার সেই অর্থই করিয়াছেন।

বিদগ্ধ-মাধবের অন্যত্রও পৌণমাসীর বাক্যে দেখা যায় "বিষ্ণুবীথিসঞ্চারিণী রাধা নৃলোকে কেন লভ্যতে"? "আকাশচারিণী অনুরাধা নক্ষত্রকে যেমন কোনও মানব লাভ করিতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী শ্রীরাধাকে সেইরূপ কোনও প্রাকৃত জন লাভ করিতে পারে না। যাঁহারা উজ্জ্বলনীলমণির পরোঢ়া পরকীয়া লক্ষণের স্বকপোলকল্পিতা ব্যাখ্যা দ্বারা শ্রীরাধাদি নিত্যপ্রেয়সীগণের তাত্ত্বিকপরকীয়াত্ব-স্থাপনে উৎসুক, তাঁহারা শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের এই সিদ্ধান্ত-গুলি সম্বন্ধে কি বলিবেন জানিনা। শ্রীরূপের এই সিদ্ধান্তের আনুগত্যেই শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী শ্রীরাধারাণীর মহিমা বর্ণনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন 'যার পাতিব্রত্য গুণ বাঞ্ছে অরুন্ধতী"। সুতরাং শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পরম স্বকীয়া কান্তা। তাঁহার পরকীয়াত্ব যোগমায়াকৃত ভাণমাত্র। তবে করগ্রহ-বিধিপ্রাপ্ত-মাত্র সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পতি নহেন ; অধর্ম সম্বন্ধেও উপপতিও নহেন। সর্ব্ববিস্মারি স্বাভাবিক প্রবল-তম অনুরাগে আত্মসমর্পণ হেতু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা এবং তাঁহার কায়ব্যূহরূপিণী গোপীগণের প্রাণপতি।

এ পর্য্যন্ত আমরা যাহা দেখিলাম তাহাতে স্পষ্টই শ্রীরাধা যে মাধবের নিতান্ত স্বকীয়া কান্তা তাহা প্রমাণিত হইল। শ্রীরূপ গোস্বামী পাদের কথায় পরোঢ়া পরকীয়ার রহস্যও স্পষ্টই উদ্‌ঘাটিত হইল। পরকীয়া পরোঢ়া রসের বৈরস্য সম্পাদন করে ও লঘুত্ব আনয়ন করে। এ জন্য তাহা রসের আলম্বনরূপে পূর্ব্বকবিদের দ্বারা স্বীকৃত না হওয়ায় লৌকিক-রসশাস্ত্রে এই পরকীয়া নায়িকার কোন লক্ষণ করেন নাই। শ্রীপাদরূপ গোস্বামী প্রভু পরোঢা পরোকীয়ার ভাণযুক্ত গোকুলকুমারীদের যে পরকীয়াত্বের লক্ষণ করিয়াছেন, শ্রীরূপের স্থির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাহা স্বাভাবিক ভাবেই পরম স্বকীয়াতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। "রাগেনৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা। ধর্মেনাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ।" যাঁহারা ইহলোক পরলোকের সমস্ত সুখ-দুঃখকে নিত্যকাল উপেক্ষা করিয়া কেবল রাগের দ্বারাই নিজকে প্রিয়তমের চরণে সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারাই পরকীয়া। রাগ হইতেছে—'ইষ্টে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা।' সুতরাং এই স্থানের অর্থ হইল শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতাহেতু যাঁহারা নিত্যকাল পরম প্রেমে শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিতেছেন করগ্রহবিধিমাত্র সম্বন্ধেই নহে, তাঁহারাই পরকীয়া। এই বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত ললিতমাধব এবং বিদগ্ধমাধবের উক্তিসমূহ দ্বারা শ্রীরূপের অভিমত স্পষ্টরূপেই জানা গিয়াছে। শ্রীরাধা-প্রভৃতিকে স্বরূপতঃ কুমারীরূপে বর্ণনও শ্রীরূপের উক্তিতে দেখিলাম। এই গোপীগণ যে মাধবের নিত্যপ্রেয়সী শ্রী উজ্জ্বল নীলমণিতেও শ্রীপাদরূপ গোস্বামী তাহা স্পষ্টরূপেই বর্ণন করিয়াছেন, "হরেঃ স্বাভাবিকগুণৈরুপেতাস্তস্য বল্লভা' (হরিপ্রিয়া)। শ্রীহরির নিত্যপ্রেয়সীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিকগুণে পরিষেবিতা ছিলেন।

"নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিভিঃ পরোঢ়া তদ্‌গোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ। আশংসয়া রসবিধেরবতারিতানাং কংসারিণা রসিকমণ্ডলশেখরেণ'। পূর্ব্বকবিগণ রসের আলম্বনে যে পরোঢ়া পরকীয়া নায়িকাকে বর্জন করিয়াছেন, তাহা গোকুলনয়নাদিগের প্রতি প্রযুক্ত নহে। কারণ রসিক-কুলচূড়ামণি কংসারি প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের জন্য গোলোক হইতে নিজ প্রেয়সীগণকে গোকুলকুমারীরূপে আবির্ভাবিত করিয়াছিলেন। সুতরাং ইঁহারা স্বরূপতঃ নিত্য-প্রেয়সীত্ব হেতু শ্রীকৃষ্ণের পরম স্বকীয়াই। গুরুজনের দ্বারা বার্য্যমাণত্ব প্রভৃতি হেতু তাঁহাদিগকে পরকীয়া রূপে বর্ণন করা হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহারা কুমারীই।

বলা যাইতে পারে তাঁহারা পরম স্বকীয়া হইলে তাঁহাদের স্বকীয়া নায়িকার লক্ষণের সহিত সামঞ্জস্য হইতেছে না কেন?

উত্তরে বলা যায়—পরকীয়ার ভাণ হেতু তাঁহাদিগকে স্বকীয়া নায়িকার লক্ষণে বর্ণন করা যায় নাই। কিন্তু নিত্য পরম অনুরাগে আত্মসমর্পণ হেতু তাঁহারা পরম স্বকীয়া তাহাতে সন্দেহ নাই। লৌকিকজগতে বিবাহ-সম্বন্ধে যে আত্মসমর্পণ ঘটে ইহাতে দেহ সমর্পণ হইতে পারে অনুরাগ ভিন্ন কিন্তু কোন প্রকারে আত্মসমর্পণ হইবার নহে।

আত্মসমর্পণ ঘটিবামাত্র ভক্ত সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয় হইয়া যায়। এইরূপ অনুরাগময় আত্মসমর্পণ যে শ্রীরাধার কৃপাকণার আভাসমাত্রেই লভ্য হয়, অনুরাগের সিন্ধুরূপিণী সেই শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তি শ্রীরাধাকে পরোঢ়া পরকীয়া নায়িকা বলিয়া বর্ণনা করিবার শ্রীরূপ গোস্বামী পাদের অভিপ্রায় পূর্ব্বেই ব্যঞ্জিত হইয়াছে। শ্রীউজ্জ্বলে শ্রীরূপ পরোঢ়া পরকীয়ার লক্ষণ করিয়াছেন—'গোপৈ র্ব্যূঢ়া অপি হরৌ সদা সম্ভোগলালসাঃ। পরোঢ়া বল্লভাস্তস্য ব্রজনার্য্যো ঽপ্রসূতিকাঃ।" যাহারা অন্য গোপগণের দ্বারা ব্যূঢা হইয়াও সর্ব্বদা শ্রীহরিতে সম্ভোগ-লালসাবতী, সেইসকল কৃষ্ণবল্লভা-চিরকিশোরী ব্রজনারীকে পরোঢ়া পরকীয়া বলা হয়। এখানে যে 'ব্যূঢ়া' শব্দটি প্রদত্ত হইয়াছে, নাটকে তাহার সুসমঞ্জস-ব্যাখ্যা শ্রীরূপ স্বয়ংই করিয়াছেন। সুতরাং পরোঢ়া পরকীয়া শব্দটি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সীগণের একটি শ্রেণীবিশেষ বুঝাইবার পরিভাষা মাত্ররূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা যে কেহ বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী গোপাল-চম্পূ গ্রন্থে 'ব্যূঢ়া' শব্দের বিবৃতি দিতে গিয়া পঞ্চদশ পূরাণে বৃন্দা-পৌর্ণমাসীর সংবাদ বর্ণন করিয়াছেন। "বৃন্দাহ·· হন্ত যাঃ খলু নিত্যতয়া কৃষ্ণস্য প্রেয়স্য ইতি শ্রূয়ন্তে তাসামপ্যন্যসম্বন্ধঃ সনির্ব্বন্ধ ইব দৃশ্যতে তস্মাত্তুবন্ধশ্চক্ষুষা স্পৃশ্যতে। পৌর্ণমাসী—'ন ভবিষ্যতি তাসামন্যেনান্যেন সংযোগসম্বন্ধঃ। ময়া মায়য়া অপরা নির্ম্মায়-নির্ম্মাসাতে তত্র প্রতিবন্ধঃ। অথ সানন্দাপি বৃন্দা পপ্রচ্ছ—কথমীদৃশী প্রক্রিয়া নাতিপ্রিয়া নান্যথাক্রিয়তে স্ম ভগবত্যা? ভবত্যা খলু নাশক্যং তর্ক্যতে। পৌর্ণমাসী—রসবিশেষ-সম্পাদয়িত্রী লীলাবশ্যকতাবৈচিত্র্যীয়ং সীতায়া রাবণগৃহগতি-বন্নাস্মাভিরপ্যন্যথাকর্ত্তুং শক্যতে। রসবিশেষশ্চৈবমেব সম্পদ্যতে—ভ্রমজনিতত্বাদশ্লীলতাবিশিষ্টে পরসম্বন্ধস্য ভাণমাত্রে দৃষ্টে সতি তাসাং পরনিবারণকুণ্ঠিতানামুৎকণ্ঠাবর্দ্ধনতঃ স্ফুর-দগর্ব্বসুখগন্ত্যাং নর্ম্মায়ত্যাং বিশ্রান্তভ্রমনিতান্তস্থিরতা-নিরত-কান্ত-প্রাপ্তিস্তস্যাতীব দীপ্যতাপ্রাপ্তিরিতি"।

আমি শাস্ত্রে এবং আপনার মুখে যাঁহাদিগকে নিত্য কৃষ্ণপ্রেয়সী বলিয়া শুনিয়া আসিতেছি, হায় আজ তাহাদের অন্য গোপের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ ঘটাইবার জন্য গুরুজনের যত্নসহকারে প্রচেষ্টা দেখিতেছি। এই বিবাহের আয়োজনও আরম্ভ হইয়াছে ইহা নিজ চক্ষুতে দেখিলাম॥ পৌর্ণমাসী—শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী সেইসকল গোপিকার অন্য গোপের সহিত বিবাহ কখনও হইবে না। আমি মায়া দ্বারা সেই সেই গোপীদের অপরা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের অন্য গোপের সহিত বিবাহে প্রতি-বন্ধকতা সৃষ্টি করিব অর্থাৎ বিবাহ হইতে দিব না।' তখন বৃন্দা আনন্দিতা হইয়া বলিলেন আপনার এই প্রক্রিয়া আমার বেশ ভাল লাগিতেছেনা। (কারণ নিত্যপ্রেয়সীগণের মায়া-কল্পিত মূর্ত্তির সহিত এই বিবাহ ঘটিলেও কৃষ্ণপ্রিয়াগণের লোকাপবাদ দুর্ণিবার হইবে)। আপনি সবই করিতে পারেন, এ বিবাহ একেবারে বন্ধ করিয়া দিতেছেন না কেন?

পৌর্ণমাসী—'রসবিশেষ-সম্পাদনের জন্য এইরূপ বৈচিত্র্যের আবশ্যকতা রহিয়াছে। শ্রীসীতাদেবীর ছায়ামূর্ত্তির রাবণ-

গৃহ গমনে শ্রীসীতা দেবীর লোকাপবাদ দোষের সম্ভাবনা থাকিলেও বিরহোত্তর মিলনে রসবৈচিত্রী বিশেষের আস্বাদন হেতু যেমন তাহার আবশ্যকতা ছিল, এখানেও সেইরূপ জানিতে হইবে। ইহার অন্যথা ঘটাইতে আমারও সামর্থ্য নাই। রসবিশেষবৈচিত্রী কেমন করিয়া ঘটিবে তাহাও বলিতেছি। কৃষ্ণপ্রেয়সী সেই সেই গোপীর মায়াকল্পিতা মূর্ত্তির সহিত অন্য গোপের বিবাহ দেখিয়া ব্রজবাসিগণ ইহাদিগকে কৃষ্ণের পর বলিয়া ভ্রম করিবেন এবং ঐ গোপীদের প্রসঙ্গ মাত্র নিবারণ করিতে থাকিবেন। ইহার ফলে ইহাদের পরস্পর দর্শনোৎকণ্ঠা সীমাহীন ভাবে বাড়িতে থাকিবে। গোপীগণ সর্ব্বদা প্রাণনাথের স্মরণ হেতু সুখসাগরে ভাসিতে থাকিবেন

কালান্তরে ব্রজবাসিগণের ভ্রমের অবসান হইলে নিতান্ত আসক্ত কান্তরূপে মাধবকে স্থিররূপে প্রাপ্ত হইবেন। তখন সেই সমৃদ্ধিমান সম্ভোগে রসের অতিশয় দীপ্তিলাভ ঘটিবে।

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীমাধবমহোৎসব, শ্রীগোপালচম্পূ, সংকল্পকল্পদ্রুম, উজ্জ্বল-নীলমণির টীকা, বৈষ্ণবতোষণী ভাগবতসন্দর্ভ, শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চন-দীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে সর্ব্বত্রই পরকীয়ার ভাণযুক্ত পরম স্বকীয়ারূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলামধুরিমা বর্ণন করিয়াছেন।

এ বিষয়ে শ্রীরূপের যে স্পষ্টোক্তি পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, বিবেচক ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারিবেন শ্রীজীবের সিদ্ধান্তে তাহা হইতে অনুমাত্রও পার্থক্য নাই। তথাপি যাঁহারা স্বকপোলকল্পিত যুক্তিবলে শ্রীরূপকে তাত্ত্বিক-পরকীয়ার সমর্থক রূপে চিত্রিত করিয়া তাঁহার সহিত শ্রীজীবের সিদ্ধান্তের পার্থক্য প্রদর্শন করিতে চান এবং "স্বয়ং বিলিখিতং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদত্র পরেচ্ছয়া।" শ্রীজীবের মুখে আরোপিত করিয়া তাঁহাকে জাতিতে তুলিয়া লইতে চান, তাঁহাদের ভাবগতি আমার মত মূর্খের বুদ্ধির অগম্য।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মুখ-নিঃসৃত এইরূপ সিদ্ধান্তই শ্রীসীতাদেবীকে উপলক্ষ্য করিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। "ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা চিদানন্দমূর্ত্তি। প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥ স্পর্শিবার কার্য্য থাকুক না পায় দর্শনে। সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণে॥ অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর। বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর (চৈঃ চঃ)।" বুঝা যাইতেছে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী গোপীগণও 'অপ্রাকৃত চিদানন্দমূর্ত্তি-সম্পন্না।' প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে জীবের তাহাদিগকে দেখিবার শক্তি নাই। এজন্য গোপদিগকে পতিম্মন্য গোপরূপে গোস্বামিপাদগণ বর্ণন করিয়াছেন। গোপগণের তাঁহাদের প্রতি পতিত্ব-বুদ্ধির হেতু হইল—কৃষ্ণমায়ায় মোহিত হইয়া তাঁহারা গোপীদের প্রাকৃত মূর্ত্ত্যন্তরকে নিজ পত্নীরূপে পার্শ্বচারিণী দেখিতেন। ব্রজের এই পতিম্মন্য গোপগণের স্বরূপ যে অপ্রাকৃত তাহাও বলা যায়না। কারণ শ্রীরূপের উক্তিতে তাহাদিগকে স্পষ্ট ভাষায় 'পৃথগ্‌জনঃ,' বা প্রাকৃত-দেহযুক্ত বলিয়াই বর্ণন করা হইয়াছে। তা ছাড়াও চন্দ্রাবলীর পতিম্মন্য গোপ গোবর্দ্ধন মল্লের মথুরায় কংসসভায় শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক বিনাশ ভাগবতে বর্ণিত রহিয়াছে। এজন্য ঐ সকল গোপের দেহ প্রাকৃতই বলিতে হয়। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণের দেহ কিন্তু অপ্রাকৃত ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

শ্রীউজ্জল নীলমনি গ্রন্থে বর্ণিতা গোপীগণের মধ্যে পরোঢা পরকীয়ার ভাণবিশিষ্টা গোকুলকুমারীগণই শ্রেষ্ঠা। ইহারা যূথেশ্বরী এবং মাধবকে প্রেমরস নির্য্যাস আস্বাদন করাইতে সমর্থা। এতদ্ভিন্ন কাত্যায়নীব্রতপরা ধন্যা প্রভৃতি গোকুলকুমারীগণ কন্যকা পরকীয়া। 'পরকীয়া' শব্দের অর্থ গুরুজনের অধীনা। ইহারা পরোঢা পরকীয়ার ভাণবিশিষ্টা নহেন। শ্রীউজ্জলে (হরিপ্রিয়া, ৬ষ্ঠ শ্লোকে বলা হইয়াছে "যাস্ত গোকুলকন্যাসু পতিভাববতা হরৌ, তাসাং তদ্বৃত্তিনিষ্ঠত্বাৎ ন স্বীয়াত্বমসাম্প্রতম্" গোকুলকুমারীদের মধ্যে যাহাদের শ্রীহরিতে পতিভাব ছিল, তাহাদের তদ্ধর্ম্মনিষ্ঠত্ব হেতু স্বীয়াত্ব অসঙ্গত নহে। ইহা ভিন্ন অনুরাগপ্রাবল্যে নায়িকার আত্মদানকে গান্ধর্ব্বরীতিতে স্বীয়াত্ব বলা হয়। "গান্ধর্ব্বরীত্যা স্বীকারাৎ স্বীয়াত্বমিহ বস্তুতঃ।" (উজ্জল হরিপ্রিয়া) গন্ধর্ব্বরীতিতে স্বীকার হেতু ব্রজদেবীগণের বস্তুতঃ স্বীয়াত্বই জানিতে হইবে।" (ঐ হরিপ্রিয়া)—"গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার অকাঙ্খা তিনি পূরণ করিয়াছেন তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণবল্লভা।

তবে যে টীকার স্থানবিশেষে তাহাদিগকে পরকীয়ারূপে বর্ণন করা হইয়াছে তাহার হেতু পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

আমি আবার দৃঢ়কণ্ঠে বলিতেছি শ্রীউজ্জ্বলে পরকীয়ার লক্ষণ তাত্ত্বিক-ভাবে পরম স্বকীয়াতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। আমার এ কথা বলিবার প্রথম হেতু—বিদগ্ধমাধব ও ললিত-মাধব নাটকে শ্রীরূপের স্পষ্টোক্তি। দ্বিতীয় হেতু—গান্ধর্ব্ব-রীতিতে স্বীকার। তৃতীয় হেতু—ঐ গোপীগণের স্বাভাবিকী অনন্যমমতা। চতুর্থ হেতু—তাহাদের নিত্যপ্রেয়সীত্ব। তবে মাধবের রসনির্য্যাস-আস্বাদনের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য অবতারিতা নিজ প্রেয়সীগণের বামতা ও দুর্ল্লভতা সম্পাদনের জন্যই যে যোগমায়াকৃত এই পরকীয়া ভাণ তাহা গোস্বামিপাদগণের পূর্ব্ব-উদ্ধৃতি দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে।

আমি এ পর্য্যন্ত প্রমাণের সহিত যে সকল কথা বলিলাম তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইয়াছে প্রকটলীলায় শ্রীরাধা প্রভৃতি নিত্যপ্রেয়সীগণ পরোঢ়া পরকীয়ার ভাণযুক্তা পরম-স্বকীয়া। এখন অপ্রকট লীলার কথা আলোচনা করা যাউক্। শ্রীরূপ গোস্বামি চরণের মতে অপ্রকটে পর-কীয়ার গন্ধও নাই। অপ্রকটে স্বকীয়া ভাবের লীলার প্রমাণ—আর্ষশাস্ত্রসিদ্ধ এবং যুক্তিও অনুকূল। কিন্তু তথায় পরকীয়া ভাবের কল্পনা শাস্ত্র বা যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যাইবেনা। স্বকপোলকল্পিত স্বৈরী যুক্তির দ্বারা অনেকে অপ্রকটে পরকীয়া ভাবের স্থাপনে বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা বন্ধ্যাপুত্রের অন্নপ্রাশনের ন্যায় ফল-প্রসূ হয় নাই।

মন্ত্রময়ী উপাসনা অপ্রকট লীলানুসারী—এই যুক্তিতে উপাসনা-মার্গের মন্ত্রকাণ্ডের দ্বারা অপ্রকটে পরকীয়া ভাব স্থাপনের চেষ্টাও বৃথা হইবে। কারণ উপাসনা কখনও অপ্রকট-লীলানুসারী হয় না। 'রাগ মার্গে ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ' (চৈঃ চঃ) এই নিয়মানুসারে লোকে রাগ-মার্গের ভজনের প্রচার প্রয়োজনে মাধব প্রকটলীলায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রকট লীলাতেই বিপ্রলম্ভরসাশ্রিত ভজন দেখা যায়। বিপ্রলম্ভরসাশ্রিত উপাসনা না হইলে সাধকের চিত্তশুদ্ধি ঘটিবেনা এবং চিত্তশুদ্ধি না ঘটিলে শ্রীকৃষ্ণও ভক্তকে আত্মদান করেন না। আর এই বিপ্রলম্ভ রসও প্রকট লীলা ভিন্ন অপ্রকট লীলায় গোস্বামিপাদগণ স্বীকার করেন নাই। শ্রীউজ্জ্বলে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ এবিষয়ে বলিয়াছেন—"হরের্লীলাবিশেষস্য প্রকটস্যানুসারতঃ। বর্ণিতা বিরহাবস্থা গোষ্ঠবামক্রবামসৌ' শ্রীহরির প্রকটলীলা-বিশেষের অনুসারেই গোপীগণের এই বিরহাবস্থা বর্ণিত হইল। কিন্তু "বৃন্দারণ্যে বিহরতা সদা রাসাদিবিভ্রমৈঃ-হরিণা ব্রজদেবীনাং ন বিরহোঽস্তি কর্হিচিৎ' অপ্রকট-লীলায় বৃন্দাবনে সর্ব্বদা রাসাদি-লীলায় বিহারশীল শ্রীহরির সহিত ব্রজদেবীগণের কখনও বিরহ নাই। (উজ্জল নীলমণি. সংযোগ-বিয়োগ-স্থিতি প্রকরণ)। তাহা হইলে দেখা গেল অপ্রকট-লীলায় বিপ্রলম্ভরসের সম্ভাবনা না থাকায় কোনও উপাসনাই অপ্রকটলীলানুসারী হইতে পারেনা। প্রকটলীলানুসারী উপাসনায় প্রচুর বিপ্রলম্ভরসের সহিত মাধবের ভজন করিয়া ভক্ত সাধক ব্রহ্মাণ্ডান্তরের প্রকটলীলাতেই প্রথম মাধবকে লাভ করেন। সেখানে সাক্ষাৎভাবে ব্রজগোপীর আনুগত্য পাইবার পর তাঁহাদের সঙ্গে নিত্য মিলনময় অপ্রকটে প্রবেশ করেন। তবে ব্রজের মধুরোজ্জ্বল-প্রেমের প্রভাব বশতঃ প্রেমবৈচিত্ত্যের অনুরূপ উৎকণ্ঠা আবির্ভূত হইয়া সেই প্রেমকে চিরমধুময় করিয়া রাখে। শ্রীশ্রীজীব গোস্বামি চরণ তাই শ্রীউজ্জ্বলে সংযোগ-বিয়োগ-স্থিতি-প্রক-রণের টীকায় সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—"তত্তত্তৎ প্রকট-প্রকটপ্রকাশমেবালম্বনীকৃত্য গ্রন্থকৃতামেষো গ্রন্থঃ নাটকা-দয়োঽন্যে চ গ্রন্থা উপাসনা চ প্রবৃত্তা দৃশ্যতে। শ্রীশুকাদীনা-মপ্যেবাবেশঃ স্পষ্টঃ।"

'সেই প্রকটলীলাপ্রকাশকেই অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থ-কারের এই গ্রন্থ, নাটকাদি অপর গ্রন্থসমূহ ও ভক্তের উপাসনায় প্রবৃত্তি দেখা যায়। শ্রীশুকদেবেরও এই প্রকট-লীলাতেই আবেশ স্পষ্ট দৃষ্ট হয়।'

সুতরাং শ্রীহরিভক্তিবিলাসে যে মন্ত্রময়ী উপাসনার মন্ত্র-সমূহ রহিয়াছে, তাহা দ্বারা অপ্রকটে পরকীয়া স্থাপন করা যাইবেনা। শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ পরকীয়া সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস। ব্রজ বধূগণের এই ভাব নিরবধি তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি।' (চৈঃ চঃ)। এখানে যে পরকীয়া ভাবের উল্লেখ আছে। তাহার ব্যাখ্যা

গোস্বামিপাদগণের হার্দ্দ্য সিদ্ধান্তানুসারে পরকীয়াভাণবিশিষ্ট পরমস্বকীয়াই জানিতে হইবে।

শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী চরিতামৃতে "যাঁর পাতিব্রত্য গুণ বাঞ্ছে অরুন্ধতী" এই রূপে বর্ণন করিয়া শ্রীরাধাকে পরমপতিব্রতারূপে স্পষ্ট বর্ণন করিয়াছেন। পরম পতিব্রতার পত্যন্তরের কথা বন্ধ্যার গর্ভধারণের কাহিনীর ন্যায় অলীক বাগ্‌বিলাস মাত্র। সুতরাং এখানে 'পরকীয়া-ভাণবিশিষ্ট এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে।

পরকীয়া শব্দে যে পরোঢ়া পরকীয়াভাণবিশিষ্ট পরম স্বকীয়ার গ্রহণ হইয়াছে, তাহা শ্রীকবিরাজ গোস্বামি চরণ গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থে ১১।১২১ শ্লোকে আরও সুস্পষ্টরূপে বর্ণন করিয়াছেন। "পাতিব্রত্যং ক্ব নু পরবধূত্বাপবাদঃ ক্ব চাস্যাঃ প্রেমোদ্রেকঃ ক্ব চ পররশত্বাদিবিঘ্নঃ ক চায়ম্। কৈযোৎকণ্ঠা ক্ব নু বকরিপোর্নিত্যসঙ্গাপ্ত্যলব্ধি মূ'লং কৃন্ত্‌ন্‌ কষতি হৃদয়ং কাপি শল্যত্রয়ী নঃ॥' শ্রীরাধারাণীর পরম পাতিব্রত্যই বা কোথায় আর তাঁহার পরবধূত্বের অপবাদই বা কোথায়? কৃষ্ণে তাঁহার পরমপ্রেমোৎকণ্ঠাই বা কোথায়? আর পরবশত্বাদি বিঘ্নই বা কোথায়? তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের দর্শনাদিতে পরম উৎকণ্ঠাই বা কোথায়? আর নিত্য কৃষ্ণসঙ্গের অলাভই বা কোথায়? এই তিনটি শেল আমার হৃদয়মূল কর্ষণ করিয়া দুঃখে দগ্ধ করিতেছে।' এখানে পরকীয়া সম্বন্ধে শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর অভিপ্রায় অতি সুস্পষ্টভাবেই বুঝা গেল। তিনি শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী প্রভুর অনুসরণে শ্রীরাধার পরকীয়া ভাবকে গোকুলবাসীর অপবাদ মাত্র বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহার পর আর শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীর বাক্য উদ্ধৃত করিয়া পরকীয়ার তাত্ত্বিকতা বা অপ্রকটে পরকীয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা একান্ত অশোভন।

শ্রীবৃহদ্ ভাগবতামৃতের ২।১।৭৭ শ্লোকের টীকাতেও পরকীয়ার ভাণবিশিষ্ট স্বকীয়ারই উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু সেখানেও উপাসনা-জাত অনুভূতির কথা বক্তব্য হওয়ায় ইহা দ্বারা অপ্রকটে পরকীয়া স্থাপনে কোনও সুবিধা হয় না। কারণ পূর্ব্বে দেখানো হইয়াছে সমস্ত উপাসনাই প্রকটলীলানুসারী।

ভক্তিসন্দর্ভের ৩২১ অনুচ্ছেদে বামনপুরাণের উদ্ধৃতিতেও এই পরকীয়াভাণবিশিষ্ট অর্থে পরকীয়া দেখা যায়। ইহাতেও অপ্রকটে পরকীয়া স্থাপনের সুবিধা নাই। যেহেতু তথায় ইহা গোলোকের বর্ণনাও নহে। তথায় শ্রুতিগণ নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের প্রকটলীলাগত ভাব লাভের অভিলাষিণী হইয়াছিলেন ইহাই হইল সে স্থানের বর্ণিতব্য বিষয়।

দেখা গেল ভৌমব্রজে শ্রীরাধারাণী প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধা প্রেয়সীগণ পরোঢা পরকীয়ার ভাণবিশিষ্টা পরম স্বকীয়া। তবে অন্য গোপের দ্বারা বিবাহিতা পরোঢা পরকীয়ার অস্তিত্বও ভৌমব্রজের প্রকট লীলায় দেখা যায়। ইহারা সাধনসিদ্ধা, নিত্যসিদ্ধাগণের ন্যায় তাঁহাদের অপ্রাকৃত বিগ্রহ নহে। ইহাদের দেহ ছিল আমাদের মতই রক্তমাংসময়, তাই প্রাকৃত দেহ বিশিষ্ট গোপগণ ইহাদিগকে বিবাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাসরজনীতে ইহারাই গুণময়দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক অপ্রাকৃত দেহ গ্রহণ করিয়া তবে মাধবের সেবালাভে সমর্থা হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরাধারাণী সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলাও অপরাধজনক। তাই ইহার সম্বন্ধে গোস্বামিপাদগণের সতর্ক অনুশীলনী অনুসরণ করা উচিত।

কথা উঠিতে পারে গোলোক-বর্ণনায় শ্রীবৃহদ্ ভাগবতামৃতে ২।৫।১৪৭ শ্লোকে শ্রীরাধারাণী প্রভৃতি গোপীগণকে পরকীয়ার ভাণবিশিষ্ট রূপে বর্ণন করা হইয়াছে। সুতরাং অপ্রকটে পরকীয়া ভাববিশিষ্টরূপে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের স্বীকার করা হইবে না কেন? তাহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য—এই বর্ণনায় উপক্রমে ২।৫।৯০-৯১ শ্লোকে উহা মর্ত্ত্যলোকস্থিত ব্রজভূমির বর্ণনা রূপেই অঙ্গীকৃত হইয়াছে। 'মর্ত্ত্যলোকান্তরস্থস্য মথুরাগোকুলস্য চ মাহাত্ম্যং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠমাশ্চর্য্যং কেন বর্ণ্যতে। শৃণু কণ্ডূয়তে জিহ্বা মমেয়ং চপলা সখে। রত্নমুদ্‌ঘাটয়াম্যদ্য হৃন্মঞ্জুষাপিতং চিরাৎ" নারদ গোপকুমারকে বলিতেছেন—মর্ত্ত্যলোকান্তরস্থিত মথুরা গোলোকের মাহাত্ম্য সকল হইতে শ্রেষ্ঠ। কে তাহা বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে? তথাপি হে সখে! তাহা বর্ণন করিবার জন্য আমার চঞ্চল রসনা কণ্ডুয়ন হইতেছে। শ্রবণ কর চিরতরে আবার হৃন্মঞ্জুষাস্থিত সেই রত্ন উদ্‌ঘাটন করিয়া তোমাকে বর্ণন করি।'

সুতরাং দেখা যাইতেছে শ্রীভাগবতামৃতের বর্ণনাতেও ভৌমবৃন্দাবনগতা পরোঢ়া পরকীয়ার ভাববিশিষ্টা পরম স্বকীয়া রূপেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণকে বর্ণন করা হইয়াছে। অতএব ইহা দ্বারাও অপ্রকটে পরকীয় ভাবের স্থাপন যুক্তিযুক্ত নহে।

যাঁহারা শ্রীরূপ এবং শ্রীজীবের এবিষয়ে অতি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাকে অতিক্রম করিয়া নিজ পাণ্ডিত্যবলে শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির শ্লোকগুলিকে নিত্যকৃষ্ণপ্রেয়সীগণের তাত্ত্বিক পরকীয়াত্ব স্থাপনে সহায়করূপে বর্ণন করিতে সমর্থ তাঁহারা তাহা করিতে থাকুন। আমরা তাহাতে সক্ষম নহি।

আর একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিব। শ্রীউজ্জ্বল নীলমণিতে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ সমৃদ্ধিমান শৃঙ্গারে রসের পরাকাষ্ঠা স্বীকার করিয়াছেন। এই সমৃদ্ধিমান শৃঙ্গারের লক্ষণ হইতেছে—"দুর্লভালোকয়োর্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ। উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্।" পরাধীনত্ব হেতু দুর্লভদর্শন নায়ক নায়িকা পরাধীনতার অবসানে যখন একান্ত অনুরাগে পরস্পর মিলিত হন সেই অবস্থাকে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ বলে। এমতাবস্থায় পারতন্ত্র্যবিমুক্ত (স্বাধীন) ভাবে শ্রীরাধামাধবের মিলন ভৌমশ্রীবৃন্দাবনে স্বীকার করিতে হইলে তথায় তাত্ত্বিক পরকীয়াত্বের কল্পনাও করিতে পারা যায় না। শ্রীরূপ এবং শ্রীজীবের প্রদর্শিত সিদ্ধান্তে কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে সমৃদ্ধিমান শৃঙ্গার অবস্থাতেই শ্রীরাধামাধবের অপ্রকট লীলায় প্রবেশ ঘটে।

আর বেশী কি লিখিব। যদি লেখায় সিদ্ধান্তের কোনও ত্রুটি হয় নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন। শ্রীরাধাকুণ্ডের ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের চরণে আমার প্রণাম জানাইতেছি। আশা করি আপনার ভজনের কুশল। ইতি—

নূতন যোগী

শ্রীমহাদেব গোস্বামী

জানবে না কেউ শুনবে না সে ভজনে বিল।
নূতন ভজন কর্ব্বো এবার সহর মাঝে চল॥
নামে রুচি না থাকিলে ভজন কিসে হয়।
সহর মাঝে নামের প্রচার হবেই সুনিশ্চয়॥
ধনী গুণী সবাই মোরে বোলবে যোগীরাজ।
ভক্ত কত মিলবে সেথায় সাধবো আপন কাজ॥
দুঃখী জনে শান্তি পাবার উপায় বলে দিয়ে।
রাশি রাশি টাকা এবার আনবো ঘরে নিয়ে॥
মঠটি আমার উঠবে গ'ড়ে আকাশছোঁয়া বাড়ী।
দ্বারের পাশে নূতন মডেল থাকবে মোটর গাড়ী॥
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় তুলিয়া শ্রীমুখে।
ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে রইব সদা সুখে॥
তপস্বীদের সহর সেবা শাস্ত্রেতে নিন্দিত।
সত্য বটে ; সহরে বাস করছে না তো চিত॥
আমরা থাকি নিত্যধামে মগ্ন মহাযোগে।
দেহ বরং থাকে থাকুক মহা বিষয় ভোগে॥
পুরাকালের সাধকগণে অজ্ঞ ছিল ভাবি।
সাধন লোভে ব্যাকুল হয়ে যেতেন ছেড়ে বাড়ী॥
বিজন বনে রইতো ধ্যানে নিছক অনশন।
ছিড়া কানি কাঁথায় হত লজ্জা-নিবারণ॥
ফলটি তাহার এ জীবনে পড়তোনাতো ধরা।
মোদের নূতন সাধন এবার দেখুক এসে তারা॥
এই জীবনে সাধন করি এই জীবনেই ফল।
জয়ধ্বনি জগৎ মোদের করেছে চঞ্চল॥
কোমল করে হয়গো সেবা সদাই চরণখানি।
লক্ষ ভক্ত চঞ্চলিত শুনিতে মোর বাণী॥
রাজার চেয়ে পরম সুখে করছি বিষয় ভোগ।
তার মাঝেতে করছি সাধন নূতন মহাযোগ॥
সংসারেরও নাই ঝঞ্ঝাট নাইকো রাজার কর।
সুখটুকু পাই ষোল আনা আমরা যোগীবর॥

সাময়িকী

কিছুদিন পূর্ব্বে উড়িষ্যা দেশে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ধুয়া তুলিয়াছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম নাকি জাতীকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে। ভোজন বিষয়ে সদাচার এবং ভগবন্নিষ্ঠা কি মানুষকে দুর্ব্বল ও ক্লীব করিয়া দেয়? পুরাতন ইতিহাসে তো ইহার কোন নিদর্শন দেখি নাই। সমাজের মধ্যেও এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখি নাই। তাই আমরা এই সকল মহারথীর কথা ভাল বুঝিতে পারি নাই। হিন্দুধর্ম্মে আহার-শুদ্ধির দ্বারা সত্ত্বসংশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধি ঘটাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন "আহারশুদ্ধ্যা সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ সত্ত্বসংশুদ্ধ্যা ধ্রুবানুস্মৃতিঃ"।

মহাপ্রভুর উপদিষ্ট পথে না চলিয়াই জাতিতে জাতিতে হিংসা দ্বেষ পৃথিবীকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। দুর্নীতি লোভ এবং দুষ্প্রবৃত্তি ব্যক্তিজীবনে প্রবল হইয়া সমাজকে অশান্তিজর্জ্জর করিয়া তুলিয়াছে।

যে ব্যক্তি আত্মজয় করিতে না পারিবে সে দেশের বা দশের সেবা করিতে গিয়া নিজ স্বার্থের সেবাতেই প্রমত্ত হইয়া পড়িবে। তাই বর্ত্তমান জগতের কল্যাণের জন্য মহাপ্রভুর প্রেম-ধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। তবে ভজনের নামে যাঁহারা তামসিক বৃত্তির প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। প্রকৃত বৈষ্ণব ভগবদ্বিরহে সর্ব্বদা ক্রন্দন করেন বটে কিন্তু তাঁহার নৈতিক শক্তি হয় পরম দুর্জ্জয়। গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের মত নিখিল বিশ্বের বিরুদ্ধে নিজ আদর্শ রক্ষার লড়াই করিতে ইহারাই সক্ষম। সুতরাং বুঝা যাইতেছে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম জাতিকে দুর্ব্বল করিয়া দেয় নাই জাতির পরম কল্যাণই করিয়াছে।

সুখের বিষয় বাংলা দেশের চিন্তানায়কগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর আবির্ভাব তিথিতে যাঁহারা কলিকাতা দেশপ্রিয় পার্কের নাম-সংকীর্ত্তনে বিরাট নেতৃ সমাবেশ এবং জন সমাবেশ দর্শন করিয়াছেন তাঁহারাই এই সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

নাম সংকীর্ত্তনের অন্তে বহু খ্যাতনামা জননেতা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। ইহা নিশ্চয়ই সুলক্ষণ এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

তবে এই প্রসঙ্গে ইহা সকলের স্মরণ রাখা উচিত যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্ম, আদর্শ এবং উপদেশাবলী প্রচারই যেন প্রচারকগণের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। ইহার অন্তরালে যেন কোন প্রচ্ছন্ন কামনা নিহিত না থাকে।

ছাপাখানার গণ্ডগোলের জন্য পরমাত্মসন্দর্ভ এ সংখ্যায় দেওয়া সম্ভব হইল না। পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

—সম্পাদক 'শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক'

সন ১৩৬৭ সালের বৈষ্ণবব্রত-তালিকা।

[এই তালিকায় দৃক্‌সিদ্ধ-পঞ্জিকা-সম্মত তিথি-দিন গ্রহণ করা হইয়াছে। কয়েকটি স্থলে গুপ্তপ্রেসাদি পঞ্জিকার মতের সহিত ইহার বিরোধ ঘটিয়াছে। এই জন্য মতান্তর-স্থলে প্রাচীন পঞ্জিকা সম্মত ব্রতদিনসও এই তালিকায় বন্ধনীর মধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। কয়েকটি স্থলে ব্রতের তারিখ পৃথক হইলেও বার এক থাকায় প্রকৃত পক্ষে কোনও মতান্তর ঘটে নাই।]

বৈশাখ :—শ্রীঅভিরাম গোস্বামীর তিরোভাব ৪ই সোমবার॥ একাদশী ৮ই বৃহস্পতিবার (প্রাচীন মতে পরাহে)॥ অক্ষয় তৃতীয়া ব্রত, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা ১৬ই শুক্রবার। (প্রাচীন মতে পূর্ব্বদিন)॥ শ্রীসীতা নবমী ২২শে বৃহস্পতিবার॥ একাদশী ২৪শে শনিবার॥ শ্রীশ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী ২৬শে সোমবার। (প্রাচীন মতে পরাহে)॥ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ফুলদোল, শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব ২৮শে বুধবার॥

জ্যৈষ্ঠ :—একাদশী ৭ই শনিবার॥ দশহরা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-নন্দিনী গঙ্গা ঠাকুরাণীর শুভাবির্ভাব ২২শে রবিবার। (প্রাচীন মতে পূর্ব্বাহে)॥ একাদশী ২৩শে সোমবার॥ পানিহাটীতে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড-মহোৎসব, ২৪শে মঙ্গলবার॥ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা ২৬শে বৃহস্পতিবার॥ শ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামীর তিরোভাব ২৭শে শুক্রবার॥

আষাঢ় :—একাদশী ৫ই রবিবার॥ অম্বুবাচী-প্রবৃত্তি ৭ই মঙ্গলবার (দিবা ২।২৪ গতে)॥ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব, অম্বুবাচী নিবৃত্তি ১০ই শুক্রবার॥ (প্রাচীন মতে পরাহে)॥ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা ১২ই রবিবার॥ শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব ১৬ই বৃহস্পতিবার॥ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা ২০শে সোমবার॥ শয়নৈকাদশীর উপবাস ২১শে মঙ্গলবার॥ শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব, শ্রীগুরু পূর্ণিমা ২৪শে শুক্রবার॥ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব ২৯শে বুধবার॥ শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব ৩২শে শনিবার॥

শ্রাবণ :—একাদশী ৩রা মঙ্গলবার॥ শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনযাত্রারম্ভ, একাদশী ১৮ই বুধবার॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণ, শ্রীপাদরূপ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব ১৯শে বৃহস্পতিবার॥ শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা সমাপন ২২শে রবিবার॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ২৯শে রবিবার॥ পরদিন নন্দোৎসব॥

ভাদ্র :—একাদশী ২রা বৃহস্পতিবার॥ শ্রীশ্রী রাধাষ্টমী ১৪ই মঙ্গলবার॥ পার্শ্বৈকাদশীর উপবাস, শ্রীবামন দ্বাদশী ১৭ই শুক্রবার। (সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীহরির পার্শ্ব পরিবর্ত্তন॥ শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-মহোৎসব। শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামীর তিরোভাব উৎসব ১৯শে রবিবার॥ চূড়ামণিযোগ, চন্দ্রগ্রহণ (স্পর্শ দেখা যাইবে না, সন্ধ্যা ৬।৫৭ মোক্ষ) ২০শে সোমবার॥ শ্রীরাধামাধবের চরণামৃত পিতৃতর্পণ-আরম্ভ ২১শে মঙ্গলবার। একাদশী ৩১শে শুক্রবার॥

একদিন যাঁহার জ্ঞানগৌরবে সমস্ত ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলী চমকিত হইয়াছিলেন, আবার শ্রীমন মহাপ্রভুর কৃপালাভের পর যাঁহার ভজনমহিমায় সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন, সেই পরম পণ্ডিত ভক্তরাজ

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ বিরচিত

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতম্

অতি সরল বঙ্গভাষায় টীকার তাৎপর্য্যানুবাদসহ এই প্রথম প্রকাশিত হইল। আহার নিদ্রা প্রভৃতি শারীর ধর্ম্মে আবিষ্ট হইয়া মানুষ পশুর মত বিকৃত জীবন যাপন করিতেছে। সে ছিল অমৃতের সন্তান, অমৃতলোকে যাইবার জন্য শ্রুতি তাহাকে পুনঃ পুনঃ আমন্ত্রণ জানাইয়াছিল। সে কিন্তু মায়ার মোহে আবিষ্ট হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে পারে নাই। এইরূপে যুগ-যুগান্তর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার পর একদিন উপনিষৎকথিত 'ব্রহ্মযোনি স্বর্ণবর্ণ পুরুষ' অনর্পিতচরী প্রেমধন বিতরণের জন্য এক শুভ চন্দ্রকরস্নাত রজনীতে আবির্ভূত হইলেন—নদীয়াপুরে। ইহার পরই আরম্ভ হইল তাঁহার প্রেমদান লীলা। সুরধুনীর তটে ভক্তগণের মধ্যে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন—গৌর-নিতাই দুটী ভাই। বিদ্যুতের শোভা জিনিয়া তাঁহ শ্রীঅঙ্গের কান্তি, নয়নের প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাতে দশদিক মধুময় হইয়া যাইতেছে, তাঁহাদের প্রেম "হরে কৃষ্ণ" বলিয়া ক্রন্দনে পাষাণ গলিয়া যাইতেছে। পাপী তাপী আসিয়া শ্রীচরণে লুটাইয়া পড়ি অপরাধের শান্তি হইয়া তাহাদের প্রাণ কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। সেই প্রেমদানলীলা কি হইয়া গিয়াছে? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"অদ্যাপিও চৈতন্যের নাম যেবা লয়। আউলায় সকল অঙ্গ অশ্রু কম্প হয়।"

আপনি কি প্রেমদাতা প্রভুর এই কৃপার দান গ্রহণ করিতে সমুৎসুক? তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত পড়ুন

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ বিরচিত

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্

মূল্য দেড় টাকা | মূল্য দেড় টাকা

শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামী
সম্পাদিত

সুললিত বঙ্গভাষায় টীকার তাৎপর্য্যানুবাদ করিয়াছেন প্রভুপাদ শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী পঞ্চতীর্থ মহাশয়। মূল অন্বয় টীকা ও টীকার তাৎপর্য্যানুবাদসহ প্রকাণ্ড গ্রন্থ। প্রচারোদ্দেশ্যে নাম মাত্র মূল্যে বিতরণ করা হইতেছে। শীঘ্র সংগ্রহ না করিলে পরে অনুতপ্ত হইবেন।

সকল সংস্কৃত পুস্তকালয়ে এবং শ্রীগৌরাঙ্গসেবক পত্রিকা অফিসে প্রাপ্তব্য।

কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীগৌরাঙ্গসেবক ১১ এ, বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন, কলিকাতা-৬

১১ এ, বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন হইতে শ্রীচিত্তরঞ্জন মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ১৪১ নং বিবেকানন্দ রোড ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর মুখপত্র

ত্রৈমাসিক

শ্রীগৌরাঙ্গসেবক

(নব পর্য্যায়)

গৌরাব্দ ৪৭৫

৭ম বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ—১৩৬৭ [২য় সংখ্যা

সোকাংশ্চ লোকানুগতান্‌পশূংশ্চ হিত্বা শ্রিতাস্তে চরণাতপত্রম্।
পবস্পরং ত্বদ্‌গুণবাদসীধুপীযুষনির্য্যাপিতদেহধর্ম্মাঃ ॥ শ্রীমদ্ভা ৩।২১।১৭

কর্দ্দম প্রজাপতি বলিতেছেন—হে ভগবন! তোমার সর্ব্বভয়ঙ্কর যে মহাকাল রূপের ভয়ে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠগণও নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তোমার ভক্ত কিন্তু তাহা হইতে ভীত হন না তোমার আনন্দময় পুরুষোত্তম রূপের মধুর আকর্ষণে তাঁহারা প্রেমিক ভক্তগণের সহিত তোমার গুণকথারূপ অমৃত আস্বাদন করিতে করিতে সুখ-দুঃখাদি দেহধর্ম্ম নাশ করিয়া গৃহ আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার চরণকমলের শীতল ছায়ার চিরসুখে বিশ্রাম লাভ করেন।

সম্পাদক—শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামী

সহকারী সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১.৩২ নঃপঃ

কার্য্যালয়—শ্রীগৌরাঙ্গ মিলন মন্দির ১।১এ, বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন, কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী

১।১এ, বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন, কলিকাতা-৬

শ্রীগৌরাঙ্গ চতুষ্পাঠী

সংস্কৃতপাঠার্থী ছাত্রগণ এই চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাণ, দর্শন বিশেষ করিয়া বৈষ্ণবদর্শন অধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন। ইহা ভিন্ন শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান বিদ্বন্মণ্ডলীও শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র এবং দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন এই চতুষ্পাঠীতে করিতে পারেন। অধ্যাপক শ্রী অনাদিমোহন গোস্বামী পঞ্চতীর্থ মহাশয় সর্ব্বদাই আপনাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

গ্রন্থাগার—

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর গ্রন্থাগারটি দুষ্প্রাপ্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থরাজিতে পূর্ণ। এখানে বসিয়া সকলেই বিনা ব্যয়ে গ্রন্থাদি অধ্যয়নপূর্ব্বক শাস্ত্রানুশীলন করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থাগারের সদস্য হইলে গ্রন্থ গৃহেও লইয়া যাইতে পারিবেন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীগৌরাঙ্গসেবক ত্রৈমাসিক পত্রিকা শ্রীগৌর-পূর্ণিমায় ইহার বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোন সময়েই গ্রাহক হউন ফাল্গুন সংখ্যা হইতে পত্রিকা লইতে হইবে।

২। শ্রীগৌরাঙ্গসেবকের বার্ষিক মূল্য সডাক ১৩২ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়।

৩। প্রবন্ধসকল লেখকের নিজ দায়িত্বে প্রকাশিত হইবে। মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী হইবেন না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য তাঁহাদের রচনা উপযুক্ত হইলে সযত্নে প্রকাশিত হইবে। প্রাচীন ভক্তচরিত্র, পৌরাণিক আখ্যান, তীর্থ-ভ্রমণকাহিনী গোস্বামি গ্রন্থসমালোচনা এবং বৈষ্ণবদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে ভক্তগণের একান্ত প্রয়োজনীয় প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হইবে। লেখকগণ ভাষার লালিত্যের দিকে নজর রাখিবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না।

৫। চিঠিপত্র, প্রবন্ধ এবং মনিঅর্ডার প্রভৃতি সম্পাদক শ্রীগৌরাঙ্গসেবক, ১।১এ, বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন কলিকাতা ৬ এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্মিলনীতে প্রাপ্তব্য গ্রন্থাবলী ঃ---

১। **বেণুগীতা ঃ**— শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের একবিংশতি অধ্যায়ে বর্ণিত শ্রীব্রজগোপীগণের প্রেমানুরাগপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের বেণুরবের বর্ণনা। মূল, অন্বয়, সারশিক্ষা ও সুললিত পদ্যে তাৎপর্য্যানুবাদ সহ অমূল্য গ্রন্থ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত ভক্তিমার্গের সকল পথিকদেরই ইহা আদরের বস্তু। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও ইহার রসাস্বাদন করিতে পারে। শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী সম্পাদিত। মূল্য ৵০ স্থলে ।৵০ মাত্র।

২। **সাধন-সঙ্কেত ঃ**— শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত ভক্তগণের ভজনের একান্ত জ্ঞাতব্যবিষয়গুলি সরলভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে। তথ্যানুসন্ধিৎসু সকল ভক্তেরই ইহা অবশ্যপাঠ্য। শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী সম্পাদিত। মূল্য ॥৵০

৩। **শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন ঃ** এ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবদর্শনের অনেকগুলি গ্রন্থই প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সহজ ভাষায় দুরূহ বৈষ্ণবদর্শনের সিদ্ধান্তগুলি এত সুন্দর ভাবে এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে যে তাহা অতুলনীয়। এই গ্রন্থখানি ভাগবতাচার্য্য শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় সাংখ্য বেদান্ত ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের লিখিত। মূল্য ৩॥০ মাত্র।

৪। **শ্রীনরোত্তমের প্রার্থনা ঃ**-- শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী পঞ্চতীর্থ সম্পাদিত, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অনুরাগপূর্ণ ভজনের অনুভূতিতে সমৃদ্ধ ৫৭ খানি প্রার্থনার সুষ্ঠু ও সুলভ সংকলন। মূল্য ২০ নঃ পঃ। শ্রীগৌরাঙ্গসেবকের গ্রাহক ও শ্রীসম্মিলনীর সদস্যগণের পক্ষে মূল্য ১৫ নঃ পঃ মাত্র

বিঃ দ্রঃ---পত্রিকার গ্রাহকগণ ও সম্মিলনীর সদস্যদের এই সুবিধা আগামী ফাল্গুন মাসের পর হইতে দেওয়া সম্ভব হইবে না।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭ } শ্রীগৌরাঙ্গসেবক ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

আনন্দবৃন্দাবন-চম্পু

শ্রীরাসলীলা ১৮ স্তবক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী পঞ্চতীর্থ

মাধবের চরণচিহ্ন দর্শন মাত্র গোপীগণের শ্রীঅঙ্গে অদ্ভুত রোমাঞ্চের বিকাশ ঘটিল। সহসা এই পরমাশ্চর্য্যের আবির্ভাবে চমৎকৃতা হইয়া তাঁহারা পরস্পর বলিতে লাগিলেন—'আহা আজি আমাদের পরম সৌভাগ্যের শুভোদয় ঘটিয়াছে।' ১১০ ।।

হে পুরুষোত্তমের প্রণয়িনী কমলনয়নাগণ! এই দেখ, ধ্বজ কমল অঙ্কুশ বজ্র প্রভৃতি চিহ্নদ্বারা সমলঙ্কৃত প্রকৃতিমধুর চন্দ্রকিরণে সমুজ্জ্বল শ্রীহরির চরণ চিহ্ন শোভা পাইতেছে। ১১১।।

আরও দেখ এই চরণচিহ্নে অঙ্গুলির অগ্রভাগগুলি কিঞ্চিৎ গভীর ভাবে সিকতায় প্রবেশ করিয়াছে। আর মধ্যভাগ যেন উত্থান হইয়া রহিয়াছে। ললিত সিকতায় কেবল তাহার অনুভূতিমাত্র পাওয়া যাইতেছে। বিচিত্র কমলাদি চিহ্নে শোভিত শ্রীহরির এই পদচিহ্ন ধরণীর সীমান্তে পত্রলেখার ন্যায় শোভা পাইতেছে ১১২।।

ধ্বজচিহ্ন মাধবের চরণের সর্ব্বোৎকর্ষ প্রকাশ করিতেছে। কমল-চিহ্ন অবনীকে স্নিগ্ধ করিতেছে, বজ্র-চিহ্ন আমাদের জীবন নাশের জন্য শোভা বিস্তার করিয়া প্রকাশ পাইতেছে। অঙ্কুশ চিহ্ন আমাদের হৃদয় খনন করিবার জন্য উদ্যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই চিহ্নগুলির গুণ পরস্পর বিসদৃশ হইলেও ইহারা এক সঙ্গে অবস্থান করিয়া পরম শোভা বিস্তার করিতেছে। এবং চক্ষুষ্মাণদিগের মনোহরণ করিতেছে। ১১৩ ।।

মাধবের চরণচিহ্নের উপর ভ্রমরপংক্তি দর্শন করিয়া তাঁহারা বলিতে লাগিলেন' অহো! চরণচিহ্নের মাধুর্য্যের বিচিত্র মহিমা দেখ। মহাভাগবত ভগবদ্‌ভক্ত জন যেমন বিষয়ে বিরক্তচিত্ত হইয়াও কৃষ্ণ-চরণের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া পরমোৎকর্ষ লাভ করেন, তদ্বৎ মধুকরগণ পুষ্পপরাগে বিমুখ হইয়াছে। কিন্তু যুগল চরণকমলের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া ধরণীতে বারংবার লুণ্ঠিত হইতেছে। ১১৪।

শ্রীগোবিন্দ-পদকমলের ধূলি ধন্য। ইহা ধরণীর দুঃখের অবসান ঘটাইতেছে, ধীর ব্যক্তিগণের দুঃখ নাশ করিতেছে। ইন্দিরা সুন্দরী (লক্ষ্মী) নন্দীশ (মহাদেব) ও ব্রহ্মা অন্য দেবগণের সহিত নিয়তই এই ধূলির বন্দনা করেন। ১১৫ ।।

অতএব আমরাও অতি দুঃখময় সর্ব্বব্যাপী সন্তাপের অবসান ঘটাইবার জন্য এই চরণধূলী বক্ষে ধারণ করিব।

কোনও গোপী এই কথা বলিলে অন্য গোপী বিতর্ক করিয়া বলিলেন। ১১৬ ।।

ধূলী গ্রহণ হইতে বিরত হউন! আপনারা এই চরণচিহ্নের রমাতার বিলোপ ঘটাইবেন না। এই চরণস্থিত ধ্বজাদিচিহ্নগুলি পরামর্শ সহকারে দর্শন করিয়া প্রত্যেক গোপী নয়নের সুখ সম্পাদন করুন। করাভিঘাতে এই চরণচিহ্নগুলি নষ্ট

করিয়া দিবেন না। এই বলিয়া সকল গোপীগণ সেই চরণচিহ্ন দর্শন করিতে লাগিলেন। যাঁহার লাভে মাধব নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করেন এবং যাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তিনি অন্তর্হিত হইয়াছেন, স্বর্গে ও রসাতলে দুর্লভা, মাধবের প্রতি নিত্যস্বাভাবিক সৌহার্দ্দবতী সেই কৃষ্ণপ্রিয়তমা যিনি হৃদয়লগ্ন বল্লভের প্রণয়-সৌলভ্যে অভিমানবতী হইয়াছিলেন, যিনি স্বাভাবিক নিত্যপ্রণয়-সুখে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন সৌভাগ্যবিশেষের সূচক সেই শ্রীরাধারাণীর পদচিহ্ন দর্শন করিয়া গোপীগণ বলিতে লাগিলেন। ১১৮ ॥

অহো! একি! প্রশস্ত লতায় (সরণীতে) পল্লবকুলের বৈজাত্য দেখিতেছি কেন? যেহেতু প্রিয়তমের পদচিহ্নের সহিত যুক্তভাবে কোনও ভাবিনীর প্রিয় পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে। ১১৯ ॥

এই পদাব্জচিহ্নের রুচিরা গতি কৃষ্ণপদযুগলের চিহ্নের সহিত শ্রেণীবদ্ধভাবে শোভা পাইতেছে। মনে হয় এই ভাবিনী প্রিয়তমের ভুজমূলে নিজ ভুজলতা স্থাপন করিয়া তাঁহাকে অবলম্বন পূর্ব্বক মদমত্ত গজের সহিত মদমত্তা হস্তিনীর ন্যায় গমন করিয়াছেন। ১২০॥ সুতরাং ইঁহার ভাগ্যবলের তুলনা নাই। যেহেতু প্রাণনাথের প্রাপ্তির জন্য যত্নবতী আমাদিগকে নির্দ্দয় ভাবে পরিত্যাগ করিয়া সেই গোপীর আনুগত্য স্বীকারে নিজ অনাদর অঙ্গীকার করিয়াও একমাত্র তাঁহাকেই চুরি করিয়া অন্যের অলক্ষিত স্থানে গোপনে রমণ করিতেছেন। ১২১ ॥

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাঁহারা পুনরায় ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন "মাধবপ্রিয়তমা এই গোপিকা জগদ্গত শ্রেষ্ঠরত্নগণের মধ্যে রত্নোত্তমরূপা নিখিল সৌভাগ্যের উৎসবভূমি শ্রীরাধিকা ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। চন্দ্রমা ছাড়িয়া জ্যোৎস্না থাকিতে পারে না। বসন্ত ঋতু ভিন্ন পিকরবের মাধুরী অন্যত্র থাকে না। জলধরবক্ষ ভিন্ন বিদ্যুৎ অন্যত্র থাকিতে পারে না। তেমনি মাধব বিনা মাধবী (শ্রীরাধা) থাকেন না। ১২২॥

এই প্রকারে চরণচিহ্নগুলি যে শ্রীরাধার তাহা নিশ্চিত হইলে মুখকান্তিতে যিনি শ্রীলক্ষ্মীকেও জয় করিয়াছেন, সেই চন্দ্রাবলিসখী পদ্মা সর্ব্বগুণশোভিতা শ্যামাকে বলিলেন। ১২৩ ॥

অয়ি শ্যামে! তোমার সখী শ্রীরাধা স্বপক্ষ-পাতিতাও পরিহার করিয়াছেন। মাধব আমাদের সকলেরই দয়িত, সেই প্রিয়তমকে অপহরণ করিয়া একাকিনী স্বয়ং রমণের জন্য তদেকজীবনা তোমাকেও বনমধ্যে নির্ম্মাল্যের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বুঝা যাইতেছে তোমার প্রতি শ্রীরাধারাণীর সৌহার্দ্দ নিতান্ত বাহিরের বস্তু। অন্তরে সেই—সৌহার্দ্দের কণামাত্রও নাই। ১২৪ ॥

শ্যামা বলিলেন তুমি স্বভাবতঃ মৎসরিণী (গুণে দোষারোপ কারিণী।) তোমার বুদ্ধি অমঙ্গলময়ী। তুমি আমার সম্মুখ হইতে অপসৃতা হও। ১২৫ ॥

শুন পদ্মে! শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়োৎ-সবামৃত স্রোতস্বিনীর স্রোতে নিজের অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার নিজদেহে স্বাচ্ছন্দের লেশ মাত্র নাই। কৃষ্ণপ্রেম-স্রোতস্বতীর তরঙ্গের মহাবেগে তাঁহার সুকোমল বপুখানি—শৈবালদলের মত যেখানে কোথাও ভাসিয়া যায়, তাহা নিবারণ করিবার শক্তিও তাঁহার নাই।

সুতরাং শ্রীরাধারাণীর বিন্দুমাত্র দোষাপেক্ষা নাই। সর্ব্বতোভাবে তিনি স্তবযোগ্যা। দেখ চম্পকের উপকোষ শরীরের সহিত তুল্যরূপে জাত এবং বর্দ্ধিত হইলেও চম্পক কুসুমের পুষ্টির জন্য উহা তাহার নিকট হইতে খসিয়া যায়, ইহা দোষের বিষয় নহে। যে হেতু উপকোষের ঐ আচরণে চম্পককুসুম সৌন্দর্য্যে এবং সুরভিতে পূর্ণ হইয়া থাকে। ইহাতে উপকোষের পরমা তৃপ্তি। সেইরূপ শ্রীরাধারাণী আমাদের উপর পরম সৌহার্দ্দবতী হইলেও প্রেম-রসের মাধুর্য্য পুষ্টির জন্য আমাদিগকে দূরে রাখায় আমরা পরম সুখিনী। ১২৭ ॥ সুতরাং রসমাধুর্য্য—পোষণের জন্য সময়বিশেষে প্রাণতুল্যা সখীগণকে ত্যাগ করিলেও বশবর্ত্তী শ্রীরাধার সৌহার্দ্দের কোন হানি হয় না। ১২৮ ॥

ক্রমশঃ

পর্য্যটকের ডায়েরী

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীদিবাকান্ত চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামকানাই প্রভুর সমাধি দর্শনের পর জিরাটের গোস্বামী প্রভুগণ আমাকে অতি প্রাচীন ও বৃহৎ এক তেঁতুল বৃক্ষ দর্শন করাইলেন। এই গাছটি শুনিলাম শ্রীশ্রীনিত্যানন্দনন্দিনী মা গঙ্গা ঠাকুরাণীর স্বহস্তরোপিত। কথিত আছে মা গঙ্গা অবসরসময়ে এই বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেন। দূর দূরান্তর হইতে তাঁহাকে দেখিবার জন্য আগত ভক্তমণ্ডলীও এই বৃক্ষের তলদেশে বিশ্রাম করিতেন। আমার মনে হইল তাঁহাদের পদধূলি এই স্থানের মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। ভাগ্যক্রম যখন এখানে আসিয়াছি তখন এই স্থানের ধূলিতে লুণ্ঠন করিয়া জীবন সার্থক করিয়া লই। গড়াগড়ি দিয়া প্রণাম করিবার কালে এক ঝলক স্নিগ্ধ বাতাস জননীর স্নিগ্ধ স্নেহস্পর্শের ন্যায় আমার শরীর স্পর্শ করিয়া গেল।

সেখান হইতে ফিরিবার পথে শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবীর সন্তানদের গোস্বামী উপাধি প্রাপ্তির একটি কৌতূহল উদ্দীপক কাহিনী সেখানকার গোস্বামিগণের মুখে শ্রবণ করিলাম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীগঙ্গাদেবীর স্বামীর নাম ছিল শ্রীমাধব চট্টোপাধ্যায়। সুতরাং ইঁহার সন্তানগণেরও চট্টোপাধ্যায় উপাধি পাইবার কথা। পূর্ব্বকালে গোস্বামী শব্দটি একটি বিশেষ মর্য্যাদাজ্ঞাপক উপাধিরূপেই ব্যবহৃত হইত। যাঁহারা প্রেমভক্তির অমৃত রস আস্বাদনে বলীয়ান হইয়া দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে স্ববশে আনিতে সমর্থ হইতেন তাঁহাদিগকেই গোস্বামী আখ্যায় মর্য্যাদা প্রদর্শন করা হইত।

শ্রীরূপ সনাতন প্রমুখ ছয় গোস্বামীর ভজনবৈভবে চমৎকৃত হইয়া সে কালের সাধুগণ ইঁহাদিগকে গোস্বামী আখ্যায় সম্প্রদায়াচার্য্যরূপে মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর সন্তান-গণকে এবং শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুকে এই মর্য্যাদাকর উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহার পর কালক্রমে ইহা বংশানুক্রমিক হইয়া পড়িল। শ্রীরূপ সনাতনাদি ছয় গোস্বামীর বংশধারা ছিল না, এইজন্য মাত্র শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর সন্তানগণের বংশ এবং শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর সন্তানত্রয়ের বংশ এই উপাধিটি কৌলিকরূপে ব্যবহার করিতে থাকেন।

যাক সে কথা, গঙ্গাবংশের গোস্বামী উপাধিপ্রাপ্তির ইতিহাসটি সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি।

গঙ্গার অপর পারে সুখসাগর নামে একটি স্থান ছিল। সেই স্থানটি প্রভু নিত্যানন্দ এবং তাঁহার গৃহিণী বসুধা জাহ্নবার বড় প্রিয় ছিল। প্রভু নিত্যানন্দ সপরিকরে মাঝে মাঝে সুখসাগরে আসিতেন। একবার তিনি বসুধা জাহ্নবা এবং প্রভু বীরচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া সুখসাগরে আসিয়াছেন। শ্রীগঙ্গাজননী বসুধা ঠাকুরাণী কন্যাকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন। প্রভু নিত্যানন্দও সকলকে লইয়া সুখসাগর হইতে গঙ্গা পার হইয়া কন্যাকে দর্শন করিতে জিরাটে আসিলেন। দলে দলে ভক্তগণ আসিয়াছেন, জয়ধ্বনি সহকারে তাঁহারা প্রভু নিত্যানন্দ বসুধা জাহ্নবা দুই ঠাকুরাণী শ্রীনিত্যানন্দতনয়া শ্রীগঙ্গাদেবী এবং প্রভু শ্রীবীরচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গঙ্গাভর্ত্তা শ্রীমাধবের দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিল না। ইহাতে গঙ্গা ঠাকুরাণী অন্তরে বড় ব্যথা পাইলেন। তিনি অভিমানস্ফুরিত মৃদুকণ্ঠে প্রভু নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'বাবা! আমার স্বামী বড় না বীরু বড়?' প্রভু নিত্যানন্দ স্নেহময়ী

কথায় উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আমি তাহা জানি না। আমি এই খুন্তি মন্ত্রপূত করিয়া ছাড়িয়া দিতেছি। ইহা যাহার নিকট যাইয়া পড়িবে সেই বড়।" প্রভু মন্ত্রপূত খুন্তি ছাড়িয়া দিলেন, উহা গিয়া মাধবের নিকট পতিত হইল। বৈষ্ণবসমাজে আনন্দের কলরোল উঠিল। সেই দিন হইতে মাধবকেও বৈষ্ণবমণ্ডলী গোস্বামী আখ্যায় সম্মানিত করিলেন এবং গোস্বামীর উচিত মর্য্যাদা দিতে লাগিলেন। গোস্বামী উপাধি কৌলিক হওয়ার ফলে তাঁহার সন্তানগণও এই উপাধি ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইহাই হইল শ্রীমাধব চট্টোপাধ্যায়ের বংশধরগণের গোস্বামী উপাধি প্রাপ্তির ইতিহাস। মাধবের তুলনায় শ্রীগঙ্গাদেবীর মহিমার খ্যাতি অধিক ছিল। বৈষ্ণব বন্দনাকার গাহিয়াছেন—

"প্রেমনন্দময় বন্দো আচার্য্য মাধব
ভক্তিবলে হইল। গঙ্গাদেবীর বল্লভ।

তাই ভক্তসমাজ গঙ্গাদেবীর নামেই এই বংশকে গঙ্গাবংশ গোস্বামী নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

ইহার পর প্রসাদ পাইবার পালা। শুনিলাম শ্রীগোপীনাথের নিয়ম হইতেছে বেলা ৩টার আগে প্রসাদ পাওয়া যাইতে পারিবে না। যদি কোন প্রসাদার্থী ভক্ত প্রসাদ না পাইয়া ফিরিয়া যায়, সেই ভয়ে নাকি এইরূপ করা হইয়াছে। যথাকা প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিতে গেলাম। দুইটি দিন জিরাট বড় আনন্দে কাটিয়া গেল। ইহার পর বিদায়ের পালা। শ্রীগঙ্গাবংশ্য গোস্বামিগণের নিকট বিদায় লইয়া তৃতীয় দিনে আবার আমার পর্য্যটন সুরু করিলাম। আজ গুপ্তপাড়ায় যাইব সংকল্প করিলাম। সেদিন গুপ্তিপাড়ায় বিখ্যাত শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের বাড়ীতে অবস্থান করিলাম। পরদিন সকালেই স্নান আহ্নিক শেষ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিয়া অম্বিকা কালনার পথ ধরিলাম মনে কত সুখস্মৃতি জাগিতেছিল। এই অম্বিকা নগরেই প্রভু নিত্যানন্দের সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যার সহিত বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। এই সূর্য্যদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা ছিলেন গৌরীদাস পণ্ডিত। ইনি শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন!

"দেবাদিদেব গৌরচন্দ্র গৌরীদাস মন্দিরে
গৌরীদাস মন্দিরে প্রভু অম্বিকাতে বিহরে।

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ এই গৌরীদাসগৃহে অবিচল ভাবে বাস করিতেছেন। আজ সেই প্রভুদ্বয়ের লীলাস্থলী দর্শন করিব বলিয়া মনে আর আনন্দ ধরিতেছিল না। দ্রুত বেগে চলিতেছি, শীত-শেষের অপ্রখর রৌদ্র আমার গমনের বাধা উৎপাদন করিতে পারিতেছিল না। পথের ধারে অর্দ্ধমুকুলিত আম্রবৃক্ষগুলি মাঝে মাঝে নিজ ছায়ার স্নেহাঞ্চলে আমাকে আশ্রয় দিতেছিল। কোথাও কোথাও বনফুলের স্নিগ্ধ সুরভি, মৃদু বায়ুতরঙ্গে বাহিত হইয়া আমার মনে পুষ্পবনসমাচ্ছন্ন মধুময় বৃন্দাবনের সুখস্মৃতি জাগাইয়া দিতেছিল। এমনি করিয়া চলিতে চলিতে প্রায় অপরাহ্নে অম্বিকা-কালনায় পৌঁছিলাম। এইবার একটু আশ্রয়ের সন্ধান করিতে হইবে। তবে সে জন্য মনে বিশেষ দুশ্চিন্তা ছিল না। প্রভুর অনুগ্রহে যেখানেই হোক একটু আশ্রয় মিলিয়া যাইবে। মিলিয়াও গেল। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের প্রকাশক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে সমাদরে আতিথ্য লাভ করিলাম। একটু বিশ্রাম করিয়া শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত স্থাপিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহ দর্শনের জন্য গমন করিলাম। অম্বিকা নগরে গৌরীদাসপণ্ডিতগৃহে এই বিগ্রহ-যুগলের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটি মনোরম উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত প্রভুদ্বয়ের দর্শনের জন্য বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু স্বতন্ত্র ঈশ্বর তাঁহারা, কৃপা করিয়া দর্শন না দিলে ত কেহ দর্শন পায় না। শ্রীগৌরী দাসের উৎকণ্ঠা শান্তির জন্য একদিন প্রভু নিত্যানন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিনদী গ্রাম হইতে নৌকায় বৈঠা বাহিয়া শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হইয়া বাহিরের এক তেতুলবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। গৌরীদাসের আনন্দ আর ধরে না। প্রভুদ্বয়কে গৃহমধ্যে লইয়া কত আনন্দে তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামী পঞ্চতীর্থ

পূর্ব্বে আমি যে সকল আলোচনা করিলাম তাহা হইতে স্পষ্ট দেখা যাইবে—শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের বিধিবাক্যগুলি দৃঢ়ভাবে বর্ণাশ্রম সমর্থন করিতেছেন এবং একমাত্র গুরুলক্ষণান্বিত ব্রাহ্মণকেই গুরুরূপে বরণ করিতে উপদেশ দিতেছেন। শ্রীহরি-ভক্তি বিলাসের অভিমতে ব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের গুরু; তবে গুরুলক্ষণান্বিত ব্রাহ্মণের স্বদেশে বা-বিদেশে অভাব থাকিলে শাস্ত্রোক্ত গুরুলক্ষণসম্পন্ন ক্ষত্রিয়াদিকে অনুলোমদীক্ষা (স্ববর্ণ ও নিম্নবর্ণকে দীক্ষা) দেওয়ার ব্যবস্থা মাত্র দেওয়া হইয়াছে। এক কথায় শ্রীহরিভক্তিবিলাসে মাত্র দীক্ষাগুরু সম্বন্ধেই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এখানে জাতিকুলের বিচার আবশ্যক রূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রবণগুরুর সম্বন্ধে জাতি কুলাদির বিচার ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবৎপ্রেমযুক্ত সংসারে আসক্তিবিহীন ব্যক্তিকে শ্রবণগুরুরূপে আশ্রয় করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ঐ শ্রবণগুরু যদি ব্রাহ্মণ হন তবে খুবই ভাল—না হইলে যে কোন জাতির মধ্য হইতে উহাকে শ্রবণগুরুরূপে বরণ করা যাইবে।—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে রায় রামানন্দ মিলনে শ্রীমহা-প্রভুর মুখোদ্গীর্ণ "কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেন নয়, যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়" এই বচনটিও যে শ্রবণগুরু সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

সুতরাং শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধিবাক্যগুলির সহিত ভক্তিসন্দর্ভের অথবা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কোন বিরোধই নাই—থাকিতে পারে না।

শ্রীযুক্ত নাথ মহাশয় নিজ প্রতিভাবলে শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসের সহিত ভক্তিসন্দর্ভের ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের যে বিরোধ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক কল্পনা মাত্র। যদি শাস্ত্রবাক্যগুলি কেহ না মানিতে চাহেন, আমাদের কিছু বলিবার নাই। তবে এই সকল শাস্ত্রের স্বকপোলকল্পিত বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তিগণ যদি নিরপরাধ সাধারণ জনের চিত্ত সংশয়াকুল করেন, তাহা বড়ই পরিতাপের বিষয় হইবে।

শ্রীযুক্ত নাথ মহাশয় শ্রীহরিভক্তিবিলাসের সহিত ভক্তিসন্দর্ভ এবং চরিতামৃতের স্বকপোলকল্পিত বিরোধ দেখাইয়াই ক্ষান্ত নহেন, ইহার একটি কল্পিত এবং অদ্ভুত সমাধানও দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন

"যাহার মধ্যে গুরুর শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ বিদ্যমান যে বর্ণেই তাঁহার উদ্ভব হউক না কেন তিনিই গুরু হওয়ার যোগ্য ইহা হইতেছে সাধারণ বিধি।

আর নারদ-পাঞ্চরাত্রে (হরিভক্তিবিলাসধৃত) যে জাতি কুলাদির বিচার করা হয়, তাহা হইতেছে বিশেষ বিধি। জাতিকুলাদির অভিমান যাঁহাদের আছে, যাঁহারা সমাজ বা লোকের অপেক্ষা ত্যাগ করিতে পারেন না তাঁহাদের জন্যই এই বিশেষ বিধি। ...

কিন্তু যাঁহারা জাত্যাদি অভিমান শূন্য লোকা-পেক্ষাহীন শুদ্ধ-ভক্তিকামী তাঁহাদের জন্য উল্লিখিত বিশেষ বিধি নহে। যিনিই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, ভজনবিজ্ঞ রসজ্ঞ তাঁহাকেই তাঁহারা গুরুরূপে বরণ করিতে পারেন। তিনি শূদ্রই হউন আর ব্রাহ্মণই হউন তাহাতে কিছু আসে যায় না।" (বৈদঃ ৩য় ২২৫৪)

শ্রীযুক্ত নাথ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় জাতিকুলাদির অভিমান বা লোকাপেক্ষা ত্যাগ কি প্রকার লোকের সম্ভব হয়? আমরা ত জানি ভাবভক্তির আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই অবস্থা

কোনও মানবের সম্ভব নহে। আবার ভাবভক্তি আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই পরম দৈন্যে ভক্তের চিত্ত পূর্ণ হওয়ায় দম্ভ অভিমানকৃত শাস্ত্রবাক্যলঙ্ঘন আর তাহার সম্ভব হয় না। যদি কোন কল্পনাবিলাসী লোক ভাবাঙ্কুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই নিজেকে প্রেমিক ভক্তরূপে অভিমান করিয়া 'আমি যখন শাস্ত্রবিজ্ঞ ভক্ত তখন আমার কল্পনানুযায়ী শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের সমন্বয় করিয়া উচ্চ বর্ণকে দীক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া লইব। এই প্রকার আত্ম-প্রতারণা করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামী এবং শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রভুদ্বয়ের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিজ কল্পিতযুক্তিতর্কের দ্বারা খণ্ডন করিবার সাহস যাহার থাকে থাকুক আমাদের নাই।

শ্রীযুক্ত নাথ মহাশয় তাঁহার স্বকপোলকল্পিত সমাধানের সহায়তা পাইবার জন্য কায়স্থ--বংশীয় শ্রীযুক্ত নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের, বৈদ্যবংশীয় শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের এবং সদ্গোপ-বংশীয় শ্যামানন্দ ঠাকুর মহাশয়ের ব্রাহ্মণ মন্ত্র শিষ্যের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীহরিভক্তি বিলাসের "প্রতিলোম্যে ন দীক্ষয়েৎ" এইবাক্য যে পালনের যোগ্য নহে, তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ, শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর এবং শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুর সাক্ষাৎ পার্ষদ না হইলেও একান্তী ভক্ত।

একান্তী ভক্তের স্বভাব সর্ব্বদা শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করা। এ বিষয়ে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের উক্তি "বিহিতেষ্বেব নিত্যেষু প্রবর্ত্তন্তে স্বয়ং হি তে" একান্তী ভক্তগণ বিধিবোধিত নিত্যকর্ম্মে স্বয়ংই প্রবর্ত্তিত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষণেই পরিতুষ্টি। "সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে শাস্ত্রের বচন"। দম্ভাভিমান-বশে কোন শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করিবার চেষ্টায় শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দন রূপ তৃতীয় নামাপরাধের প্রসক্তি হয়। সুতরাং একান্তী ভক্তগণ কখনও স্বৈরী বুদ্ধিতে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া প্রাতিলোম্যে উচ্চ বর্ণকে দীক্ষা দিতে পারেন না। শ্রীনরহরি সরকার মহাশয় প্রভৃতির ব্রাহ্মণ শিষ্য করণ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা তাঁহাদের ভজনমহিমায় একান্ত আকৃষ্ট কোন কোন সাধু ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে গুরু-রূপে ভাবনা করিয়া তদ্রূপ আচরণ করিতেন। এই ব্রাহ্মণগণ নিজেদের ভক্তিমহিমায় ভাবসিদ্ধির দ্বারাই তাঁহাদিগকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। উপনিষদ বলেন সিদ্ধভক্ত :"একধা ভবতি দ্বিধা ভবতি ত্রিধা ভবতি।"

তিনি এক হইতে পারেন, দুই হইতে পারেন, তিনও হইতে পারেন। ঐ সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির আকর্ষণে তাহারা ভাবময় দ্বিতীয় দেহ গ্রহণ করিয়া মন্ত্র দীক্ষাদি দিয়া থাকিবেন। এই ভাবময় দেহের জাত্যাদির অপেক্ষা নাই ইহার পর ঐ ব্রাহ্মণগণ সেই সেই ঠাকুর মহাশয়গণের পরিবার রূপেই নিজেদের পরিচয় দিতেন।

সুতরাং ইহাতে কাহারও বিধিলঙ্ঘনাদি ঘটে নাই। যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যায় ঠাকুর মহাশয়-গণ নিজ বিগ্রহে ঐ ব্রাহ্মণদিগকে দীক্ষা দিয়াছিলেন তাহাতেও কিছু আসে যায় না। কারণ ইহারা সকলেই প্রেমবান একান্তীভক্ত। ইহাদের উপর কোনও বিধি নিষেধের প্রভাব খাটে না। এই বিষয়ে শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন।

"কৃত্যান্যেতানি তু প্রায়ো গৃহিণাং ধনিনাং সতাং লিখিতানি নতু ত্যক্তপরিগ্রহমহাত্মনাম্।"

অর্থাৎ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের কৃত্যসকল ধন-সম্পদযুক্ত গৃহিদের জন্যই লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা সর্ব্বপ্রকারে পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়াছেন সেই মহাত্মাগণের জন্য শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধি নহে। কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর এই একান্তী ভক্তগণ বিধি-নিষেধের ঊর্দ্ধে বিচরণ করেন। "চরেদবিধি গোচরঃ (হঃ বিঃ) তাহাদের বিধি নিষেধ কিন্তু "স্বরসেনৈব তৎ সিদ্ধেৎ।" তাঁহাদের প্রেমই বিধিনিষেধের নিয়ামক হয়। একটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমার বক্তব্যটি পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী জাতিতে কর্ণাটক ব্রাহ্মণ। সর্ব্বত্র অপেক্ষাশূন্য সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর, বৈরাগ্য এবং ভজন বলে তুলনাহীন—একথা বোধ হয় কোন লোকই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ক্রমশঃ

উদ্ধব সংবাদ

শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী পঞ্চতীর্থ

বৃষ্ণীনাং প্রবরো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা।
শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ।
শ্রীমদ্ভাঃ ১০- ৬-১॥

[মুখবন্ধ ঃ মথুরায় আসিয়া মাধব বড়ই সঙ্কটে পড়িয়াছেন। সংসারের মানুষ কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে অনেক কাজ করে কিন্তু প্রিয়জনের দুঃখ দেখিয়া সে অন্তরে বেদনা বোধ করে এবং সেই দুঃখ নাশের চেষ্টা করে। কর্ত্তব্যের আহ্বান হইতে প্রীতির আহ্বান বড় তীব্র। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সংসার অত্যন্ত বৃহৎ। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার প্রতিপাল্য। সেখানকার সকল জীবের উপরই মাধবের কর্ত্তব্য রহিয়াছে। তাহার মধ্যে আবার বহুজাতীয় সাধু বহুজাতীয় প্রেম লইয়া মাধবকে ভালবাসিয়া থাকেন। এই সাধুগণ হইতেছেন মাধবের প্রিয়জন ইঁহাদের সহিত মাধবের প্রীতির সম্বন্ধ আছে। সংসারের কর্ম্মভূমিতে থাকিয়া এই-সকল সাধু সমস্ত প্রলোভন অতিক্রম করিয়া মাধবকে ভালবাসিয়াছেন এবং মাধবের সেবালাভ করিবার জন্য ভক্তির সাধনায় রত। এই সাধুগণের স্বল্প দুঃখও মাধবকে বিচলিত করে। সেই দুঃখের অবসান করিয়া সাধুগণকে সুখ দিবার জন্য মাধব সর্বদাই ব্যস্ত। এই সাধুদের মধ্যে প্রেমের তারতম্য অনুসারে ন্যূনাধিকভাবে তাঁহারা প্রীতির শৃঙ্খলে মাধবকে আবদ্ধ করেন। নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ হইতেছেন প্রেমের মূল আশ্রয়। সুতরাং তাঁহাদের প্রেমে যে মাধব একান্ত বশীভূত আছেন একথা বলাই বাহুল্য। নিত্যসিদ্ধগণের মধ্যেও আবার প্রেমের তারতম্য আছে। ব্রজপ্রেমেই ইহার চরম উৎকর্ষ। তাই মাধবের নিকট ব্রজপ্রেম পরমোৎকৃষ্টতম আস্বাদ্য। এই প্রেমের মহা মধুর আস্বাদনে মাধব একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়েন। যদি তাহাই হয় তবে মাধব ব্রজ ত্যাগ করিয়া মথুরায় আসিলেন কেন? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে মাধবের রসাস্বাদনের ধারাটি বুঝিতে হইবে। জগতে উৎকৃষ্ট বস্তুর আস্বাদন পাইলে ন্যূনজাতীয় বস্তুর দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহে না। মাধবের রসাস্বাদনের ধারা কিন্তু তাহা হইতে স্বতন্ত্র। উৎকৃষ্টতম ব্রজপ্রেম-রসাস্বাদে আত্মহারা থাকিয়াও ন্যূনজাতীয় প্রেমবান ভক্তের বেদনা তাঁহাকে বিচলিত করে। এই জন্য মাধবকে ভক্তবৎসল বলা হয়।

মথুরাবাসী ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য বহু দুঃখ সহ্য করিয়াছেন। ব্রজবাসিগণ যেমন মাধবের প্রতি স্বাভাবিক প্রেমবান, জাতিতে ন্যূন হইলেও মথুরাবাসী ভক্তগণেরও মাধবের উপর তেমনি স্বাভাবিক প্রীতি আছে। এই কৃষ্ণপ্রীতির অপরাধেই তাঁহারা কংসের নিকট নিপীড়িত অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া সপরিবারে দেশ দেশান্তরে অতি গোপনে বাস করিতেছেন। কেহবা শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার আকুল আকাঙ্খায় কংসের সমস্ত অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিয়া কংসের পরিচর্য্যা করিতেছেন॥ বসুদেব দেবকী কৃষ্ণের সহিত সম্পর্কের অপরাধেই কারাগারে শৃঙ্খলিত। তাঁহাদের নীরব ক্রন্দন এবং দীর্ঘশ্বাস অন্তর্য্যামীকে বিচলিত করিতেছিল বৈ কি! তাই অক্রূরের মুখে মথুরাবাসীর দুঃখ এবং কংসের অত্যাচারের কথা শ্রবণ করিয়া ব্রজরাজের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক মাধব মথুরায় আসিয়াছেন।

বসুদেব ছিলেন ব্রজরাজ নন্দের পরম বান্ধব। কংসের বিষদৃষ্টিতে পড়িবার ঝুকি লইয়াও বসুদেবের অন্যতমা পত্নী রোহিণীদেবীকে নন্দমহারাজ নিজগৃহে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ইহা হইতেই তাঁহার বসুদেবের প্রতি প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। অক্রূরের মুখে বসুদেবের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা শ্রবণ করিয়া নন্দমহারাজের কোমল হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। নারায়ণের অনুগ্রহে

যদি নিজপুত্রের দ্বারা বসুদেব ও মথুরাবাসীর দুঃখের শান্তি হয়, এই ইচ্ছাতেই নন্দমহারাজ, কৃষ্ণকে লইয়া মথুরায় আসিয়াছিলেন। কংসবধের পর ব্রজরাজকে গৃহে পাঠাইয়া কৃষ্ণ কয়েক দিন পরে ব্রজে আসিবেন বলিয়াছিলেন। সেই কয়েকদিন অতীত হইয়াছে। ব্রজরাজ ভাবিতেছিলেন কৃষ্ণ এখনও ব্রজে ফিরিল না কেন! সত্যবাদী গোপাল শীঘ্র ব্রজে ফিরিবার কথাই বলিয়াছিলেন। উৎকণ্ঠিত নন্দমহারাজ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন—পরাক্রান্ত সম্রাট জরাসন্ধ নিজ জামাতা কংসের নিধনের প্রতিশোধ নিবার জন্য মথুরা আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন। ব্রজরাজ ভাবিলেন এ সময় কৃষ্ণ ব্রজে না আসিয়া ভালই করিয়াছেন। কৃষ্ণের উপরই জরাসন্ধের শঙ্কা। কৃষ্ণ ব্রজে আসিলে যদি জরাসন্ধ ব্রজ আক্রমণ করিতে আসে, তিনি কেমন করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। অস্ত্রবলে এবং সৈন্যবলে ব্রজবাসিগণ তেমন বলীয়ান নহেন। তাঁহাদের কোন দুর্গও নাই। মথুরার যাদবগণ কিন্তু পরাক্রমশালী যোদ্ধা। তাঁহাদের বিপুল সৈন্যবল প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র এবং সুসজ্জিত দুর্গ আছে। সুতরাং এই বিপদের সময় কৃষ্ণের মথুরায় থাকাই উচিত। নারায়ণের কৃপায় জরাসন্ধঘটিত বিপদ কাটিয়া গেলে আমাদের ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিবে। তাঁহাকে না দেখিয়া সমস্ত ব্রজবাসীর অন্তরে দুর্বিসহ বেদনা হইতেছে। তাহা হউক সে বেদনা আমরা কোনও প্রকারে সহ্য করিব। কিন্তু এখন ব্রজে আসিলে গোপালের বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা থাকায় এখন তাহার ব্রজে আসার কথা চিন্তাও করিতে পারিব না।

ব্রজবাসিগণের প্রীতি কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময়ী—স্বসুখ-তাৎপর্য্যময়ী নহে। তাই কৃষ্ণের অমঙ্গলাশঙ্কায় নিজেদের বিপুল দুঃখভার স্বেচ্ছায় ব্রজবাসিগণ বহন করিতে লাগিলেন।

ব্রজপ্রাণ কৃষ্ণ ব্রজের জন্য পাগল। যদি কাহারও মুখে ব্রজবাসীর দুঃখের কথা জানিতে পারেন, মথুরা ত্যাগ করিয়া তখনই ছুটিয়া ব্রজে আসিবেন। তাই মহাবাৎসল্যময় নন্দমহারাজ কোনও ব্রজবাসীকে মথুরা যাইতেও দিতেন না।

এদিকে ব্রজের বিরহে মাধব বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। মাধব ভাবিতেছেন ক্ষণকাল আমাকে না দেখিলে যে ব্রজবাসিগণ কোটি যুগের অদর্শনের ন্যায় বিপুল বেদনা ভোগ করেন, হায়! আমাকে এতদিন না দেখিয়া সেই ব্রজবাসিগণ কিরূপ ভাবে অবস্থান করিতেছেন? আসিবার সময় মা যশোদা একটী কথাও বলিতে পারেন নাই। স্বল্পকাল কৃষ্ণ হারাইবার শঙ্কায় বুঝি তাঁহার বাগ্‌রোধ ঘটিয়াছিল। কৃষ্ণপ্রাণা গোপবালাগণ যখন রথচক্রের নীচে পতিত হইয়া আকুলস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার মথুরাগমনের বাধা দানের চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন মাধব তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন 'কাল বা পরশ্বই আমি মথুরা হইতে ফিরিয়া আসিব।' ব্রজবাসী আমার প্রাণ, ব্রজ ছাড়িয়া কি দীর্ঘকাল দূরে থাকিতে পারি? মাধবকে ব্রজে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য শ্রীদামাদি সখাগণ তাঁহার সঙ্গে মথুরায় আসিয়াছিলেন।

নন্দমহারাজও ব্রজরাজ্ঞীর নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার গোপালকে সঙ্গে করিয়া ব্রজে ফিরাইয়া আনিবেন। তাঁহার সখাগণ এবং ব্রজরাজের মথুরা হইতে বিদায়ের পর কৃষ্ণকে ছাঁড়িয়া যাইতে যখন প্রাণ একান্ত আকুল হইয়া পড়িয়াছিল সেই সময় মাধব সাশ্রুনয়নে তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—

"যাতঃ যূয়ং ব্রজং তাত বয়ঞ্চ স্নেহদুঃখিনাম,
জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্॥

পিতঃ! আপনারা ব্রজে ফিরিয়া চলুন। আমরা মথুরায় সুহৃদ যাদবগণের সুখবিধান করিয়া শীঘ্রই বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিতেছি।

তাহার পরও কতদিন চলিয়া গিয়াছে, এখনও মাধব বৃন্দাবনে যাইতে পারিলেন না। ব্রজবাসিগণ এবং তিনি যুগপৎ মহাবিপ্রলম্ভের তীব্রতম অনুভূতির স্পর্শে বেদনায় অধীর হইয়াছেন। মাধব চিন্তা করিতেছিলেন তিনি এখন কি করিবেন! একবার ভাবিলেন সমস্ত ব্রজবাসীকে মথুরায় লইয়া আসি। কিন্তু মথুরাবাসিগণের ঐশ্বর্য্যপূর্ণ ভজনের সহিত বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময় প্রেমের আশ্রয় ব্রজবাসিগণ তাল মিলাইয়া চলিতে পারিবেন না। ইহাতে হয়তো তাঁহাদের প্রাণে বড় বেদনা হইবে। ক্রমশঃ

ধর্ম্ম ব্যাধ প্রসঙ্গ

বাল্যকাল হইতে সংসারত্যাগী ধর্ম্মশীল তপস্বী ব্রাহ্মণ কৌশিক এক বৃক্ষতলে বসিয়া বেদাধ্যয়ন -করিতেছিলেন। তাঁহার মাথায় জল-বিন্দুর ন্যায় কি যেন পড়িল। কৌশিক হস্ত দ্বারা মস্তক মার্জ্জনা করিয়া বুঝিতে পারিলেন উহা পক্ষিবিষ্ঠা। তাঁহার বেদাধ্যয়ণে বাধা পড়িল, চিত্ত ক্রোধাকুল হইয়া পড়িল। পক্ষীর মৃত্যু কামনা করিয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিতেই শাখায় স্থিতা বকপক্ষিণী প্রাণত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণের নিকট পতিত হইল। মুনির অনুশোচনা হইল—হায় কেন পক্ষীর মৃত্যু কামনা করিয়াছিলাম !! ইহার আত্মীয়গণ ইহাকে হারাইয়া না জানি কত বিলাপ করিবে।

বেদপাঠ সেদিন আর হইল না। বেলা অধিক হইয়াছে, ভিক্ষায় যাইতে হইবে। অন্য মনে গ্রন্থখানি গুছাইয়া রাখিয়া ভিক্ষার জন্য গ্রামে গমন করিলেন।

গ্রামে প্রবেশ করিয়া সম্পৎপূর্ণ একখানি বাড়ীর দ্বারে কৌশিক দাঁড়াইলেন। বাড়ীটি তাঁহার পরিচিত। গৃহস্বামিণী দেবদ্বিজে বড় ভক্তিমতী। ভবনে প্রবেশ করিয়া কৌশিক বলিলেন—'ভবতি! ভিক্ষাং দেহি।'

গৃহস্বামিণী গৃহকর্ম্ম করিতেছিলেন। তপস্বী ব্রাহ্মণের আগমন বুঝিয়া 'তিষ্ঠ' এই উক্তি পূর্ব্বক সত্বর হস্ত ও ভিক্ষাপাত্র প্রক্ষালন করিতে গেলেন। এমন সময় তাঁহার স্বামী অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সহসা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। বধূ স্বামীকে আগত দেখিয়া ভিক্ষাপাত্র নামাইয়া রাখিয়া স্বামিসেবা করিতে লাগিলেন। সযত্নে স্বামীর চরণ ধোয়াইয়া দিলেন। বসিবার আসন দিলেন এবং ভক্ষ্য পেয় দান করিয়া একাগ্রমনে তাঁহাকে বীজনাদি সেবা করিতে লাগিলেন। ইহার পর সহসা তাঁহার মনে পড়িল তপস্বী ব্রাহ্মণ ভিক্ষার জন্য দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। স্বামীর অনুমতি লইয়া তিনি তখন ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা দিতে আসিলেন।

ব্রাহ্মণ তখন ক্রোধে জ্বলিতেছেন। তিনি বধূকে বলিলেন—'এ তোমার কি রকম ব্যবহার। অতিথি ব্রাহ্মণ দ্বারে দাঁড়াইয়া, আর তুমি স্বামি সেবা করিতে আরম্ভ করিলে !!'

"ক্ষমা করুন মুনি! স্বামীই যে আমার এক-মাত্র দেবতা, তাহার উপর তিনি পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আসিয়াছেন তাই আমি আগে তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছি। এজন্য রাগ করিবেন না।"

"দেখিতেছি তোমার নিকট স্বামী ব্রাহ্মণ হইতে-ও শ্রেষ্ঠ। তুমি আজ ব্রাহ্মণের অপমান করিয়াছ। মুর্খে তুমি কি শোন নাই ব্রাহ্মণেরা কুপিত হইলে জগৎ দগ্ধ করিতে পারেন !!"

"মুনি! স্বধর্ম্মস্থ ব্রাহ্মণ দেবতার তুল্য। আমি তো আপনাকে অবজ্ঞা করি নাই। আমি জানি ব্রাহ্মণের ক্রোধেই সমুদ্রের জল অপেয় হইয়াছে। দণ্ডকারণ্যে অগ্নি অনির্ব্বাণ হইয়াছে। ব্রাহ্মণ আমার কাছে সর্ব্বদাই পূজ্য। তবু স্বামি সেবা আমার নিকট প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। ব্রাহ্মণ! স্বামিসেবার অনুরোধেই আমার অনিচ্ছা-কৃত এই অপরাধ হইয়াছে, ইহা আপনি নিজগুণে ক্ষমা করুণ। সমস্ত দেবতার মধ্যে আমি পতিকেই পরম দেবতা বলিয়া চিন্তা করি ; তাই পতিশুশ্রূষাই আমার নিকট মহা ফলদায়ী পরম ধর্ম্ম।

এই ধর্ম্মাচরণের ফল আমি হাতে হাতেই

পাইয়াছি। আমি তো কোনও তপস্যা করি নাই। তবুও বুঝিতে পারিতেছি আপনার ক্রোধে বনের মধ্যে এক বকপক্ষিণী নিহত হইয়াছে। আহা! সেই বক পক্ষিণীকে ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া আপনারও চিত্তে করুণার উদয় হইয়াছিল। দেখুন ক্রোধই শরীরের মধ্যবর্ত্তী মহারিপু। এই ক্রোধকে যিনি জয় করিতে পারিয়াছেন, অপরে হিংসা করিলেও যিনি তাহাকে হিংসা করেন না, যিনি সতত সত্যভাষী অকুটিল এবং গুরুর প্রিয় আচরণ করেন, দেবতারা তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলেন। সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আপনি বেদপাঠ করেন, ত্রিবিধ তপস্যা করেন এবং ধর্ম্মশীল কিন্তু ধর্ম্মের মহিমা যথাযথরূপে জানিতে পারেন নাই বলিয়াই ক্রোধে এইরূপ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন—ইহাই আমার ধারণা।

যদি আপনি ধর্ম্মের স্বরূপ যথার্থরূপে জানিতে চাহেন, তাহা হইলে মিথিলার ধর্ম্মব্যাধের নিকট গমন করুন। তিনি আপনাকে এই ধর্ম্মের কথা বলিবেন। আমার আচরণে অথবা বাক্যে যদি আপনার কোনও অমর্যাদা হইয়া থাকে নিজগুণে ক্ষমা করুণ। কারণ ধার্ম্মিকগণের নিকট সকল স্ত্রীই অবধ্য।"

কৌশিক চিন্তা করিতে লাগিলেন এই গৃহস্থবধূ মাত্র পতিশুশ্রূষা করিয়াই এইরূপ অদ্ভুত শক্তির ও গুণের অধিকারী হইয়াছে। আমি যে বনমধ্যে এক পক্ষিনীকে ক্রোধবশে দগ্ধ করিয়াই অনুতপ্ত হইয়াছিলাম এই বধূ তাহা কেমন করিয়া জানিল! ইনি যে সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন? ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ইঁহার বিলক্ষণ জ্ঞান দেখিতেছি। প্রকাশ্যে বলিলেন—'মা! আমার ক্রোধ দূর হইয়াছে। তোমার মঙ্গল হউক। তোমার তিরস্কার আমার মঙ্গলের হেতু হইল। আমি মিথিলার ধর্ম্মব্যাধের নিকট যাইব ও তাঁহার উপদেশ শুনিব।' ইহার পর ভিক্ষা লইয়া কৌশিক চলিয়া গেলেন।

কৌশিক মিথিলায় আসিয়াছেন। সেখানে ব্রাহ্মণদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া ধর্ম্মব্যাধের দোকানে আসিলেন। মাংসের দোকানে কুৎসিৎ-দর্শন ধর্ম্মব্যাধকে মাংস বিক্রয় করিতে দেখিয়া তিনি দূরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আগমন বুঝিতে পারিয়া ধর্ম্মব্যাধ উঠিয়া সত্বর তাঁহার নিকট আসিলেন। প্রণাম ও স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন 'আমি আপনার কি আদেশ পালন করিব বলুন। পতিব্রতা রমণীর বাক্যে ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণের জন্য আপনি এখানে আসিয়াছেন তাহা বুঝিয়াছি।"

কৌশিক চমকিত হইলেন। এই মাংসবিক্রেতা বিকৃত দর্শন ব্যাধ কি করিয়া সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছে। তিনি নীরবে ধর্ম্মব্যাধের কথা শুনিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মব্যাধ বলিলেন—এ জায়গাটা আপনার ন্যায় সদাচারী ব্রাহ্মণের বসিবার যোগ্য নয়। চলুন আমরা বাড়ী যাই।

কৌশিক সানন্দ চিত্তে বলিলেন 'অবশ্য যাইব'।

ধর্ম্ম ব্যাধ ব্রাহ্মণকে সুন্দর পরিস্কৃত নিজ গৃহে লইয়া আসিলেন। এবং আসন পাদ্য ও আচমনীয় দিয়া তাঁহার অর্চনা করিলেন।

তখন কৌশিক বলিলেন—'আপনার মাংস বিক্রয় করা এই ভীষণ কাজ দেখিয়া আমার চিত্ত দুঃখে পূর্ণ হইয়াছে। এ কাজ কি আপনারযোগ্য?"

"ব্রাহ্মণ! ইহা আমার কুলধর্ম্ম। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে আমি ব্যাধগৃহে জন্মিয়াছি। ব্যাধকুলের বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট ইহাই ধর্ম্ম। আমি দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কুলোচিত বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু ধর্ম্ম ত্যাগ করি নাই। কাহাকেও আমি অসূয়া করি না। সাধ্যমত দান করি, দেবতার উপাসনা অতিথি সেবা এবং ভৃত্যগণের ভোজনান্তে দেবতার প্রসাদ ভোজন করি। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের কুলোচিত বৃত্তি শাস্ত্রে নিরূপিত আছে। তাহার মধ্যে থাকিয়াই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। আমি নিজ বৃত্তিতে থাকিয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি সুতরাং ইহাতে আপনার দুঃখ হইবে কেন।?

ব্রাহ্মণ! আমি জীবনে কোনদিনই মাংসাদি ভোজন করি নাই। কোনও প্রাণীকেও হনন করি নাই। ক্রমশঃ

যোগপীঠ

রূপকথার রাজকন্যা সাত সাগরের পারে দৈত্যের মায়ায় মোহনিদ্রায় নিদ্রিতা ছিলেন। পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া একদিন অচিনদেশের রাজপুত্র সেখানে আসিলেন। সোনার কাঠির স্পর্শে তিনি রাজকন্যাকে জাগাইয়া দিলেন। শুভলগ্নে চোখ মেলিয়া রাজকন্যা দেখিলেন—অপরূপ সুন্দর রাজপুত্র মণিমন্দির আলো করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। রাজকন্যা নিজের গলার মালা দিয়া রাজপুত্রকে বরণ করিলেন এবং তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন,- প্রিয়তম, যদি দয়া করিয়া আসিয়াছ আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চল, এই অসুর-পুরীতে রাখিও না।

রাজপুত্র দৈত্যকে বধ করিয়া রাজকন্যাকে অচিন-দেশের রাজপুরীতে লইয়া গেলেন। সেই দিন হইতে রাজকন্যার দুঃখের অবসান হইল।

গল্পটি শুনিয়াছিলাম ছেলেবেলায় ঠাকুরমার মুখে। আজ মনে হইতেছে ইহা শুধু গল্প নহে স্বরূপভ্রষ্ট জীবের ক্ষণস্থায়ী দুর্লভ জীবনের একটি করুণ আখ্যায়িকা। 'এই জীবকে ভগবানের প্রকৃতি' 'তটস্থা শক্তি' প্রভৃতি নামে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সে এই মায়ারচিত সংসার-কারাগারে মোহঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সেই অচিনদেশের রাজপুত্র ব্রজরাজনন্দন মাধব যেদিন আসিয়া প্রেমের সোনার কাঠির স্পর্শে তাহার মায়ানিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিবেন, সেইদিন তাহার দুর্দশার অবসান ঘটিবে। যুগ-যুগান্তর চলিয়া গেল এখনও তো তিনি আসিলেন না !! তবে কি তাঁহার এখনও আসিবার সময় হয় নাই ? একদিন স্বপনের ঘোরে শাস্ত্রমুখে তাঁহার প্রেরিত বাণী শুনিলাম—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" যে আমাকে যতটুকু ভালবাসে আমিও তাহাকে ততটুকু ভালবাসি। চমকিত হইলাম ! হায়! আমি তো তাঁহাকে ভালবাসিতে পারি নাই। তিনি আসিবেন কেন ? তাই প্রিয়তমের দূত শাস্ত্রকেই জিজ্ঞাসা করিলাম,—কি উপায়ে তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিব দয়া করিয়া বলিয়া দাও।

শাস্ত্রে বলিলেন,—'নামব্রহ্মেত্যুপাসীত। শ্রীভগবান্নামকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা কর। সেদিন হইতে শ্রীভগবন্নামের উপাসনা আরম্ভ করিলাম। শ্রীমাধবকে নিজ প্রিয়তম রূপে ভাবনা করিবার চেষ্টাও করিতে লাগিলাম। শ্রীভগবন্নামের করুণায় একদিন অমানিশার অন্ধকারে বিদ্যুদ্বিকাশের মত হৃদয়ের গোপনপুরে আমার প্রিয়তম সেই অচিনদেশের রাজনন্দনকে দেখিলাম। তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণ আনন্দে মাতাল হইয়া গেল। আমি যেন অন্য এক দেশে চলিয়া গিয়াছি। সে দেশে সব সুন্দর, সব মধুময়, উহাই কি অমৃতের দেশ ? কদম্ব তরুর ডাল ভূমে লুটাইয়া পড়িয়াছে। পুষ্প-পরাগের অপরূপ গন্ধে আকাশ বাতাস মাতাল হইয়া গিয়াছে। শ্রীযমুনার নীলজলে কুমুদকহ্লার বেষ্টিত কমলিনীকুল ভ্রমরের মত্ততা দেখিয়া হাসিতেছে। যমুনার দুটি কূল ফুলে ফুলে ভরিয়া গিয়াছে, পুষ্পিত তরুলতাগুলি পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া শ্রীরাধামাধবের বিলাসকুঞ্জ রচনা করিয়াছে। বৃক্ষলতাগুলির শোভা ও মাধুর্য্য যেন ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন হইতেছিল এই স্থানের শোভা প্রাণকে বিমুগ্ধ করিল। ইহা কোন্ স্থান প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। অন্তর হইতে কে যেন বলিয়া দিল ইহাই শাস্ত্রকথিত যোগপীঠ। শ্রীরাধামাধব এই যোগপীঠে সমাসীন হইয়াই ভক্তকে দর্শন দেন। শুধু ক্ষণিকের দেখা। তাহার পর অন্তরকে আকুল করিয়া এই শোভাময় ভূমি সহসা অন্তর্হিত হইলেন। আসুন পাঠক, এই যোগপীঠ সম্বন্ধে শাস্ত্রের উক্তিগুলি একটু

অনুসন্ধান করিয়া দেখি। পীঠ শব্দের অর্থ হইতেছে দেবতার অবস্থান স্থলী। বৈদিক এবং তান্ত্রিক উপাসনাকালে এই পীঠভূমির ন্যাস ও অর্চনা বিহিত আছে। অনেকস্থানে পীঠ শব্দের ব্যাখ্যায় আধার-শক্তি কমলাসনকে বুঝানো হইয়াছে। কমলাসন বলিবার অভিপ্রায় সেই স্থানের মাধুর্য্য বর্ণন। প্রত্যেক দেবতার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পীঠস্থান নির্দিষ্ট আছে। সর্ব-দেবের শরণ্য মধুময় মাধবের পীঠস্থান শ্রীবৃন্দারণ্য। সাধক এই পীঠভূমিকে নিজের হৃদয়স্বরূপে চিন্তা করিয়া তথায় ধ্যানাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতে —'আনের হৃদয় মন মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি জানি।' ভক্তিযোগীর হৃদয় শ্রীভগবানের কৃপায় বৃন্দাবনময় হইয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—"মোর মন স্বসদন বিষয়ভোগ মহাধন সব ছাড়ি গেল বৃন্দাবন। দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, মহা বাউল নাম ধরি, শিষ্য লইয়া করিলা গমন॥ কৃষ্ণরূপ শব্দস্পর্শ সৌরভা অধররস সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ. তা সবার গ্রাস শেষে আনি পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে ভিক্ষা করি রাখয়ে জীবন" ·· ··শূন্যকুঞ্জ মণ্ডপ কোনে যোগাভ্যাসে রাত্রি দিনে মোর মন করে জাগরণ।"

দেখা যাইতেছে সর্বেন্দ্রিয়ের সহ মন সেই পীঠ-ভূমিতে কৃষ্ণপ্রেমের ভুখা হইয়া গমন করে। তথায় শ্রীরাধামাধবের সেবারতা মহাশক্তিরূপিনী সখীগণ অবস্থান করিতেছেন। ক্ষুধার্ত্ত পিপাসার্ত্ত ভিখারী যেমন করিয়া গৃহকর্ত্রীর নিকট আকুল হৃদয়ে অন্নজল প্রার্থনা করে, দয়াবতী গৃহস্বামিনী ও প্রার্থিত বস্তু দানে ভিখারীর ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করেন, সেইরূপ কৃষ্ণরূপগুণাদির পিপাসায় আর্ত্ত প্রেমের ভুখা হইয়া যখন ভক্তের মন সেই পীঠভূমি বৃন্দাবনে ব্রজদেবীগণের নিকট নিজ অংশা পূরাইবার জন্য কাতর প্রার্থনা নিবেদন করেন। তখনই দয়াময়ী শ্রীরাধা সখীগণের করুণায় এই পীঠভূমিতে শ্রীরাধা-মাধবের সহিত তাঁহাদের যোগ বা মিলন সংঘটিত হয় বলিয়া এই স্থানের নাম 'যোগপীঠ।'

এই যোগপীঠের পালিকা হইতেছেন—লীলাশক্তি-রূপিনী শ্রীবৃন্দারাণী। ভক্ত সাধক এই যোগপীঠের অনুভূতি পাইবার জন্যই হরিনাম মহামন্ত্রের ও ইষ্টমন্ত্রের যাজন করেন। শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করেন। ইহার দ্বারা ক্রমশঃ চিত্ত যখন শ্রীবৃন্দাবনে যোগপীঠের অনুভূতিলাভে যোগ্যতা অর্জন করে, সেই সময় তাহার নিকট ব্রজদেবীগণের কৃপায় অনুভূতি লাভ হয়। এই সময় ঐ ব্রজদেবীগণের মধ্যে কোনও একজন তাহাকে অনুগতা দাসীরূপে গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে সাধক একটি নূতন আত্মস্বরূপের সন্ধান পান। এই স্বরূপকে বলা হয় সিদ্ধদেহ বা ভাগবতী তনু।

গুরুদেবের নিকট হইতে এই দেহের নাম ও পরিচয়াদি জানিয়া লইতে হয়। তাহাকে সিদ্ধ প্রণালী বলে।

প্রসঙ্গক্রমে এই যোগপীঠে অবস্থিতা সখী ও মঞ্জরীগণের কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

শ্রীরাধারাণীর অষ্ট প্রধানা সখী হইতেছেন—এই যোগপীঠস্থিতা গোপীযূথের নেত্রী। মঞ্জরীগণ ইহাদের আনুগত্যে শ্রীরাধামাধবের সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীরূপমঞ্জরী ও রতিমঞ্জরী কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে শ্রীরাধা-মাধবের সেবা করিয়া থাকেন।

অষ্ট প্রধানা সখীর নাম হইতেছে (১) শ্রীললিতা (২) শ্রীবিশাখা (৩) শ্রীচিত্রা (৪) শ্রীচম্পকলতা (৫) শ্রীরঙ্গদেবী (৬) শ্রীসুদেবী (৭) শ্রীতুঙ্গবিদ্যা (৮) শ্রীইন্দুলেখা।

শ্রীললিতা ১৪ বৎসর ৩ মাস ১২ দিন বয়সস্থিতা নিত্যা কিশোরীমূর্ত্তি। ইনি সপ্তস্বরা বাদনে দক্ষা। ইহার প্রধান সেবা হইতেছে তাম্বুল সেবা। ইহার ধ্যান,—"নব গোরোচনাবর্ণাং শিখিপিঞ্ছনিভাম্বরাং সবস্তু সুখদাং রম্যাং অনঙ্গাম্বুজসংস্থিতাং। নানারসবিনোদেন কিশোরীং নবযৌবনাং রাধাপরপ্রিয়াং শ্রেষ্ঠাং নিকুঞ্জমণি-মন্দিরে রাধিকাকৃষ্ণয়োঃ পার্শ্বে ললিতাং তামহং ভজে॥ প্রণাম,—তপ্তহেমপ্রভাং গৌরীং শিখিপিঞ্ছনিভাম্বরাং সালংকৃতাং সদা বন্দে ললিতাং সর্ববন্দিতাম্॥ শ্রীললিতা দেবীর অনুগতা মঞ্জরীগণের প্রাধানা হইতেছেন শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী। ইহার করুণালাভ হইলে তবে শ্রীললি-তার করুণা অনায়াসে লাভ হয়।

(ক্রমশঃ)

"তন্ত্র ও সহজিয়া"

শ্রীব্রজরেণু

অনেক কাল আগের কথা। বৈদিকযুগে ভারতের সাধনার প্রাণকেন্দ্র তপোবনে ঋষিরা থাকিতেন তপস্যায় নিমগ্ন। আর সেই তপস্যা হইত নিষ্ঠাপূর্ণ বেদের আনুগত্যে। আদি তপস্বী ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথম ঊষায় এই বেদ লাভ করিয়াছিলেন, এবং তিনি জানিতেন—ইহা শ্রীভগবানের শব্দময়ী তনু। তাঁহার সন্তান তপস্বী প্রজাপতিদিগকে এই বেদের আনুগত্যেই তপস্যার উপদেশ দিয়াছিলেন। ফল কথা সেকালে স্বৈরী চিন্তা বলিয়া কোনও বস্তু ছিল না। বেদই ছিল জীবের একমাত্র নিয়ামক। যজ্ঞ যোগ বা জ্ঞানমার্গের সাধকগণ এই বেদের মধ্যেই নিজ নিজ পথ খুঁজিয়া পাইতেন।

ইহার পর পৌরাণিক যুগে সাধকের স্তর অনুযায়ী সাধনের সুবিধার জন্য বেদ ব্যতীত আরও কতকগুলি শাস্ত্রের আবির্ভাব হইল। আমরা এই সকল শাস্ত্রের নাম পাই মহাভারতে। মহাভারতের মোক্ষধর্ম্মের ২৫০ অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকে জনমেজয় বৈশম্পায়নকে প্রশ্ন করিতেছেন—"সাংখ্যং যোগং পাঞ্চরাত্রং বেদারণ্যকমেব চ জ্ঞানান্যেতানি ব্রহ্মর্ষে লোকেষু প্রচরন্তি হি। কিমেতান্যেক-নিষ্ঠানি পৃথঙ্নিষ্ঠানি বা মুনে। প্রব্রূহি বৈ ময়া পৃষ্টং প্রবৃত্তিঞ্চ যথাক্রমম্।" হে ব্রহ্মর্ষে সাংখ্য যোগ পাঞ্চরাত্র বেদ আরণ্যক এই শাস্ত্রগুলি জ্ঞানশাস্ত্র বলিয়া লোকসমাজে প্রচলিত। এইসকল জ্ঞান কি এক এক তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া আছে অথবা বহু তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া আছে?

উত্তরে বৈশম্পায়ন বলিলেন ··"সর্ব্বেষু বৈ নৃপ-শ্রেষ্ঠ জ্ঞানেষ্বেতেষু দৃশ্যতে। যথাগমং যথাজ্ঞানং নিষ্ঠা নারায়ণং প্রভুঃ (মহাভারত মোক্ষ ৩৫০ ৬৯) এই সকল জ্ঞানশাস্ত্রের কেহই বেদ এবং প্রাচীন মহর্ষিগণের মতকে অতিক্রম করেন নাই। এই-সকল শাস্ত্রের একমাত্র আশ্রয় প্রভু নারায়ণ।

দেখা যাইতেছে বেদবিরোধী শাস্ত্রকে 'জ্ঞান' বলিয়া কোথাও স্বীকার করা হইতেছে না। আর বেদবিরোধী কি না ইহার উত্তর মিলিবে নারায়ণ-নিষ্ঠায়। যদি কোনও শাস্ত্র নারায়ণের কৃপাপ্রাপ্তি ব্যতীত জীবনকে অন্যপথে চালাইতে চাহেন, বুঝিতে হইবে সেই শাস্ত্র বেদবিরোধী এবং ভ্রান্ত।

তন্ত্র শব্দের প্রয়োগ আমরা পৌরাণিক যুগেও অনেক স্থলে দেখিতে পাই। সেখানে এই তন্ত্র-শব্দের অর্থ ছিল—বৈদিক প্রকরণবিশেষ। এই অর্থেই বর্তমান কালেও তন্ত্রধারকাদি শব্দের ব্যুৎপত্তি হয়। মানুষের ধারণাশক্তি যখন দুর্ব্বল হইয়া গেল, বহু বিস্তৃত বেদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় প্রকরণগুলি সংক্ষেপে সরল ভাষায় নিবদ্ধ হইল। ইহার নাম হইল তন্ত্র। এই সকল তন্ত্রের আশ্রয় ছিলেন একমাত্র প্রভু নারায়ণ। এই তন্ত্র ছিল বেদ হইতে অভিন্ন। ইহার উদাহরণ গৌতমীয় তন্ত্র প্রভৃতি।

ইহার পর পৌরাণিক যুগেই বেদবিরোধী এক জাতীয় তন্ত্রের অভ্যুত্থান ঘটে। অগ্নি-পুরাণে বেদের সহিত নারকীগণের সংবাদে এই তন্ত্রের উল্লেখ দেখা যায়। "তন্ত্রদীক্ষামনুপ্রাপ্তঃ লোভো-পহতচেতসঃ ত্যক্ত্বা বৈদিকমধ্বানং তেন দহ্যামহে বয়ম্" আমরা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া বৈদিকপথ ত্যাগ পূর্ব্বক তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া-ছিলাম সেই জন্য নরকে দগ্ধ হইতেছি।

পদ্ম পুরাণে পুষ্করমাহাত্ম্যে দেখা যায়—"যে চ পাষণ্ডিনো লোকে তান্ত্রিকা নাস্তিকাশ্চ যে। তৈ দুষ্প্রাপ্যমিদং তীর্থম্ ··। যাহারা পাষণ্ডী যাহারা

তান্ত্রিক এবং যাহারা নাস্তিক, তাহাদের নিকট এই তীর্থ দুষ্প্রাপ্য। দেখা যাইতেছে এই সকল তন্ত্র অবৈদিক তাই যাঁহারা এই পথের অনুসরণ করিতেন, তাহাদিগকে পাষণ্ডীর মধ্যে গণনা করা হইত। এই শ্রেণীর কোন কোন তন্ত্র বেদকে গালি গালাজ পর্য্যন্ত করিয়াছেন—"বেশ্যা ইব প্রকটা বেদা"—(পরশুরাম কল্পসূত্র)।

মদ্য, মাংস ও প্রকৃতি লইয়া এই শেষোক্ত তন্ত্রের সাধনা-পদ্ধতি। তদ্ভিন্ন প্রাচীন বেদমূলক সমস্ত শাস্ত্রের আশ্রয় ছিলেন যে প্রভু নারায়ণ তিনিও এই শেষোক্ত তন্ত্রগুলি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। সুতরাং একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই বৈষ্ণবগণ এই তন্ত্রকে বর্জ্জন করিয়া চলিতেন। মাত্র এক শ্রেণীর লোকের মধ্যেই ইহার প্রচার সীমাবদ্ধ রহিল।

যাঁহারা এই সকল বেদবিরোধী তন্ত্রের উদ্ভাবক তাঁহারা অতঃপর আর এক পদ অগ্রসর হইলেন। বৈষ্ণবতার ছদ্ম আবরণে ইঁহারা এই তান্ত্রিক সাধনাকে খানিকটা সংস্কার করিয়া সহজ-সাধনা নামে বাজারে চালাইতে লাগিলেন। শ্রীমন মহাপ্রভুর প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম বাংলা ও উড়িষ্যার প্রায় ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহা দেখিয়া এই উর্ব্বরমস্তিষ্ক তথাকথিত বেদবিরোধী তান্ত্রিকের দল তন্ত্রসাধনার বৈষ্ণবীয় সংস্করণের প্রচার করিতে লাগিলেন। এই মতবাদের নাম হইল সহজ সাধনা। তন্ত্রের সহিত তাঁহাদের নিকট সম্পর্কের কথা সহজিয়া আচার্য্যগণ নিজ মুখেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। "শিব-রহস্যাগমে যে কথা শুনিল। পার্ব্বতীরে সদাশিব সে কথা কহিল ইত্যাদি।" (আগম সার)

এই সহজিয়াগণ শ্রীমন মহাপ্রভু, প্রভু নিত্যানন্দ, বীরচন্দ্র প্রভু, ছয় গোস্বামী, জয়দেব, রামানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি সকলকেই নিজের দলে টানিতে চাহেন। এমন কি যাহার বৈরাগ্যের তুলনা জগতে বিরল, সেই রঘুনাথ দাস গোস্বামীকেও সহজিয়া বলিবার ধৃষ্টতা ইহারা ত্যাগ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমান কালের কিছুসংখ্যক লেখক এই সহজিয়াগণকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সহিত এক পংক্তি ভুক্ত করিবার প্রয়াসী। কিন্তু আমাদের সন্দেহ হয় এই সব লেখক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু না জানিয়াই পরের মুখে ঝাল খাইয়া এই ভ্রান্তি করিয়াছেন। রূপকথার আম্রভোজন-লুব্ধ নবাব সাহেব যেমন নিজ উজিরের দাড়ীতে মাখানো গুড় ও তেতুল খাইয়া আমের আস্বাদন বুঝিয়াছিলেন, এই লেখকগণও সেইরূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মকে বুঝিয়াছেন।

বেদের একটি চরম সিদ্ধান্ত পুরাণে দেখা যায়—"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে" অগ্নি যেমন ঘৃত যোগে শান্ত না হইয়া বাড়িয়া যায়, এই জগতে কামনার বস্তুর উপভোগে তেমনি কামনা শান্ত হয় না বাড়িয়া যায়।

তান্ত্রিক ও সহজিয়াগণের মত কিন্তু কামনার বস্তু উপভোগের দ্বারাই কামনার শান্তি হয়। তান্ত্রিকসাধনাতে প্রকৃতি এবং মদ্য মাংসাদি প্রয়োজন। সহজিয়া সাধনাতেও প্রকৃতি ও বিবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রয়োজন। তান্ত্রিক সাধনার সময় রাত্রিকাল, সহজিয়া সাধনার সময়ও রাত্রিকাল। উভয়েই বেদানুসারী সাত্ত্বিকাচারী জনকে নিন্দা করে। তবে পার্থক্য কিছু কিছু অবশ্যই আছে পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহা তন্ত্রসাধনার বৈষ্ণবীয় সংস্করণ। সেই জন্য আহার্য্যের উপচারের মধ্যে মদ্য মাংসের অনুকল্পে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য দেওয়া হয়।

তান্ত্রিকগণ বলেন সাধকের প্রার্থিত ব্রহ্মানন্দ দেহেই অবস্থিত আছে। কেবল পঞ্চমকার তাহার অভিব্যঞ্জক মাত্র।

সহজিয়াগণ বলেন তাহাদের প্রার্থিত রূপমঞ্জরী (রূপ) দেহেই ব্যবস্থিত আছে। তবে সাধন-বিশেষ দ্বারা কেবল তাহাকে স্বরূপের সহিত মিশাইয়া লইতে পারিলেই হইল। বুঝা যাইতেছে উভয়েই একপথের পথিক।

অনেক আধুনিক পণ্ডিত সহজিয়াগণের গ্রন্থকে আদর করিয়া রাগাত্মিকা নাম দিয়া তথায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ভজনের মুল প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা করিতেছেন। ক্রমশঃ

শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামীর দীক্ষাগুরু প্রসঙ্গ

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীযুগল কিশোর দে

এখন তা হ'লে তৃতীয়তঃ প্রশ্ন উঠিবে শ্রীমৎ রঘুনাথ ভট্ট পাদ সম্বন্ধে। উত্তরে বলা যায় ভট্ট-পাদতো দীক্ষাগুরু হতেই পারেন না। কারণ শ্রীপাদ কবিরাজের শেষজীবনের লীলাগ্রন্থ শ্রীচরিতামৃতের কোথাও তেমন কোন উক্তি নেই। যে গ্রন্থে তিনি বৃন্দাবনবাসী গোস্বামিগণের কৃপা-দেশে ও মদন গোপালের আজ্ঞামালার দ্বারা কৃপা-প্রেরিত হয়ে লিখলেন—সেই শ্রীগ্রন্থে কোথাও কি রঘুনাথ ভট্টপাদের বিশেষ মর্য্যাদা দেখা যেতো না? যাহারা বলেন চরিতামৃতের শেষের অধ্যায়ে যে দু'বার রঘুনাথের নাম আছে উহাই রঘুনাথ ভট্ট। আমরা বলি ইহা সত্য নহে উহা রঘুনাথ দাস সম্বন্ধেই। কেননা, একই শব্দে ছয় গোস্বামীর বন্দনা ছাড়া আর যেখানেই গোস্বামীগণের বন্দনা আছে, তার অধিকাংশ স্থলেই রঘুনাথের নাম উল্লেখ আছে। (চৈঃ চঃ আদি ৮ম ১৩, ১৭। মধ্য ২য়, ২৫ এবং অন্ত্য ৪র্থ, ১৬, ২০ এবং ২০ পরিচ্ছেদে দুবার। আদি ১৩, ১৭ এবং অন্ত্য ৪র্থ ও ২০ পরিচ্ছেদের শেষে স্পষ্টই রঘুনাথ দাসের নাম আছে কিন্তু কোথাও তো একবারও রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর নাম নেই। যদি প্রশ্ন হয় রঘুনাথ শব্দে ভট্টকেই বুঝা যাবে-না তাহা বলা যেতে পারে না। কারণ তাহা হলে কোনও একস্থলেও অন্ততঃ ভট্ট শব্দের উল্লেখ থাকলেও না হয় বলা যেতো। দ্বিতীয়তঃ শাস্ত্রে যাহার অভ্যাস অর্থাৎ বারংবার উক্তি তাহাই শাস্ত্রের মুখ্য প্রতিপাদ্য। ইহা কৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীজীব ও বেদান্তভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর দৃঢ়ভাবে প্রতি-পাদন করিয়াছেন!

সুতরাং লীলাগ্রন্থে যখন রঘুনাথের নাম বেশী এবং তাহা যখন রঘুনাথ দাস বলেই লিখিত, তখন প্রত্যেকটিই রঘুনাথ দাস হবেন। বিশেষতঃ চৈঃ চঃ শেষে দু'যায়গায় যে রঘুনাথ নাম আছে তাহার একটি অধিকাংশ চরিতামৃতের সংস্করণে স্পষ্টতই রঘুনাথ দাস বলে উল্লেখ আছে। সুতরাং রঘুনাথ ভট্ট হবে কোন যুক্তিতে? কাজেই দেখা গেল চরিতামৃতের কোনস্থানেই গুরু বলে শ্রীমৎ ভট্ট গোস্বামীর উল্লেখ নেই। ইহাতে ভট্ট গোস্বামীর প্রতি কোনও অনাদর প্রকাশ করা হয় নাই। ইহা পাদের অক্ষমতাও নয়। শ্রীপাদের রাগমার্গের ভজন-গুরুরূপে যাঁহাদের অধিকতর নৈকট্য সম্বন্ধ—সর্ব্বত্র সেই ধারাতেই নামোল্লেখ। যেমন "স্বরূপ রূপ সনাতন। "রঘুনাথ শ্রীজীব চরণ" বিশেষ স্থানে যে, রূপ রঘুনাথের অধিকতর নামোল্লেখ তাহা সম্ভবত এই কারণে যে, "স্বরূপ গোস্বামীর মত, রূপ রঘু-নাথ জানে যত"। রূপ রঘুনাথের সঙ্গে যে ভজনের নিকট সম্বন্ধ তাহাতো পূর্ব্বেই আলোচনা হয়েছে। এইজন্য রঘুনাথ ভট্ট পাদেরই ন্যায় গোপাল ভট্ট পাদের নামোল্লেখ বা বিশেষ কোন কথা শোনা যায় না। কৌরব বল্লে যেমন পাণ্ডবদেরও বুঝা যায় আবার পাণ্ডব বললে যেমন বিশেষ ভাবে পাণ্ডব-দেরই বোঝা যায়, ঠিক সেই প্রকার "এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন" বলিলে। সকলকেই বোঝালেও আবার "রূপ রঘুনাথ পদে যার আশ" বল্লে শুধু রূপ ও রঘুনাথ দাসকেই বোঝা যাবে। যেমন, শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন তিনের একই ভাবে বন্দন আরম্ভে ও শেষে। আবার শ্রীগ্রন্থসেবার কৃপা ও প্রেরণায় "মদন মোহন' এরই অধিক কৃপা বর্ণনায় যেমন কোন দোষ নেই, এখানেও তেমনি বুঝিতে হইবে। ভজনপথের এই নৈকট্য বন্ধন ও অধিকতর আনুগত্য—ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-

গণের ভজনপরিপাটির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শ্রীপাদ কবিরাজের এই তিন অমৃত পরিবেশণের (গোবিন্দ লীলামৃত, কর্ণামৃত) মধ্যে চরিতামৃতই তাঁহার বিশেষ কীর্ত্তি এবং শেষ জীবনের মহান অবদান। ইহার কোন স্থলেই ভট্ট রঘুনাথের নাম বিশেষ করে লেখা হলো না অথচ তিনিই গুরু, ইহা কি প্রকার যুক্তি? শ্রীপাদ কৃষ্ণদাসের গুরু প্রণালীতে রঘুনাথ ভট্টের নাম সম্বন্ধে বক্তব্য এই জাতীয় গুরু প্রণালীকে বিশ্বাস করতে হলে ততোধিক বিশ্বাস করতে হয় সেই বংশানুক্রমিক প্রবাদ বাক্য। কেননা, বাক্যটি হলো বংশ ও স্থানীয় জনসাধারণের আন্তরিক বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। প্রবাদ বাক্যটি কিন্তু শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সমর্থনে— ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এ জাতীয় গুরুপ্রণালী পরে ভুলপ্রমাণিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে যেমন, আজকাল অনেক বিখ্যাত পদ পাওয়া যায় একেরটি অন্যের। যেমন প্রমাণ হয়েছে "সুক্ষ্মা" নামে একটি টীকা শ্রীপাদ বলদেবের বলে জানা ছিল এখন জানা যায় তাহা শ্রীপাদের নহে।

রঘুনাথাষ্টকম এ "গুরু" কথা, ও গোবিন্দলীলামৃতে "গুরুবরজে" বলে যে কথা দেখা যায় তাহাও মর্য্যাদা মূলক বা আদর সূচক, নরোত্তম দাস বলেছেন—"ধনমোর নিত্যানন্দ পতিমোর গৌরচন্দ্র, প্রাণমোর যুগল কিশোর।" এই সকল যেমন আদর মূলক মর্য্যাদাসূচক কিন্তু সিদ্ধান্ত নয়। কেননা, 'ইহার অর্থ কি নিতাই ধন আর গৌর পতি? তাই যদি হয় তবে অন্যত্র যে "গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন-সম্পদ—বলা হলো? এখানে যুগলকিশোর কে 'প্রাণ' বলা হয়েছে। আবার রয়েছে—'রাধা কৃষ্ণ প্রাণপতি'। গৌরকে একবার 'পতি' 'আবার' ধন সম্পদ, রাধাকৃষ্ণ কে একবার 'প্রাণ' আবার প্রাণপতি" এই সকল কথার দ্বারাই বুঝতে হবে সব কথাই আদরসূচক বা মর্য্যাদা-সূচক। প্রীতির বস্তুকে পরমারাধ্য সাধ্যতমকে ভক্তির প্রাণভরা ভাষার আকুলী বিকুলী। ইহা প্রাণের অভিব্যক্তিরই দাম ভাষার দাম নয়। ঠিক সেই ভাবেই বুঝিতে হইবে রাগমার্গের সম্বন্ধে প্রত্যেক গোস্বামী পাদই শ্রীকবিরাজের আদরের ধন বা মর্য্যাদার সামগ্রী। কাজেই 'গুরু' 'ভৃত্য' থাকলেই তাহা 'গুরু' অর্থে বুঝা যাবে না যদি না 'বিজ্ঞমত' সমর্থন থাকে। সে সকল স্থলে তাহা মর্য্যাদা বা আদর সূচকই হবে। 'বিজ্ঞমতে' শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই কবিরাজ গোস্বামীর গুরুরূপে সমর্থিত। যদি চরিতামৃতের টীকাটি বিশ্বনাথ মহোদয়ের না হয় তবে চরিতামৃতের পয়ারাদি দ্বারা এবং অপরাপর যুক্তির দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকেই গুরু বলা যাবে এবং তখন বিজ্ঞমত হিসাবে শ্রীমৎ কবিরাজের রহস্যময়ী উক্তিই প্রামাণ্য হবে।

এখন হয়তো প্রশ্ন হবে, নিত্যানন্দ প্রভুই যদি শ্রীপাদের দীক্ষাগুরু তাহলে শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস সম্বন্ধে কবিরাজের এত আদর দেখা যায় কেন? নিবেদনে এই বলা যায় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্য-গণের এই রীতি দেখা যায়—ইহাও রাগানুগ ভজন মার্গেরই বিশেষ একটি মাধুরী। যেমন শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস। তিনি তদীয় দীক্ষা-গুরু শ্রীমৎ যদুনন্দন আচার্য্য হতেও শ্রীরূপের প্রতি অধিক আবিষ্ট ছিলেন। শ্রীরূপের প্রতি তাঁহার কিরূপ আবেশ-ছিল—তাহা তাঁহার মুক্তাচরিতের "আদদান তৃণং", দানকেলীর উপসংহার শ্লোক, শ্রীবিশা-খানন্দাভিধস্তোত্র, শ্রীমদ্ রূপপদাম্ভোজ প্রভৃতি শ্লোক দেখলেই বুঝা যাবে। কেবল তাহাই নয়—শ্রীরূপের অপ্রকটে তাঁহার বিরহবেদনা এবং "শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠম্" শ্লোকটি তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। মহাপ্রভুদত্ত শিলা ও গুঞ্জামালা পেয়ে যিনি নিজেকে গোবর্দ্ধন-বাসী ও রাধাদাসী ভেবে কৃতার্থ মনে করেছিলেন তাঁহারই কাছে সেই গোবর্দ্ধন ও রাধাকুণ্ড শ্রীরূপের বিহনে অন্ধকার ও ব্যাঘ্রবৎ মনে হয়েছিল ভক্ত। বিরহ বেদনার এই ছবি ইতিহাসে বিরল। 'কৃষ্ণভক্ত বিরহ বিনু দুঃখ নাহি আর" কথার শ্রীরঘুনাথই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

শ্রীরূপের বিহনে রঘুনাথের বিরহচ্ছবি যদি কেউ দেখতে চান তবে "ভক্তিরত্না-কর" ৬ষ্ঠ তরঙ্গ দেখুন।

ক্রমশঃ

অতো "বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ" (ভা. ১১. ১১. ৩) ইতিবৎ তনুশব্দোপাদানাৎ কুত্রচিৎ সত্ত্বশক্তিত্বশ্রবণমপি প্রেক্ষাদিমাত্রেণোপকারিত্বাদিতি ভাবঃ। অতএব সর্ব্বেষাং শিবব্রহ্মাদীনাং দৃক্ জ্ঞানং যস্মাত্তথাভূতঃ সমুপদ্রষ্টা তদাদিসাক্ষী ভবতি। অতস্তং ভজন্নির্গুণো ভবেদ্ গুণাতীতফলভাগ্ ভবতীতি। ১০।৮৮॥ শ্রীশুকঃ॥

(তবে তাঁহাকে যে সত্ত্ববিগ্রহ বলা হয়?)—তাই বলিতেছেন—'বিদ্যা ও অবিদ্যা আমার তনু অর্থাৎ শক্তি"—(শ্রীভগবানের) এই উক্তিতে তনু শব্দের যেমন উল্লেখ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ কোথাও কোথাও তাঁহার সত্ত্বশক্তির কথাও শোনা যায়। সেখানে বুঝিতে হইবে—তাঁহার দৃষ্টি বা সঙ্কল্পমাত্রে সত্ত্বশক্তির উপকারিতা করা হয়—ইহাই ভাবার্থ। অতএব শিব ও ব্রহ্মা প্রভৃতি সকলের সম্বন্ধে দৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞান যাহা হইতে হয়, তিনি তথাভূত হইয়া 'উপদ্রষ্টা' অর্থাৎ তাঁহাদের সাক্ষী মাত্র। এরূপ তাঁহাকে অর্থাৎ নির্গুণ বিষ্ণুকে ভজনা করিলে জীব নির্গুণ হয় অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত (অপ্রাকৃত) ফল লাভ করিয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক তিনটি দশমস্কন্ধের ৮৮-তম অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের উক্তি।

ব্যাখ্যাবিবৃতি—(এবমেবাহ ত্রিভিঃ .... ১০।। ৮৮ ।। শ্রীশুকঃ)—শ্রীশিব গুণময়, তাঁহার সেবায় বিষয়সম্পদ্ যাহা লাভ হয় উহাও গুণময়। শিব মায়াগুণযুক্ত, কিন্তু শ্রীহরি নির্গুণ, মায়িক গুণের স্পর্শমাত্রও তাঁহাতে নাই। শিব মায়োপাধিযুক্ত, শ্রীহরি মায়ার অতীত। অতএব শ্রীহরির ভজনায় গুণোপাধি দূরে যায়, অপ্রাকৃত ফল লাভ হয়। যথার্থ নিঃশ্রেয়স ও পঞ্চমপুরুষার্থ ভক্তি একমাত্র তাঁহারই ভজনে অধিগত হয়। শুধু তাই নহে—শ্রীহরি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, শ্রীশিব শ্রীহরির অবতার বলিয়া পরম্পরাক্রমে ঈশ্বর। শ্রীহরি সর্বদ্রষ্টা, অতএব শিবাদিরও দ্রষ্টা।

শ্রীশিব সাক্ষাৎ ঈশ্বর নহেন। যদিও শ্রীহরি তমোগুণ যোগে রুদ্র হন, তথাপি গুণোপাধি বশতঃ নির্গুণ বিষ্ণুর তাঁহাতে প্রকাশ সম্ভব নহে। প্রতিবিম্ব যাহাতে পতিত হয়, সেই আধারের মলিনতা গুণ প্রতিবিম্বেও প্রতিফলিত হয়। অতএব প্রতিবিম্বের মলিনতা ব্যবধান বশতঃ শিব সাক্ষাৎ ঈশ্বর নহেন।

শিব মুখ্যভাবে তমোগুণের অধিষ্ঠাতা। তবে গৌণভাবে সত্ত্ব ও রজোগুণও তাঁহাতে প্রকৃতি-ক্ষোভবশতঃ প্রকাশ পায়। কারণ ত্রিগুণ হইতে যে অহঙ্কার তত্ত্বের উদ্ভব এবং যাহা হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ ভূত ও ইন্দ্রিয়—এই ষোড়শ বিকার হয়, শিব সেই অহংতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা। তাঁহার ভজনায় তত্তদিন্দ্রিয় সম্বন্ধী বিশেষ বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ভোগ সমৃদ্ধি ও সম্পৎ সবই গুণময়। শিবভজনে উহা লাভ করা যায়।

শ্রীবিষ্ণু নির্গুণ। অবশ্য তাঁহাকে কোথাও কোথাও 'সত্ত্বতনু' বলা হয়। ব্রহ্মার রজোগুণ ও শিবের তমোগুণের ন্যায় বিষ্ণুরও সত্ত্বগুণ শোনা যায়। প্রশ্ন হইতে পারে—তিনি তবে নির্গুণ হইলেন কিসে? এই আশঙ্কার সমাধান করিয়া সন্দর্ভকার বলিতেছেন—দৃষ্টিমাত্র বা সঙ্কল্প মাত্র শ্রীবিষ্ণু সত্ত্বগুণের উপকার করেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি সত্ত্বগুণের অধীন নহেন। পূর্বেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের তারতম্য উল্লেখ প্রসঙ্গে এই তথ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে।

পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার। সত্ত্বগুণদ্রষ্টা তাতে গুণমায়া পার॥

(চৈ. চ. ২. ২০. ২৬৬)

বিশেষ দ্রষ্টব্য—মুদ্রণ ত্রুটি বশতঃ ৩২ পৃষ্ঠার অনুবাদের শেষে নিম্নের অংশটি ছাড় গিয়াছে। উহা এইরূপ: প্রভু সমবেত হন।' ঋষি অর্থে অত্রি মুনি। ভাগবতের উপজীব্য শ্লোকটি ৪র্থ স্কন্ধের ১ম শ্লোক এবং উহা মৈত্রেয়র উক্তি। অনুরূপ ইতিহাস কথা আরও জানা যায়, যেমন-(শুক বলেন)- 'হে রাজন্, সরস্বতী নদী তীরে ঋষিবৃন্দের বনে যজ্ঞস্থলে দেবতাত্রয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ইহা লইয়া এক দিন তর্ক হয়' ইত্যাদি।

অত এব বিষ্ণোরেব পরমপুরুষেণ সাক্ষাদভেদোক্তিমাহ—'সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥" (ভা. ২. ৬. ৩০) ইতি ॥১৫॥

অহং ব্রহ্মা। শ্রুতিশ্চাত্র—" ব্রহ্মণা সৃজতি স রুদ্রেণ বিলাপয়তি। সোঽনুৎপত্তিরলয় এব হরিঃ পরঃ পরমানন্দঃ" ইতি—মহোপনিষদি ॥ ২১.৬। ব্রহ্মা নারদম্ ॥

তথৈবাহ—"অত্রানুবর্ণ্যতেঽভীক্ষ্ণং বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ। যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধসমুদ্ভবঃ ॥" (ভা. ১২. ৫. ১) ॥১৬॥

অত্র শ্রীবিষ্ণুর্ন কথিত ইতি তেন সাক্ষাদভেদ এবেত্যায়াতম্। তদুক্তম্—"স উ এব বিষ্ণুঃ" (ভা. ৩. ৮. ১৬) ইতি। শ্রুতিশ্চ—"পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত, অথ নারায়ণাদজোঽজায়ত, যতঃ প্রজাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি। নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরম্। ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্॥ ইতি। একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ। স মুনির্ভূত্বা সমচিন্তয়ত্তত এব ব্যজায়ন্ত। বিশ্বহিরণ্যগর্ভাগ্নিযমবরুণরুদ্রেন্দ্রাঃ ॥"[১] ইতি চ। তস্মাত্তস্যৈব বর্ণনীয়ত্বমপি যুক্তম্ ॥ ১২॥৫॥ শ্রীসূতঃ ॥

অনুবাদ—(অতএব শ্রীবিষ্ণোরেব ··বর্ণনীয়ত্বমপি যুক্তম্। ১২।৫। শ্রীসূতঃ)—এই সব কারণেই (শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রহ্মার উক্তিতে) শ্রীবিষ্ণুর সহিত সাক্ষাৎভাবে অভেদের কথা বলা হইয়াছে। যেমন—'তাঁহারই নিয়োগে আমি ব্রহ্মা এই বিশ্বের সৃষ্টি করি, আর হর তাঁহারই অধীন হইয়া এই বিশ্বের অস্তিত্ব হরণ করেন (অর্থাৎ সংহার করেন)। তিনি কিন্তু ত্রিগুণ মায়া শক্তি ধারণ করিয়া পুরুষরূপে এই বিশ্বের পালন করেন।' ১৫ ॥

শ্রীবিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপনে পরম পুরুষের সহিত তাঁহার অভেদ-উক্তি

এস্থলে 'আমি' বলিতে ব্রহ্মা। এ বিষয়ে মহোপনিষৎ শ্রুতিতে উল্লেখ আছে যে—'তিনি ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি, এবং রুদ্রের দ্বারা সৃষ্টির বিলোপ সাধন করিতেছেন। তাঁহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। সেই শ্রীহরি পরমানন্দস্বরূপ। এস্থলে ভাগবতের উপজীব্য শ্লোকটি দ্বিতীয় স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে নারদের প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তি ॥

আরও উক্ত হয়—'যাঁহার অনুগ্রহে ব্রহ্মা এবং ক্রোধবশতঃ রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই বিশ্বের আত্মা ভগবান শ্রীহরি এই (শ্রীভাগবত) গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইতেছেন ॥' ১৬ ॥

এস্থলে বিষ্ণুর সম্বন্ধে (পৃথকভাবে) উল্লেখ করা হয় নাই। ফলে তিনি যে (পরম পুরুষের সহিত) অভিন্ন—তাহাই বোঝান হইল। তাই বলা হয়—'সেই (লোকাত্মক পদ্মে গর্ভোদকশায়ী) বিষ্ণু প্রবেশ করিলেন। শ্রুতিতেও আছে—'সেই নারায়ণ পুরুষ কামনা করিলেন।' (তখনই) নারায়ণ হইতে অনন্তর ব্রহ্মা জাত হইলেন, ব্রহ্মা হইতে প্রজা ও সর্বভূতের উৎপত্তি। নারায়ণই পরব্রহ্ম, নারায়ণই তত্ত্ব, নারায়ণই পরম ঋত ও সত্য। উহাই পরব্রহ্ম, এবং উহাই কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ পুরুষ। (সৃষ্টির পূর্ব্বে) একই নারায়ণ ছিলেন, ব্রহ্মা বা শঙ্কর কেহই ছিলেন না। সেই নারায়ণ মননশীল হইয়া যেই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি তাঁহা হইতে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, অগ্নি, যম, বরুণ, রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি বিশ্বদেববৃন্দ জাত হইলেন।' এই সব উল্লেখ বশতঃ মুখ্যভাবে সেই পরমপুরুষ নারায়ণ বা শ্রীবিষ্ণুরই বর্ণনা যুক্তিযুক্ত। (শ্রীমদ্ভাগবতের উপজীব্য) শ্লোকটি দ্বাদশ স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীসূতের উক্তি।

১। বিশ্বো হিরণ্যগর্ভোঽগ্নির্বরুণরুদ্রেন্দ্রাঃ—ইহা পাঠান্তর।

নহু "ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্" (ভা. ৪. ৭. ৫১), তথা—"ন তে ময্যচ্যুতে-ঽজে চ ভিদামণ্বপি চক্ষতে" (ভা. ১২. ১০. ১৭) ইত্যাদাবভেদঃ শ্রূয়তে ; পুরাণান্তরে চ বিষ্ণুতস্তয়োর্ভেদে নরকঃ শ্রূয়তে। সত্যং, বয়মপি ভেদং ন ব্রূমঃ। পরমপুরুষস্যৈব তত্তদ্রূপমিত্যেকাত্মত্বেনৈবোপক্রান্তত্বাৎ। শিবো ব্রহ্মা চ ভিন্নস্বভাবাদিতয়া দৃশ্যমানোঽপি প্রলয়ে সৃষ্টৌ চ তস্মাৎ স্বতন্ত্র এবান্য ঈশ্বর ইতি ন মন্তব্যম্; কিন্তু বিষ্ণ্বাত্মক এব স ইতি হি তত্রার্থঃ। তদুক্তম্—"ব্রহ্মাণি ব্রহ্মরূপঃ সঃ" ইত্যাদি। ন চ প্রকাশস্য সাক্ষাদসাক্ষাদ্রূপত্বাদিতারতম্যং বয়ং কল্পয়ামঃ, পরন্তু[২] শাস্ত্রমেব বদতি[১]। শাস্ত্রঞ্চ দর্শিতম্।

তাৎপর্য্যার্থ—(অতএব শ্রীবিষ্ণোরেব বর্ণনীয়ত্বমপি যুক্তম্ ॥ ১২ ॥ ৫ ॥)—শ্রীবিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আরও বক্তব্য এই যে শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রবচনে প্রায়ই তাঁহার সহিত আদিপুরুষ ভগবান শ্রীগোবিন্দের অভেদই দেখান হইয়াছে। ত্রিগুণ মায়াশক্তিকে তিনি ধারণ করিয়া আছেন—ব্রহ্মার এই উক্তি হইতে বুঝিতে হইবে তিনি ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তির নিয়ন্তা। শ্রীহরিই পরব্রহ্মতত্ত্ব, তিনিই পরমানন্দস্বরূপ, তিনিই সর্ব্বকালব্যাপী শাশ্বত পুরুষ—এই সকল বিশেষণের ইহাই তাৎপর্য্য যে ভগবান শ্রীহরিই বিশ্বের আত্মা। তিনিই বর্ণনীয় এবং তিনিই ভজনীয়।

অনুবাদ—(নহু ত্রয়াণামেকভাবানাং ……… শাস্ত্রঞ্চ দর্শিতমেব)—আচ্ছা, (শ্রীভগবান তো নিজেই বলিয়াছেন)—"আমাদের তিন জনের (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের) মধ্যে যে ব্যক্তি অণুমাত্র ভেদ না দেখেন, (তিনিই শান্তিলাভ করেন)"। আবার, (মহাদেব) মার্কণ্ডেয়কে বলিয়াছিলেন—"তোমাতে, আমাতে, বিষ্ণুতে ও ব্রহ্মাতে অণুমাত্রও ভেদ দৃষ্ট হয় না'—ইত্যাদি বাক্যে এই তিন দেবের মধ্যে অভেদই শোনা যায়। এমন কি—অন্য পুরাণে বিষ্ণু হইতে শিব ও ব্রহ্মা এই দুই জনের ভেদবুদ্ধি করিলে তো নরকের কথাই শোনা যায়। এই প্রশ্নের উত্তরে (সন্দর্ভকার বলিতেছেন)—যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্য। ভেদ আছে আমরাও এ কথা বলি না, কারণ, পরম পুরুষই তো সেই সেই ব্রহ্মা ও শিব ইত্যাদি রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং উপক্রমবাক্যে তদ্বশতঃই একাত্মতা দেখান হইয়াছে। যদিও শিব এবং ব্রহ্মা দৃশ্যতঃ ভিন্ন স্বভাবযুক্ত (ব্রহ্মা রজোগুণযুক্ত ও শিব তমোগুণযুক্ত), তথাপি প্রলয়ে ও সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহারা যে শ্রীবিষ্ণু হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অন্য ঈশ্বর—এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে। কিন্তু সেই শিব ও ব্রহ্মা বিষ্ণ্বাত্মক—এইরূপই সেখানে অর্থ করিতে হইবে। তাই বামন পুরাণে বলা হয়—'(সেই ভগবান্) ব্রহ্মাতে ব্রহ্মরূপ ইত্যাদি'। (পরমপুরুষ শ্রীভগবানের) সাক্ষাৎরূপে এবং অসাক্ষাৎরূপে প্রকাশ বলিয়াই যে তাঁহাদের এই তারতম্য—এমন কথাও আমরা নিজেরা কল্পনা করি না। কিন্তু শাস্ত্রই এইরূপ বলিতেছে। শাস্ত্র দেখান হইয়াছে (এবং পরেও দেখান হইবে)।

বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মার ভেদ শুধু কল্পিত নহে, উহা শাস্ত্রপ্রমাণ সমর্থিত

তাৎপর্য্যার্থ—(নহু ত্রয়াণামেকভাবানাং……… …শাস্ত্রঞ্চ দর্শিতমেব)—পরম পুরুষ ভগবান্ ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রকাশ একমাত্র শ্রীবিষ্ণুতেই সম্ভব, ব্রহ্মা ও শিবে পরম্পরাক্রমে বা অসাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরত্বের প্রকাশ। এই কারণেই ইঁহাদের মধ্যে যে ভেদ—উহা শাস্ত্রসমর্থিত। পূর্ব্বেই এ বিষয়ে শাস্ত্রযুক্তি ও প্রমাণ সহযোগে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

১। পরম্—ইহা পাঠান্তর।

২। বক্তি—ইহা পাঠান্তর।

এবং ভগবদবতারানুক্রমণিকাসু ত্রয়াণাং ভেদমঙ্গীকৃত্যৈব কেবলস্য শ্রীদত্তস্য গণনা সোমদুর্বাসসোস্ত্ব-গণনা। কিঞ্চ ব্রাহ্মে ব্রহ্মবৈবর্তে চ ব্রহ্মবাক্যম্—"নাহং শিবো ন চান্যে চ তচ্ছক্ত্যেকাংশভাগিনঃ। বাল-ক্রীড়নকৈর্যদ্বৎ ক্রীড়তেঽস্মাভিরচ্যুতঃ॥ ইতি।" অতএব শ্রুতৌ—"যং কাময়ে তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্" ইত্যুক্ত্বা "মম যোনিরপ্স্বন্তঃ" ইতি শক্তিবচনম্। অপ্স্বন্তরিতি কারণোদশায়ী সূচ্যতে। "আপো নারা ইতি প্রোক্তাঃ" (বি. পু. ১. ৪. ৬) ইত্যাদেঃ। যোনিঃ কারণম্।

এবমেব স্কান্দে—"ব্রহ্মেশানাদিভির্দেবৈর্যৎ প্রাপ্তুং নৈব শক্যতে। তদ্বৎ স্বভাবঃ কৈবল্যং স ভবান্ কেবলো হরিঃ[২]॥" ইতি। তথা বিষ্ণুসামান্যদর্শিনো দোষঃ শ্রূয়তে। যথা বৈষ্ণবতন্ত্রে—"ন লভেয়ুঃ পুনর্ভক্তিং হরেরৈকান্তিকীং জড়াঃ। ঐকাগ্র্যং মনসশ্চাপি বিষ্ণুসামান্যদর্শিনঃ॥" ইতি। অন্যত্র—যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনেব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥" ইতি। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ—"মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে।"

অনুবাদ—(এবং ভগবদ্……উপাসতে, ইতি)—(ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব)—এই তিনের ভেদ স্বীকার করিয়াই শ্রীভগবানের অবতার সম্বন্ধে অনুক্রম তালিকায় শ্রীদত্তাত্রেয় ধৃত গণনা দৃষ্ট হয়, কিন্তু সোম ও দুর্বাসার অবতার বিবরণে ঐরূপ গণনা হয় নাই। তা ছাড়া, ব্রহ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ব্রহ্মার বাক্যে (স্পষ্টতঃ ভেদের উল্লেখ) দৃষ্ট হয়, যথা—'আমি (ব্রহ্মা), শিব, ও অন্যান্য সকলে সেই বিষ্ণুর শক্তির একাংশেরও ভাগী নহি। বালক যেমন খেলনা লইয়া খেলা করে, সেইরূপ অচ্যুত আমাদিগকে লইয়া খেলা করেন।' শ্রুতিতেও তাই (দৃষ্ট হয়)—(সৃষ্টি কামনায়) যাহাকে যাহাকে কামনা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে সেই উগ্ররূপ শম্ভু, সেই ব্রহ্মা, সেই ঋষি ও সেই সুমেধাকে সৃষ্টি করিয়াছি।' ইহার পর তিনি বলিলেন 'আমার যোনি জলের মধ্যে অবস্থিত।' ইহা শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উক্তি। জলের মধ্যে যোনি এই কথা বলায় বুঝিতে হইবে তিনি কারণোদকশায়ী। যেহেতু জলই 'নার' নামে কথিত হয়' ইত্যাদি বচন আছে। 'যোনি' অর্থাৎ কারণ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের ভেদগত প্রমাণ

এইরূপ স্কন্দ পুরাণে যথা—'ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি দেবগণ যাহা পাইতে পারেন না, সেই কৈবল্য (মুক্তি) যাঁহার স্বভাব—একমাত্র আপনিই সেই শ্রীহরি।' আবার, যাঁহারা (ব্রহ্মা ও শিবের সহিত) সমান জ্ঞানে শ্রীবিষ্ণুকে দেখেন তাঁহাদের সম্বন্ধে দোষও শাস্ত্রে শোনা যায়। যথা বৈষ্ণবতন্ত্রে—'যে জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ (ব্রহ্মাদির সহিত) বিষ্ণুকে সমান রূপে দর্শন করে, তাহাদের মনের একাগ্রতা সত্ত্বেও তাহারা শ্রীহরির ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ করিতে পারে না।' অন্যত্র উল্লেখ আছে—'যে ব্যক্তি ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেবতার সহিত নারায়ণকে সমানরূপে দেখে সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী হয়।' মন্ত্রবর্ণেও উল্লেখ আছে—'মধ্যে সমাসীন শ্রীবামনদেবকেই বিশ্বদেবগণ উপাসনা করেন।'

তাৎপর্য্যার্থ—(এবং ভগবদ্…………উপাসতে ইতি)—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে যে ভেদ আছে এবং বিষ্ণুই যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রবচন সাহায্যে ইহাই এখানে দেখান হইতেছে। বিষ্ণুর সহিত ব্রহ্মা ও শিবের সমজ্ঞান করিলে যে দোষ হয়,—সে বিষয়েও বহুতর শাস্ত্রপ্রমাণ আছে। তাহার কয়েকটি এখানে দেখান হইল।

১। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এইরূপ :— আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥ (বি. পু. ১.৪.৬)
অর্থাৎ—'নার' শব্দের অর্থ অপ্ বা জল। জলই নরসূনু (নরসমূহের যোনিস্বরূপ)। সেই জলেই তাঁহার পূর্ব স্থিতি—এই বলিয়াই তাঁহাকে কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ বলা হয়।

২। হরে—ইহা পাঠান্তর।

নমু ক চিদন্যশাস্ত্রে শিবস্যৈব পরমদেবত্বমুচ্যতে, সত্যং তথাপি শাস্ত্রস্য সারাসারত্ববিবেকেন তদ্বাধিত-মিতি। তথা চ পাদ্মশৈবয়োরুমাং প্রতি শ্রীশিবেন শ্রীবিষ্ণুবাক্যমনুকৃতম্—"ত্বামারাধ্য তথা শম্ভো গ্রহীষ্যামি বরং সদা। দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয় মানুষাদিষু॥ স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥ "ইতি। বারাহে চ—এষ মোহং সৃজাম্যাশু যো জনান্ মোহয়িষ্যতি। ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহো মোহ-শাস্ত্রাণি কারয়। অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়স্ব মহাভুজ॥ প্রকাশং কুরু চাত্মানমপ্রকাশঞ্চ মাং কুরু॥ ইতি।

অনুবাদ—(নমু ক্বচিদন্য .... . মাং কুরু॥ ইতি।)—আচ্ছা, অন্য শাস্ত্রে তো শিবকেই পরম দেবতা বলিয়া অভিহিত করা হয়। (তদুত্তরে বলিতেছেন) হ্যাঁ ইহা সত্য, কিন্তু শাস্ত্রের সার এবং অসার উক্তির তাৎপর্য্য বিবেচনার যে রীতি আছে, তাহা দ্বারা সেরূপ অর্থের বাধাই হয়। পদ্ম ও শিব পুরাণে শ্রীশিব বিষ্ণুর উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—'হে শম্ভো! আমি (বিষ্ণু) তোমাকে নিত্য আরাধনা করিয়া এই অভীষ্ট প্রার্থনা করিতেছি যেন তুমি দ্বাপর যুগের আদিতে অংশরূপে মনুষ্য মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া তোমার স্বকল্পিত আগম শাস্ত্র দ্বারা জনগণকে আমা হইতে বিমুখ কর এবং আমাকে গোপন কর—যাহাতে এই সৃষ্টি প্রবাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।' বরাহ পুরাণেও উল্লেখ আছে—'হে মহাভুজ রুদ্র! আমি শীঘ্রই মোহ সৃষ্টি করিতেছি—যে মোহ লোক সকলকে মোহগ্রস্ত করিবে। তুমিও মোহশাস্ত্রসমূহ প্রকাশ কর। হে মহাভুজ! মিথ্যাভূত ও কাল্পনিক শাস্ত্রসমূহ প্রণয়ন করাও এবং এইরূপে আমাকে গোপন কর ও নিজেকে প্রকাশ কর।'

শিবের প্রাধান্য বিষয়ে পুরাণের উক্তির অসারতা প্রতিপাদন

তাৎপর্য্যার্থ—(নমু ক্বচিদন্য ············মাং কুরু॥ ইতি)। শ্রীবিষ্ণুর মাহাত্ম্য গোপন করিয়া তমোগুণে জগৎকে মোহগ্রস্ত করিবার জন্য শ্রীবিষ্ণু যে শ্রীশিবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন—এই সকল উক্তি হইতেই শৈবশাস্ত্রের অসারতা প্রতিপন্ন হয়। শৈবশাস্ত্র যে মিথ্যাভূত ও কাল্পনিক এবং উহা যে জগৎকে মোহগ্রস্ত করে—এই উক্তিতেই উহার অসারতা প্রমাণিত হইতেছে। অতএব অসার উক্তির তাৎপর্য্য সারগর্ভ অন্যান্য শাস্ত্র-বাক্যের সহিত সমন্বয় করিয়া বুঝিতে হইবে। সেরূপ সমন্বয় করিতে হইলে বলিতে হয় একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর মাহাত্ম্যই সর্বাধিক। শ্রীবিষ্ণু ভজনায় জীব মোহপাশ হইতে মুক্ত হয়। উহাতেই জীবের স্বরূপ উপলব্ধি হয়।

ইহার তাৎপর্য্য হইল এইরূপ:—লোকে শ্রীশিবকে আরাধনা করিয়া ভোগ্য সম্পৎ যাহা কিছু লাভ করে তাহা গুণময়। প্রাকৃত উপভোগ্য বিষয় সম্পদে লোকে উত্তরোত্তর মোহগ্রস্তই হইয়া থাকে। ফলে জীব তাহার স্বরূপ ভুলিয়া শ্রীভগবদ্বহির্মুখ হইয়া এই সংসার চক্রেই নিরন্তর আবর্ত্তিত হয়। অতএব ঐ মোহপাশ হইতে যখন সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে তখনই সে ভগবান্ শ্রীহরির সাম্মুখ্য লাভে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া পঞ্চম পুরুষার্থ ভক্তি-সম্পৎ লাভ করে॥

১। মদ্বিমুখং পাঠান্তর।

পুরাণাঞ্চ মধ্যে যদ্ যৎ সাত্ত্বিককল্পকথাময়ং তত্তৎ শ্রীবিষ্ণুমহিমপরং, যদ্ যৎ তামসকল্পময়ং তচ্ছিবাদিমহিমপরমিতি—শ্রীবিষ্ণুপ্রতিপাদক-পুরাণস্যৈব সম্যগ্ জ্ঞানপ্রদত্বম্। "সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্" (ভ. গী. ১৪, ১৭) ইতি দর্শনাৎ। তথা চ মাৎস্যে—"সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ। রাজসেষু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ॥ তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু শিবস্য চ। সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগদ্যতে॥" ইতি। অত উক্তং স্কান্দে ষণ্মুখং প্রতি শ্রীশিবেন—"শিবশাস্ত্রেষু তদ্ গ্রাহ্যং ভগবচ্ছাস্ত্রযোগি যৎ। পরমো বিষ্ণুরেবৈকস্তজ্জ্ঞানং মোক্ষসাধনম্॥ শাস্ত্রাণাং নির্ণয়স্ত্বেষ তদন্যন্মোহনায় হি॥" ইতি।

তত্রৈব চ দৃষ্টং মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণোপাখ্যানে, বৈশম্পায়ন উবাচ—

"সাংখ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।
জ্ঞানান্যেতানি রাজর্ষে বিদ্ধি নানামতানি বৈ॥
সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে।
হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বেত্তা নান্যঃ পুরাতনঃ॥

অনুবাদ—(পুরাণাঞ্চ মধ্যে···মোহনায় হি॥ ইতি)—পুরাণগুলির মধ্যে যাহাতে সাত্ত্বিক কল্প কথা আছে, তাহা শ্রীবিষ্ণুর মহিমা খ্যাপনে তৎপর, আর যে পুরাণে তামস প্রভৃতি কল্পকথা আছে উহা শ্রীশিবমহিমা খ্যাপনে তৎপর।

বিষ্ণু বা নারায়ণ-প্রতিপাদক শাস্ত্রই গ্রাহ্য

বিষ্ণু-প্রতিপাদক পুরাণেই সম্যক জ্ঞানলাভ হয়—কারণ (গীতায়) দেখা যায় 'সত্ত্ব হইতে জ্ঞান জন্মে।' মৎস্যপুরাণে বলা হয়—'সাত্ত্বিক শাস্ত্রকল্পে শ্রীহরির সমধিক মাহাত্ম্য, রাজস শাস্ত্রে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য, বা তেমনি অগ্নিরও মাহাত্ম্য। আর তামস শাস্ত্রে শিবের মাহাত্ম্য। যে যে শাস্ত্রে সত্ত্বরজঃ প্রভৃতির মিশ্রণ রহিয়াছে, সেই শাস্ত্রসমূহে সরস্বতীর এবং পিতৃপুরুষগণের মাহাত্ম্য সমধিকরূপে প্রতিপাদিত।' স্কন্দপুরাণে ষড়াননের প্রতি শ্রীশিব বলিয়াছেন—'শিব-শাস্ত্রের মধ্যে তাহাই গ্রাহ্য যাহা ভগবৎ-শাস্ত্রের উপযোগী। যে হেতু ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র পরমতম এবং তাঁহার জ্ঞানই মোক্ষের সাধন। ইহাই শাস্ত্র সমূহের সিদ্ধান্ত। উহা ব্যতীত অন্য শাস্ত্র সমূহ কেবল মোহের নিমিত্ত।'

তাৎপর্য্য— (পুরাণাঞ্চ মধ্যে···মোহনায় হি॥ ইতি)—সত্ত্ব হইতে ভগবদ্জ্ঞান লাভ হয়। অতএব যে পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে সত্ত্বের প্রাধান্য উহাই ভগবৎ শাস্ত্র এবং উহাই গ্রাহ্য। তাহাতেই শ্রীবিষ্ণুর মাহাত্ম্য খ্যাপিত হইয়াছে। সেই শাস্ত্রতত্ত্ব হইতে ভগবত্তত্ত্বের জ্ঞান হয়। অন্য শাস্ত্রের দ্বারা বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হয়। কারণ উহাতে যথার্থ ভগবৎতত্ত্বের সন্ধান মেলে না।

অনুবাদ—(তত্রৈব চ দৃষ্টং···পঞ্চরাত্রস্যেত্যাদৌ ভগবান্ স্বয়মিতি)—মোক্ষধর্মে নারায়ণীয় উপাখ্যানে, এইরূপ দৃষ্ট হয়। বৈশম্পায়ন বলেন—'সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ ও পাশুপত শাস্ত্র—হে রাজর্ষি, এই সকল শাস্ত্রকে নানাজ্ঞানের

শ্রীনারায়ণই সাংখ্য, যোগ, বেদ, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব

শাস্ত্র বলিয়া জানিবে। এই সকল শাস্ত্রে নানা মত রহিয়াছে। সাংখ্যের প্রবক্তা কপিল পরম ঋষি বলিয়া কথিত হন। যোগবেত্তা হিরণ্যগর্ভ, তাঁহার অপেক্ষা অন্য কেহ প্রাচীন যোগবেত্তা নাই। অপান্তরতমাঃ বেদের আচার্য্য

[illegible]

অপান্তরতমাশ্চৈব বেদাচার্য্যঃ স উচ্যতে।
প্রাচীনগর্ভং তমৃষিং প্রবদন্তি হি কে চন॥
উমাপতির্ভূতপতিঃ শ্রীকণ্ঠঃ ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
উক্তবানিদমব্যগ্রো জ্ঞানং পাশুপতং শিবঃ॥
পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তা তু ভগবান্ স্বয়ম্।
সর্ব্বেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ জ্ঞানেষ্বেতেষু দৃশ্যতে॥
যথাগমং যথাজ্ঞানং নিষ্ঠা নারায়ণঃ প্রভুঃ।
ন চৈনমেবং জানন্তি তমোভূতা বিশাম্পতে।
তমেব শাস্ত্রকর্তারঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
নিষ্ঠাং নারায়ণমৃষিং নান্যোঽস্তীতি বচো মম॥
নিঃসংশয়েষু সর্বেষু নিত্যং বসতি বৈ হরিঃ।
সসংশয়াদ্ধেতুবলান্নাধ্যাবসতি মাধবঃ॥
পঞ্চরাত্রবিদো যে তু যথাক্রমপরা নৃপ।
একান্তভাবোপগতাস্তে হরিং প্রবিশন্তি বৈ॥
সাংখ্যঞ্চ যোগশ্চ সনাতনে দ্বে
বেদাশ্চ সর্বে নিখিলেন রাজন্।
সর্ব্বৈঃ সমস্তৈ ঋর্ষিভির্নিরুক্তো
নারায়ণো বিশ্বমিদং পুরাণম্।

বলিয়া অভিহিত। কেহ কেহ এই ঋষিকে প্রাচীনগর্ভ বলিয়া থাকেন। আর, পাশুপত জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন উমাপতি, ভূপতি, শ্রীকণ্ঠ ও ব্রহ্মার পুত্র শিব। সকলেই স্থিরচিত্ত হইয়া এই জ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন। আর, স্বয়ং ভগবান্ সমগ্র পঞ্চরাত্রের উপদেষ্টা। হে নৃপোত্তম! আগম ও জ্ঞান অনুযায়ী এই সকল শাস্ত্রতত্ত্ব জানা হইলে—নারায়ণই যে প্রভু—তদনুরূপ নিষ্ঠাই জন্মে। হে লোকনাথ! তামস ব্যক্তিগণ কিন্তু নারায়ণকে ঐরূপভাবে জানেন না। পক্ষান্তরে মনীষী শাস্ত্রকর্তা সকলেই বলিয়া থাকেন তাঁহাদের নিজ নিজ শাস্ত্রের তত্ত্বগুলি নারায়ণেই পর্য্যবসিত—অন্য কিছুতে নহে—এবং ইহাই তাঁহাদের মত। সংশয়রহিত শাস্ত্র সমূহে শ্রীহরি নিত্য অধিষ্ঠিত, কিন্তু যে শাস্ত্র সমূহ সংশয়াকুল এবং লৌকিক হেতু বলের উপর নির্ভরশীল—সেই শাস্ত্র সমুদয়ে মাধব অধিষ্ঠিত নহেন। হে নৃপ! যাহারা পঞ্চরাত্রতত্ত্ববিৎ এবং যথাক্রমপরায়ণ হইয়া শ্রীভগবানে একান্ত ভাবে উপগত হইয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীহরির তত্ত্বে প্রবেশ লাভ করেন। সাংখ্য ও যোগ এই দুই সনাতন শাস্ত্র এবং সকল শাস্ত্র মধ্যে বেদসমূহ নিত্য। ঐ সকল শাস্ত্রে ঋষিগণ কর্তৃক ইহাই নিরূপিত হইয়াছে যে পুরাণ পুরুষ নারায়ণই এই বিশ্বব্যাপী।'

অত্রাপান্তরতমা ইতি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নস্যৈব জন্মান্তরনামবিশেষ ইতি তত্রৈব জ্ঞেয়ম্। অত্রৈব ব্যাখ্যেয়ম্ পঞ্চরাত্রসম্মতং শ্রীনারায়ণমেব সর্ব্বোত্তমত্বেন বক্তুং নানামতং দর্শয়তি সাংখ্যমিতি। তত্র পঞ্চরাত্রমেব গরিষ্ঠমাচষ্টে পঞ্চরাত্রস্যেত্যাদৌ ভগবান্ স্বয়মিতি।

অথ "দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ (ভ.গী. ১৩,৬) ইতি শ্রীগীতাসু শ্রূয়তে। যদেব তানি নানামতানীত্যুক্তং তত্রাসুরপ্রকৃত্যনুসারেণেতি জ্ঞেয়ম্। দৈবপ্রকৃতয়স্তু তত্তৎসর্ব্বাবলোকনেন পঞ্চরাত্রপ্রতিপাদ্যে শ্রীনারায়ণ এব পর্য্যবস্যন্তীত্যাহ সর্ব্বেষ্বিতি। আসুরাং নিন্দতি নচৈনমিতি।

এখানে যে অপান্তরতমাকে বেদাচার্য্য বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়নের নাম অনুসারে বুঝিতে হইবে। এবং এই বৃত্তান্ত যোগধর্মেই উল্লিখিত আছে। উপরের শ্লোকগুলির ব্যাখ্যায় বলিতে হয়—সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রকে নানা মতের সমর্থক বলা হইলেও উহার তাৎপর্য্য এই যে পঞ্চরাত্রখ্যাত শ্রীনারায়ণই যে সর্ব্বোত্তম—তাহাই নানামতের সাহায্যে দেখান হইয়ছে। পঞ্চরাত্র মতই যে সর্ব্বোত্তম তাহাও সেখানে বলা হইয়াছে। কারণ পঞ্চরাত্রের উপদেষ্টা স্বয়ং ভগবান্ এই উক্তিই তাহার প্রমাণ।

তাৎপর্য্যার্থ—(তথৈব চ দৃষ্টং......পঞ্চরাত্রস্যেত্যাদৌ ভগবান্ স্বয়মিতি) যথার্থ মনীষী ও সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ যে সকল অবিসংবাদী শাস্ত্র প্রমাণ লোকলোচনের গোচরীভূত করিয়াছেন, তাহারা সবই শ্রীনারায়ণের পরম তত্ত্বেই পর্য্যবসিত। কিন্তু যে সকল শাস্ত্রে লৌকিক হেতুবদের প্রাধান্য, শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের বিরোধী তর্কের বাহুল্য, তাহা সংশয়াকুল ও অপ্রমাণ। ঐ সব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় নয়। শ্রীহরিভক্তি বিলাসে ১ম বিলাস হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রের বচন উল্লেখে হেতুবাদী নাস্তিকগণের মত নিন্দনীয় বলিয়াছেন :—এতন্মতানুসারেণ বর্ত্তন্তে যে নরাধমাঃ। তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্তা ন তেভ্যস্তন্ত্রং দাপয়েৎ॥

'যে সব অধম স্তরের লোক হেতুবাদিগণের মতানুসারে চলে, তাহারাও হেতুবাদী। এরূপ ব্যক্তিকে মন্ত্র দান করিবে না।' বস্তুতঃ ইহাদিগকে হেতুবাদী বলা হইয়াছে এই জন্য যে তাহারা শাস্ত্রবিরোধী তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করে। অবশ্য শাস্ত্রালোচনায় তর্ক বা হেতুর উপযোগিতা নাই তাহা নহে। কিন্তু শাস্ত্রবিরোধী তর্কের স্থান এখানে নাই। বেদান্ত দর্শনের 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' সূত্রের ইহাই তাৎপর্য্য। অবিচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বরের তত্ত্ব তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, শাস্ত্র প্রমাণেই সে তত্ত্ব বিবৃত। তাই বলা হয়—'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।' (মহাভারতম্)

অনুবাদ—(অথ দ্বৌ ভূতসর্গৌ · তমেবেতি।) এই জগতে ভূতসৃষ্টি দুই প্রকার, দৈব ও আসুর।' ইহা গীতার উক্তি। এখানে আর যে নানামতের কথা বলা হইয়াছে তাহা বুঝিতে হইবে আসুর প্রকৃতি উপলক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। দৈব প্রকৃতির শাস্ত্রসমূহ সেই সেই শাস্ত্রের তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা পঞ্চরাত্র প্রতিপাদ্য যে শ্রীনারায়ণ—উহাতেই পর্য্যবসিত। তাহাই 'সর্ব্বেষু চ নৃপশ্রেষ্ঠ'—এই শ্লোকে পূর্ব্বে বলিয়াছেন। 'যাঁহারা উহাকে জানেন না'—(ন চৈনমেব জানন্তি)—এই শ্লোকাংশে আসুর প্রকৃতির নিন্দাই করা হইয়াছে।

পঞ্চরাত্র প্রতিপাদ্য নারায়ণই দৈব শাস্ত্রসমূহের পর্য্যবসিত তত্ত্ব

সন ১৩৬৭ সালের বৈষ্ণব ব্রত তালিকা।

আশ্বিন—তর্পণ সমাপ্তি ৪ঠা মঙ্গলবার। শ্রীশ্রীরাম-চন্দ্রের বিজয়োৎসব ও ১৪ই শুক্রবার। একাদশী নিয়ম-সেবারম্ভ—১৫ই শনিবার। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীরঘুনাথ দাস ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুগণের তিরোভাব ১[illegible] রবিবার [illegible]। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শারদ রাস—১৮ই মঙ্গলবার। শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব ২৩শে রবিবার। শ্রীগদাধর দাসের তিরোভাব ২৭শে বৃহস্পতিবার। একাদশী ৩০শে রবিবার।

কার্ত্তিক—অন্নকুট, গোবর্দ্ধন যাত্রা শ্রীবৃন্দাবন-দাস ঠাকুরের তিরোভাব ৪ঠা বৃহস্পতিবার। গোপাষ্টমী শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর তিরোভাব ১১ই বৃহস্পতি-বার। উত্থানৈকাদশী নিয়মসেবা সমাপন ১৪ই রবিবার। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসযাত্রা ১৭ই বুধবার। একাদশী—শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব ৩০শে মঙ্গলবার।

অগ্রহায়ণ—একাদশী ১৪ই মঙ্গলবার (গীতা-জয়ন্তী) একাদশী ২৯শে বুধবার।

পৌষ—উদ্ধারণ দত্ত এবং মহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব ১লা শুক্রবার। একাদশী ১৩ই বুধবার। পুষ্যাভিষেক যাত্রা রায়ভূমে শ্রীরাধামাধবের স্থাপয়িতা শ্রীমৎ প্রভু নিত্যানন্দাত্মজা প্রেমানন্দ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব ১৭ই রবিবার। একাদশী শ্রীজয়দেব গোস্বামীর তিরোভাব ২৯শে শুক্রবার।

মাঘ—বসন্ত পঞ্চমী শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া দেবীর আবির্ভাব ৮ই শনিবার। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব ১০ই সোমবার। একাদশী ১৪ই শুক্রবার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব ১৬ই রবিবার। একাদশী ২৯শে শনিবার।

ফাল্গুন—শ্রীশ্রীশিব চতুর্দ্দশী ২রা মঙ্গলবার। একাদশী ১৪ই রবিবার (আমর্দ্দকী ব্রত)। দোলযাত্রা শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব ১৮ই বৃহস্পতিবার। একাদশী ২৯শে সোমবার।

চৈত্র—শ্রীশ্রীরামনবমী (রামচন্দ্রের জন্মোৎসব) ১১ই শনিবার। একাদশী (বাঞ্জুলী) ১৪ই মঙ্গলবার। একাদশী ২৮শে মঙ্গলবার।

একদিন যাঁহার জ্ঞানগৌরবে সমস্ত ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলী চমকিত হইয়াছিলেন, আবার শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভের পর যাঁহার ভজনমহিমায় সকলে চমৎকৃত হইয়াছিলেন, সেই পরম পণ্ডিত

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ বিরচিত

শ্রীশ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতম্

অতি সরল বঙ্গভাষায় টীকার তাৎপর্য্যানুবাদসহ এই প্রথম প্রকাশিত হইল। আহার নিদ্রা প্রভৃতি শারীর-ধর্ম্মে আবিষ্ট হইয়া মানুষ পশুর মত বিকৃত জীবন যাপন করিতেছে। সে ছিল অমৃতের সন্তান। অমৃতলোকে যাইবার জন্য শ্রুতি তাহাকে পুনঃ পুনঃ আমন্ত্রণ জানাইয়াছিল। সে কিন্তু মায়ার মোহে আবিষ্ট হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে পারে নাই। এইরূপে যুগ-যুগান্তর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার পর একদিন উপনিষৎকথিত 'ব্রহ্মযোনি স্বর্ণবর্ণ পুরুষ অনর্পিতচরী প্রেমধন বিতরণের জন্য এক শুভ চন্দ্রকরস্নাত রজনীতে আবির্ভূত হইলেন—নদীয়াপুরে। ইহার পরই আরম্ভ হইল তাঁহার প্রেমদান লীলা। সুরধুনীর তটে ভক্তগণের মধ্যে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন—গৌর-নিতাই দুটি ভাই। বিদ্যুতের শোভা জিনিয়া তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গের কান্তি, নয়নের প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিপাতে দশদিক মধুময় হইয়া যাইতেছে, তাঁহাদের প্রেমার্দ্রপূর্ণ "হরে কৃষ্ণ" বলিয়া ক্রন্দনে পাষাণ গলিয়া যাইতেছে। পাপী তাপী আসিয়া শ্রীচরণে লুটাইয়া পড়িবামাত্র অপরাধের শান্তি হইয়া তাহাদের প্রাণ কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। সেই প্রেমদানলীলা কি শেষ হইয়া গিয়াছে? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

"অদ্যাপিও চৈতন্যের নাম যেবা লয়। আউলায় সকল অঙ্গ অশ্রু কম্প হয়।"

আপনি যদি প্রেমদাতা প্রভুর এই কৃপার দান গ্রহণ করিতে সমুৎসুক? তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত পড়ুন।

মূল্য দেড় টাকা

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ বিরচিত
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্
শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামী
সম্পাদিত

মূল্য দেড় টাকা

সুললিত বঙ্গভাষায় টীকারতাৎপর্য্যানুবাদ করিয়াছেন প্রভুপাদ শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী পঞ্চতীর্থ মহাশয়। মূল অন্বয় টীকা ও টীকার তাৎপর্য্যানুবাদসহ প্রকাণ্ড গ্রন্থ। প্রচারোদ্দেশ্যে নাম মাত্র মূল্যে বিতরণ করা হইতেছে। শীঘ্র সংগ্রহ না করিলে পরে অনুতপ্ত হইবেন।

সকল সংস্কৃত পুস্তকালয়ে এবং শ্রীগৌরাঙ্গসেবক পত্রিকা অফিসে প্রাপ্তব্য।

কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীগৌরাঙ্গসেবক, ১।১ এ. বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন, কলিকাতা-৬

১।১ এ, বৈষ্ণব সাম্মিলনী লেন হইতে শ্রীচিত্তরঞ্জন মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ১৪১ নং বিবেকানন্দ রোড ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর মুখপত্র

ত্রৈমাসিক

শ্রীগৌরাঙ্গসেবক

(নব পর্য্যায়)

গৌরাব্দ ৪৭৫

৭ম বর্ষ] ভাদ্র—১৩৬৭ [৩য় সংখ্যা

শ্লোকাংশ্চ লোকানুগতানপশূংশ্চ হিত্বা শ্রিতাস্তে চরণাতপত্রম্।
পরস্পরং ত্বদ্গুণবাদসীধুপীযুষনির্য্যাপিতদেহধর্ম্মাঃ ॥ শ্রীমদ্ভা ৩।২১।১৭

কর্দ্দম প্রজাপতি বলিতেছেন—হে ভগবান! তোমার সর্ব্বভয়ঙ্কর যে মহাকাল রূপের ভয়ে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠগণও নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তোমার ভক্ত কিন্তু তাহা হইতে ভীত হন না। তোমার আনন্দময় পুরুষোত্তম রূপের মধুর আকর্ষণে তাঁহারা প্রেমিক ভক্তগণের সহিত তোমার গুণকথারূপ অমৃত আস্বাদন করিতে করিতে সুখ-দুঃখাদি দেহধর্ম্ম নাশ করিয়া গৃহ আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার চরণকমলের শীতল ছায়ায় চিরসুখে বিশ্রাম লাভ করেন।

সম্পাদক—শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামী

সহকারী সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১'৩২ নঃ পঃ

কার্য্যালয়—শ্রীগৌরাঙ্গ মিলন মন্দির ১।১ এ, বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন, কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী

১১এ, বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন, কলিকাতা-৬

শ্রীগৌরাঙ্গ চতুষ্পাঠী

সংস্কৃতপাঠার্থী ছাত্রগণ এই চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, কাব্য, পুরাণ, দর্শন বিশেষ করিয় বৈষ্ণবদর্শন অধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন। ইহা ভিন্ন শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান বিদ্বন্মণ্ডলীও শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র এবং দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন এই চতুষ্পাঠীতে করিতে পারেন। অধ্যাপক শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামী পঞ্চতীর্থ মহাশয় সর্ব্বদাই আপনাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

গ্রন্থাগার—

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর গ্রন্থাগারটি দুষ্প্রাপ্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থরাজিতে পূর্ণ। এখানে বসিয়া সকলেই বিনাব্যয়ে গ্রন্থাদি অধ্যয়নপূর্ব্বক শাস্ত্রানুশীলন করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থাগারের সদস্য হইলে গ্রন্থ গৃহেও লইয়া যাইতে পারিবেন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীগৌরাঙ্গসেবক ত্রৈমাসিক পত্রিকা। শ্রীগৌর-পূর্ণিমায় ইহার বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোন সময়েই গ্রাহক হউন ফাল্গুন সংখ্যা হইতে পত্রিকা লইতে হইবে।

২। শ্রীগৌরাঙ্গসেবকের বার্ষিক মূল্য সডাক ১'৩২ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়।

৩। প্রবন্ধসকল লেখকের নিজ দায়িত্বে প্রকাশিত হইবে। মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী হইবেন না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য তাঁহাদের রচনা উপযুক্ত হইলে সযত্নে প্রকাশিত হইবে। প্রাচীন ভক্তচরিত্র, পৌরাণিক আখ্যান, তীর্থ ভ্রমণকাহিনী গোস্বামী গ্রন্থসমালোচনা এবং বৈষ্ণবদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে ভক্তগণের একান্ত প্রয়োজনীয় প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হইবে। লেখকগণ ভাষার লালিত্যের দিকে নজর রাখিবেন। অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয় না।

৫। চিঠিপত্র, প্রবন্ধ এবং মনিঅর্ডার প্রভৃতি সম্পাদক :—শ্রীগৌরাঙ্গসেবক, ১১এ, বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন কলিকাতা-৬ এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্মিলনীতে প্রাপ্তব্য গ্রন্থাবলী ঃ—

১। **বেণুগীতা ঃ**—শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের একবিংশতি অধ্যায়ে বর্ণিত শ্রীব্রজগোপীগণের প্রেমানুরাগপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের বেণুরবের বর্ণনা। মূল, অন্বয়, সারশিক্ষা ও সুললিত পদ্যে তাৎপর্য্যানুবাদ সহ অমূল্য গ্রন্থ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত ভক্তি-মার্গের সকল পথিকদেরই ইহা আদরের বস্তু। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও ইহার রসাস্বাদন করিতে পারে। শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামী সম্পাদিত। মূল্য ৸০ স্থলে ।৵০ মাত্র।

২। **সাধন-সঙ্কেত ঃ**—শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত ভক্তগণের ভজনের একান্ত জ্ঞাতব্যবিষয়গুলি সরলভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে। তথ্যানুসন্ধিৎসু সকল ভক্তেরই ইহা অবশ্যপাঠ্য। শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী সম্পাদিত। মূল্য ॥৵০

৩। **গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন ঃ**—এ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবদর্শনের অনেকগুলি গ্রন্থই প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সহজ ভাষায় দুরূহ বৈষ্ণবদর্শনের সিদ্ধান্তগুলি এত সুন্দরভাবে এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে যে তাহা অতুলনীয়। এই গ্রন্থখানি ভাগবতাচার্য্য শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় সংখ্যা বেদান্ত ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের লিখিত মূল্য ৩॥০ মাত্র।

৪। **শ্রীনরোত্তমের প্রার্থনা ঃ**—শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী পঞ্চতীর্থ সম্পাদিত, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অনুরাগপূর্ণ ভজনের অনুভূতিতে সমৃদ্ধ ৫৭ খানি প্রার্থনার সুষ্ঠু ও সুলভ সংকলন। মূল্য ২০ নঃ পঃ। শ্রীগৌরাঙ্গসেবকর গ্রাহক ও শ্রীসম্মিলনীর সদস্যগণের পক্ষে মূল্য ১৫ নঃ পঃ মাত্র।

বিঃ দ্রঃ—পত্রিকার গ্রাহকগণ ও সম্মিলনীর সদস্যদের এই সুবিধা আগামী ফাল্গুন মাসের পর হইতে দেওয়া সম্ভব হইবে না।

ভাদ্র ১৩৬৭ | শ্রীগৌরাঙ্গসেবক | ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

শ্রীউদ্ধব সংবাদ

শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী পঞ্চতীর্থ।

মাধব আরও ভাবিলেন মথুরাবাসী ভক্তগণ সম্ভবতঃ ঐশ্বর্য্যগন্ধহীন মধুময় ব্রজপ্রেমের মহিমা বুঝিতে পারিবেন না। কারণ তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির জাতি স্বতন্ত্র। এই অবস্থায় তাঁহারা ব্রজবাসী জনকে অবজ্ঞা করিতে পারেন। এইরূপ হইলে হিতে বিপরীত ফল হইবে। ব্রজবাসীর অবজ্ঞা মাধব কোনক্রমেই সহিতে পারিবেন না। তিনি মথুরাবাসী ভক্তগণকে চিরতরে অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করিয়া ব্রজবাসিগণের সহিত বৃন্দাবনে চলিয়া যাইবেন। স্বভাবতঃ করুণহৃদয় ব্রজবাসিগণই কি ইহাতে তুষ্ট হইবেন ? নিজদিগকে মথুরাবাসীর দুঃখের নিমিত্ত মনে করিয়া তাঁহারা দুঃখভোগ করিবেন। সুতরাং ব্রজবাসিগণকে মথুরায় আনা চলিবে না।

তবে কি মাধব কয়েক দিনের মত ব্রজে গিয়া ব্রজবাসী প্রিয়জনকে সান্ত্বনা দিয়া আসিবেন ? কিন্তু তাহার ফলও বিষময় হইবে। কৃষ্ণবিদ্বেষী সম্রাট জরাসন্ধ ইহাতে বুঝিতে পারিবে, ব্রজবাসী মাধবের বড় প্রিয়জন। সুতরাং মাধবের প্রতি বৈরভাব চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে পর্য্যায়ক্রমে মথুরা ও ব্রজপুরী আক্রমণ করিবে। সুতরাং এখন স্বল্পকালের জন্য ব্রজে যাওয়া কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

কাজের চাপে মাধবকে এখনও কিছুদিন ব্রজের বাহিরে থাকিতে হইবে। পাণ্ডবগণ বড় দুঃখে পড়িয়াছেন ; তাঁহাদের দুঃখনাশের একটা উপায় করিতে হইবে।

সুতরাং সকলদিকে সামঞ্জস্য করিয়া এখন ব্রজের দুঃখ-শান্তির সর্ব্বোত্তম উপায় হইতেছে মনের মত সুনিপুণ বাগ্মী এবং ব্রজের প্রতি পরম শ্রদ্ধালু কাহাকেও বার্ত্তাবাহী দূতরূপে ব্রজে পাঠানো। কিন্তু এই প্রকার যোগ্যতাশালী কোন্ ব্যক্তিকে তথায় পাঠান যায় ! যে ব্যক্তি ব্রজরাজ নন্দ এবং বাৎসল্যময়ী মা যশোদার বিশুদ্ধ বাৎসল্যপ্রেমোত্থিত মহাবিপ্রলম্ভের তাপ নিজ যুক্তিমাধুরীমিশ্রিত কৃষ্ণসন্দেশের দ্বারা উপশান্ত করিতে পারিবেন, যিনি কৃষ্ণপ্রাণা গোপিকাগণের কৃষ্ণবিরহের পরম সন্তাপ মধুর-বাগ্মিতাপূর্ণ কৃষ্ণসন্দেশের দ্বারা শান্ত করিতে পারিবেন, এইরূপ লোককেই তথায় পাঠানো প্রয়োজন। মথুরাপুরবাসী ভক্তগণের মধ্যে কাহার এরূপ সামর্থ্য আছে ?

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মাধবের মনে পড়িল— সর্ব্বসদ্গুণযুক্ত নিজ খুল্লতাত-ভ্রাতা পরম ভক্তরাজ শ্রীউদ্ধবের কথা। তিনি ছিলেন বসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবভাগের পুত্র। সেই উদ্ধবই ব্রজবাসিগণকে সান্ত্বনা দিবার সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি। গোপীগণের উপর ইঁহার পরম শ্রদ্ধা আছে। সুতরাং গোপীসান্ত্বনে ইঁহাকেই ব্রজে পাঠাইতে হইবে।

শ্লোকব্যাখ্যা :—এইবার শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীউদ্ধবের গোপী-সান্ত্বনে ব্রজে যাইবার উপযোগী কয়েকটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করিতেছেন। (১) বৃষ্ণিগণের বর,

(২) মন্ত্রী, (৩) কৃষ্ণের দয়িত সখা, (৪) সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য, (৫) বুদ্ধিসত্তম।

শ্রীকৃষ্ণভক্তের গুণব্যাখ্যায় শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন "কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে"। শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে শ্রীরূপ গোস্বামী চরণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে পঞ্চাশটি গুণের কথা বর্ণন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে উনত্রিশটি গুণ আংশিক ভাবে ভক্তহৃদয়ে প্রকাশিত হয়। শ্রীহরিতে এই গুণগুলি বিভূরূপে অবস্থান করে। সেই গুণগুলি এইরূপ—" ... সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ। বাবদুকঃ সুপাণ্ডিত্যঃ বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ॥ বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ। দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী॥ স্থিরঃ শান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ। বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ॥ দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ ...। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত—সত্যবাদী, প্রিয়ভাষী, সুবক্তা সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান, প্রতিভাশালী প্রত্যুৎপন্নমতি, কলাবিদ্যা-নিপুণ, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়ব্রত, দেশকালপাত্রজ্ঞ, শাস্ত্রচক্ষু, অন্তরে বাহিরে সর্ব্বদা শুচি, জিতেন্দ্রিয়, স্থিরবুদ্ধি ক্লেশসহিষ্ণু, ক্ষমাশীল, গম্ভীরপ্রকৃতি, ক্ষোভের কারণ ঘটিলেও স্থিরচিত্ত, সুখে দুঃখে সমজ্ঞান, বদান্য, ধার্ম্মিক, শৌর্য্যশালী, দয়ালু সকলের মানদাতা—নিজ স্বভাবগুণে সকলের প্রীতিভাজন, বিনয়ী, লজ্জাশীল—এইসমস্ত গুণযুক্ত হয়।

শ্রীউদ্ধব এইসমস্ত গুণে পূর্ণ ত ছিলেনই এতদ্ভিন্ন নিখিল ভগবৎপার্ষদ এবং শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ প্রীতিসম্পাদক পাঁচটি বিশেষ গুণেও অলংকৃত ছিলেন। এখন সেই পাঁচটি গুণের কথা বর্ণনা করা হইতেছে।

(১) তিনি ছিলেন বৃষ্ণিগণের মধ্যে প্রবর বা শ্রেষ্ঠ। বৃষ্ণি শব্দটি যাদবগণেরই নামান্তর। ইহারা সকলেই শ্রীভগবৎ-পার্ষদ। শ্রীভগবানের সঙ্গেই তাঁহারা গোলোক হইতে আসিয়াছিলেন। আবার তাঁহার সঙ্গেই তিরোধান করিয়া-ছিলেন। শ্রীভগবানের প্রীতিসাধক সদ্‌গুণরাশিতে তাঁহারা সকলেই ভূষিত ছিলেন। পদ্মপুরাণে শ্রীভগবান এবং সত্যভামা সম্বাদে বলা হইয়াছে "অথ ব্রহ্মাদিদেবানাং তথা প্রার্থনয়া ভুবঃ। আগতোঽহং গণা সর্ব্বে জাতাস্তেঽপি ময়া সহ॥ এতে হি যাদবাঃ সর্ব্বে মদ্‌গণা এব ভামিনি। সর্ব্বদা মৎপ্রিয়া দেবি মত্তুল্যগুণশালিনঃ॥

হে দেবি! ব্রহ্মাদি দেববৃন্দের প্রার্থনায় এবং পৃথিবীর প্রার্থনায় আমি মর্ত্ত্যে অবতরণ করিয়াছি। আমার গণ-সকলও আমার সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছে। হে ভামিনি! এই যাদবগণ আমারই গণ, সর্ব্বদা আমার প্রিয় এবং আমার তুল্য গুণশালী।

এই যাদবগণ নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ। নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের লক্ষণ হইতেছে "আত্মকোটিগুণং কৃষ্ণে প্রেমাণং পরমং গতা। নিত্যানন্দগুণাঃ সর্ব্বে নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ॥" যাঁহারা নিজ হইতে কোটিগুণ পরম প্রেম শ্রীকৃষ্ণে বিধান করেন, এবং শ্রীমুকুন্দের ন্যায় নিত্য আনন্দ গুণে সমলংকৃত তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ। এইরূপ অলৌকিক সদ্‌গুণবিশিষ্ট নিখিল যাদবকুল যাঁহার সদ্‌গুণমাধুর্য্যে একেবারে বিমোহিত বশীভূত একমাত্র সেই শ্রীউদ্ধবই দূতরূপে শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার যোগ্য পাত্র। শুধুকি তাহাই? বালক বৃদ্ধ তরুণ তরুণী ভেদে বিবিধ ভাব-যুক্ত যাদবগণ নিজেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার অতিশয় আদর করিতেন। আবার বুদ্ধিকৌশলে এবং রাজনীতিতে তাঁহার পরম নৈপুণ্য দেখিয়া তাঁহাকে নিজেদের মন্ত্রী বলিয়া গৌরব করিতেন।

এই দুইটি বিশেষণের দ্বারা ইহাই ব্যঞ্জিত হইল শ্রীউদ্ধবের অলৌকিক সদ্‌গুণে নিখিল শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ বশীভূত। তখন তিনি যে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক-জগতের বশীকরণে সমর্থ ছিলেন ইহা কৈমুতিক ন্যায়ে জানিতে হইবে।

কিন্তু এই দুইটি গুণও গোপী-সান্ত্বন-বিষয়ে পর্য্যাপ্ত না হওয়ায় তৃতীয় সদ্‌গুণের উল্লেখ করিতেছেন,—তিনি ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দয়িত সখা।

যিনি সর্ব্বাকর্ষী রূপ-গুণ-মাধুর্য্যে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের চিত্তহারী, মহিমায় যিনি সমুদ্রকোটিগম্ভীর, সেই স্বয়মবতারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় ব্রজবাসীর বিরহোৎ-কণ্ঠায় এখন ঝটিকাবিক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। মথুরাবাসী যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের এই ভাব দর্শনে বিস্মিত হইতেন। তাঁহারা জানিতেন শ্রীকৃষ্ণ ভগবান।

আত্মারাম ও আপ্তকাম শ্রীভগবানের এই কাতরতা একটি লীলা মাত্র। ব্রজবাসীর জন্য যে মাধবের এই পর-মোৎকণ্ঠা এ কথা তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিতেন না। কৃষ্ণকে পাইয়া তাঁহারা ধন্য হইয়াছিলেন। ব্রজবাসীর প্রতি মাধবের পরমা প্রীতির কথাও তাঁহাদের অবিদিত ছিলনা। ব্রজবাসীর কথা মনে পড়িলেই তাঁহাদের পুনরায় কৃষ্ণহারা হইবার ভয় হইত। তাই ব্রজবাসীর প্রসঙ্গ নিবারণে তাঁহারা সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন।

একমাত্র উদ্ধবই এ বিষয়ে ব্যতিরেক ছিলেন। তিনি ব্রজবাসী জনের প্রতি পরমশ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। তাঁহাদের কথা ধ্যান করিতেন, মনন করিতেন। নির্জ্জনে মাধবের পদপ্রান্তে বসিয়া মাধবের ব্রজপ্রীতির কথা শুনিতেন, আর অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত। স্বয়ং ব্রজবাসীর গুণকথা বলিয়া মাধবের চিত্তবিনোদন করিবার চেষ্টা করিতেন। শ্রীউদ্ধবের এই ভাবানুগ সেবায় তাই শ্রীকৃষ্ণ বড় পরিতুষ্ট হইতেন। তাই তিনি ছিলেন মাধবের দয়িত।

এখানে 'দয়িত' শব্দে শ্রীউদ্ধবের প্রতি মাধবের সখ্যপ্রেম হইতেও অধিকরূপে স্নেহাতিশয্য দ্যোতনা করিতেছে। তাই মথুরার সখ্যপ্রেমের আস্পদ অন্য ভক্তের নিতান্ত অগম্য ব্রজপুরে পিতামাতাকে সান্ত্বনা দিতে বিশেষতঃ সমর্থাখ্যা প্রেমের মণিমঞ্জুষা শ্রীব্রজগোপীসকলকে সান্ত্বনা দিতে সর্ব্বোপরি মাদনাখ্য মহাভাবে মাধবের হৃদয় প্রমত্তকারিণী শ্রীমতী রাধা-রাণীকে মাধবের প্রত্যাগমনসন্দেশে সান্ত্বনা দান করিতে একমাত্র শ্রীউদ্ধবেরই যোগ্যতা আছে—শ্রীমাধব এইরূপ চিন্তা করিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের প্রিয়সখা শ্রীসুবলের ন্যায় অন্তরঙ্গ শ্রীউদ্ধবই শুধু ব্রজবাসিগণের সান্ত্বনা দিতে সমর্থ। আবার অন্তরে ব্রজবাসীর প্রতি যথেষ্ট প্রীতি থাকিলেই এই দৌত্যের উদ্দেশ্য সফল হইবে না। শাস্ত্রসুমার্জিত-যুক্তিমাধুরীপূর্ণ বাগ্মিতারূপ গুণান্তরও এই দৌত্যকর্ম্মে সফলতার নিদান। শ্রীউদ্ধব এই গুণেও সকলকে অতিক্রম করিয়াছেন। দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁহার এইরূপ বিশেষ গুণ দেখিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ নিজ-শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং সেদিক দিয়া বিচার করিলেও শ্রীবৃন্দাবনে দৌত্যকর্ম্মে যাইবার পক্ষে শ্রীউদ্ধবই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি।

যদি বলা হয় শ্রীউদ্ধব বৃহস্পতির শিষ্য হইতে পারেন; কিন্তু ব্রজপ্রেম-শাস্ত্রে বৃহস্পতিরই বা অধিকার কোথায়? সুতরাং ইহা দ্বারা শ্রীউদ্ধবের ব্রজে প্রেরণে যোগ্যতার কথা কেমন করিয়া বিচার করা যায়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিলেন, তিনি ছিলেন—'বুদ্ধিসত্তমঃ'।

তৃতীয় স্কন্ধে ৪র্থ অধ্যায়ে ভগবদুক্তিতে শ্রীউদ্ধব সম্বন্ধে বর্ণনা করা হইয়াছে। -- "নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনঃ" উদ্ধব আমা হইতে অনুমাত্র ন্যূন নহেন। এখানে ভঙ্গিক্রমে বলা হইয়াছে —আমিও যেমন নিত্যকাল উৎকণ্ঠিতহৃদয়ে শ্রীগোপিকাগণের নিকট প্রেমশাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকি, শ্রীউদ্ধবেরও তেমনি ব্রজপ্রেমরস আস্বাদনে উৎকণ্ঠা থাকায় তিনি গোপিকা-গণের উপদিষ্ট প্রেমসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবেন। এখানে 'বুদ্ধিমত্তম' না বলিয়া 'বুদ্ধিসত্তম' বলিবার অভিপ্রায় ইহাই বলিয়া মনে হয়—পরমোৎকৃষ্টা লৌকিকী বুদ্ধিও সেখানে প্রতিহত হয়। "যত্র বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" সাধকের বাক্য সেখানে মনের সহিত প্রেরিত হইয়াও ফিরিয়া আসে, উদ্দিষ্ট বস্তু স্পর্শ করিতে পারেনা। একমাত্র ব্রজ-গোপিকাগণের চরণে আনুগত্যময়ী বুদ্ধিই তাঁহাদের কৃপায় ব্রজরসের মাধুর্য্যসিন্ধুতে প্রবেশ করিতে পারে।

যাঁহাদের বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণভজনে উৎসুক তাঁহাদিগকে 'বুদ্ধিসৎ', যাহাদের বুদ্ধি ব্রজপ্রেমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল—তাঁহারা—বুদ্ধিসত্তর, আর যাঁহারা মাধুর্য্যরসের পরমাশ্রয় মহাভাবরূপিণী শ্রীরাধা-রাণীর শ্রীচরণযুগলের করুণা পাইতে সমুৎসুক তাহাদিগকে 'বুদ্ধিসত্তম' বলা যাইতে পারে। শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণবশীকরণের পরমোপায় এই শেষোক্ত গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে 'বুদ্ধিসত্তম' বলা হইল।

[ক্রমশঃ]

আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, ১৮ স্তঃ)

(অনুবাদক) শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী পঞ্চতীর্থ।

চন্দ্রাবলীর স্বপক্ষা অন্যা গোপী শ্যামার কথা শুনিয়া বলিলেন—শ্যামে! স্বপক্ষ কখনও স্বপক্ষের দোষ দেখিতে পায় না। সুতরাং তুমি অপক্কপ্রেমবশতঃ যে কথা বলিলে তাহা যুক্তিযুক্তই বটে। বস্তুতঃ শ্রীরাধারাণী তোমাদের যূথের প্রধানা বলিয়া তুমি প্রেমবতী শ্রীরাধার স্নেহে বদ্ধ হইয়া যুক্তই বলিয়াছ। শ্রীরাধারাণী যূথের প্রধানা হওয়ায় তাঁহার পক্ষে কিন্তু এইরূপ আচরণ যুক্তিযুক্ত হয় নাই (১২৯)। যেহেতু এই শ্রীরাধারাণী নির্দ্দয়স্বভাবা সকল গোপরমণীদের আস্বাদ্য শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা স্বয়ং একাকিনী পান করিয়া চকোরিণীকেও লজ্জা দান করিতেছেন। (১৩০)। সুতরাং শ্রীরাধার এই চরণচিহ্ন আমাদের তেমন সন্তোষবিধান করিতে পারিতেছেনা।—চন্দ্রাবলীর সখীগণের এই উক্তি শুনিয়া শ্রীরাধারাণীর স্বপক্ষা গোপীগণ সেই চরণচিহ্নগুলি দর্শন করিতে করিতে হর্ষ গর্ব্ব প্রণয় কোপ দৈন্যাদি ভাবে বিহ্বল হইয়া চরণচিহ্ন অনুসরণে ললিত ভঙ্গিতে কিছু দূর চলিতে চলিতে অনতিদূরে চরণচিহ্নের উপর দৃষ্টি-দান করিলেন।—(১৩১) তথায় সর্ব্বসন্তাপনাশক শ্রীরাধারাণীর চরণচিহ্ন না দেখিয়া বিতর্ক করিতে লাগিলেন। (১৩২)। অহো একি! শ্রীরাধারাণীর পদচিহ্ন ত এখানে দেখা যাইতেছে না। কেবল শ্রীহরির রমণীয় পদচিহ্নগুলি এখানে রহিয়াছে। হাঁ এইবার বুঝিয়াছি। তীক্ষ্ণ তৃণাঙ্কুরের আঘাতে শ্রীরাধারাণীর চরণে বেদনা হওয়ায় এই স্থানে মাধব তাঁহাকে বক্ষে লইয়া গমন করিয়াছেন। (১৩৩)। নিশ্চিতই এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে;—বক্ষে রসভরে নিজ কান্তাকে বহন করিতে গিয়া ভাববিহ্বলতাবশতঃ প্রাণনাথের পদপঙ্কজের চিহ্নগুলি এখানে অবনীতে কোমল বালুকার মধ্যে বসিয়া গিয়াছে। ১৩৪ ॥ অয়ি কৃষ্ণদয়িতে শ্রীরাধে! শ্যামপ্রেমার্জ্জিত-সুকৃতিসম্পাদিত সৌভাগ্যগরিমার মাধুরী রূঢ়ানুরাগে মদকরী-বরারূঢ়া মধুকরীব ন্যায় সর্ব্বদা অনুভব করিতে থাক। দাতা—চূড়ামণি প্রিয়তমকেও নিজ রসমাধুর্য্যাস্বাদন দানে পূর্ণ-কাম করিয়া সৌভাগ্যবতী হও। (১৩৫)॥ তটস্থা গোপীগণ বলিতে লাগিলেন—আমরা একসঙ্গে মাধবকে দর্শন করিয়াছিলাম; এক সঙ্গেই তাঁহার রূপ দর্শন ও কৃষ্ণ আলাপ শ্রবণ করিয়াছিলাম। আবার এক সঙ্গেই তাহার রতিরসও লাভ করিয়াছিলাম। এখন তিনি তৃণের ন্যায় আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া তোমাকে বক্ষে বহন করিতেছেন। নিজ সুকৃত বা দুষ্কৃতের কথা ফল দর্শনেই বুঝা যায়। আহা! তাই তোমার পদচিহ্নের দর্শনে ও অদর্শনে আমাদিগকে দুঃখার্ত্তা করিতেছে। (১৩৬)॥ এইরূপে কিছুদূর গমন করিয়া পুনরায় চরণচিহ্ন দর্শন পূর্ব্বক বলিলেন—অহো। ভার বহনে পরিশ্রম নিবন্ধনই যেন বক্ষঃস্থলস্থিতা লক্ষ্মীর পরাভবকারিণী শ্রীরাধারাণীকে এখানে উত্তারণ করাইয়াছেন। (১৩৭)॥ দেখ! দেখ! এই-স্থানে শ্রীরাধাকে উত্তারণ করাইয়া শ্রান্তের ন্যায় মাধব তাঁহাকে নিজ অভিমুখে বসাইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। সেইরূপই উভয়ের দুই দুইটি পদের চিহ্ন এখানে দেখা যাইতেছে। আহা! ইহার দ্বারা যেন তাঁহাদিগকে রহস্যকথনাসক্ত বলিয়া মনে হইতেছে। পরস্পরের অংসদেশে পরস্পরের বাহু স্থাপন করিয়া গমন করিতে করিতে পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া লীলালস্যে ভাবভরে এইস্থানে পরস্পরকে নিষ্ঠুরভাবে আলিঙ্গন করিয়া-ছিলেন। (১৩৮)॥ এইপ্রকার বিতর্ক করিতে করিতে বিপক্ষপক্ষপাতিনী গোপীগণ অসূয়াবশে নির্হেতু পরম বিরসতা প্রাপ্ত হইলেন। (১৩৯)॥ স্বপক্ষপাতিনী গোপিকাগণ শ্রীরাধারাণীর প্রতি স্বাভাবিক সৌহার্দ্দপূর্ণ হৃদয়নিবন্ধন তাঁহার সৌভাগ্যবিশেষের কণামাত্র দর্শন করিয়া ক্ষণমধ্যেই উৎসবময়ী হইয়া উঠিলেন। কৃষ্ণবিরহে তাঁহাদের মর্ম্মে শরবেধের তুল্য যে তীব্র বিরহানল প্রজ্জ্বলিত ছিল

তাহা সহসা নির্ব্বাপিত হইল। ইহাতে তাঁহারা নিজ লঘুত্বের কথা চিন্তা করিতে পারিলেন না। প্রত্যুত নিবিড় আনন্দে তাঁহাদের সর্ব্বাবয়ব স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। (১৪০)॥ এইরূপে তাঁহারা পুনরায় পরস্পরে মিলিতা হইয়া চরণচিহ্ন দর্শন করিতে করিতে কিছুদূর গমন করিয়া পৃথিবীর বক্ষঃস্থলরূপ রমণীয় যমুনাপুলিনে মাধবের গমনবিষয়ে বিতর্ক করিতে লাগিলেন। ঐ পুলিনপ্রদেশ চন্দ্রকিরণরূপ রৌপ্যসলিলের সেচনে পরম সুখময়রূপে অনুভূত হইতেছিল। (১৪১)॥ এখানেতো অঙ্কুশ পতাকা বজ্র প্রভৃতি চরণচিহ্নগুলি দেখা যাইতেছেনা! কেবল অঙ্গুলীর অগ্রভাগের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। তাহাতে মনে হয় আমাদের প্রিয়তম এইস্থানে অবনীতলে পদাগ্রমাত্র স্থাপন করিয়া হস্ত উন্নয়ন পূর্ব্বক বৃক্ষশাখা নমিত করিয়া তাঁহার প্রিয়ার জন্য পুষ্প সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (১৪২)॥ এইরূপে পুনরায় চরণচিহ্নের অনুসরণ করিতে করিতে গোপীগণ নির্বিঘ্নে আশ্রয়প্রাপ্ত চিহ্নান্তর দর্শন করিয়া বিতর্ক করিতে লাগিলেন। (১৪৩)॥ আহা দেখ দেখ! কর্পূরের ন্যায় ধবল বালুকাচ্ছন্ন পথে পার্শ্বদ্বয়ে ন্যস্ত কৃষ্ণপদদ্বয়ের এবং তাহার অভ্যন্তরস্থ রেখার সুললিত চিহ্ন দেখা যাইতেছে। তাহার প্রিয়ার চরণচিহ্ন ও এখানে দেখা যাইতেছে না। বুঝা যাইতেছে—মাধব সেই প্রিয়াকে নিরাতঙ্কে অঙ্কে বহন করিয়া এই স্থানে উপবেশন-পূর্ব্বক পুষ্পের দ্বারা তাঁহার কেশ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন। (১৪৪)॥ সেই স্থলেই কোনও স্থানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আবার তাঁহারা বলিলেন---অহো আশ্চর্য্য! সেই প্রিয়ার পদাঘাতে অশোক বৃক্ষে এবং মুখমদ্য দ্বারা বকুলবৃক্ষে অকালে পুষ্পোদ্গম দর্শন করিবার জন্য সেই রসকুতুকী মাধব অনুনয় বিনয়ে সহসা প্রিয়ার দ্বারা ইহা সম্পাদন করিয়া অশোক এবং বকুলে অকালে পুষ্পোদ্গম দর্শনে তাহা চয়ন করিবার জন্য সেই সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন। ১৪৫॥ দেখ দেখ! অশোকের মূলে নবপল্লবোদ্গমের ন্যায় সেই গোপীর চরণের যাবকচিহ্ন দেখা যাইতেছে।—আবার অলিকুল বকুলের আস্বাদ্য চমৎকারকারী কুসুমসমূহ পরিহার করিয়া তাহার মূলদেশে যেখানে ঐ গোপীর মুখমদ্যগণ্ডূষ পতিত হইয়াছিল সেই স্থানে গুঞ্জন করিতেছে। সুতরাং তাঁহাদের দুইজনকে নিকটবর্ত্তী বলিয়া মনে হইতেছে। অতএব এইস্থানে অন্বেষণ করি। এই বলিয়া তাঁহারা সেইরূপ করিতে লাগিলেন ১৪৬।

[ক্রমশঃ]

লীলাকথা

শ্রীব্রজভূষণ চক্রবর্ত্তী।

এই বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রতিটি জীব দুঃখে পীড়িত। যিনি প্রাণ খুলিয়া বলিতে পারেন "আমার কোন কষ্ট নাই" এমন লোকের সংখ্যা অতীব বিরল।

নানা ভাবে জর্জ্জরিত জীব তাই সর্ব্বদা দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তির জন্য ব্যস্ত। যে যাহা করে — তাহার সেই কর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় — কোন না কোন একটি দুঃখ নিবৃত্তির চেষ্টাই তাহাকে ঐ কর্ম্মে প্রেরণা দিয়াছে।

এখন এই প্রশ্ন স্বতঃই জাগে — "অহোরাত্র নানা ভাবে চেষ্টা করিয়াও জীবের দুঃখ দূর হয় না কেন?" জীবের অপূর্ণতাই তাহার সর্ব্বপ্রকার দুঃখের মূলীভূত কারণ। ফলতঃ পূর্ণতা লাভ করিতে না পারা পর্য্যন্ত — দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি না হওয়াই স্বাভাবিক। জীব কণ যাঁহার অংশ — সেই অংশী পরমেশ্বর কিরূপ পূর্ণ?

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

এক কথায় — তিনি এতই পূর্ণ যে তাঁহার সবটুকু নিয়া নিলেও অবশিষ্টাংশ পূর্ব্ববৎ সম্পূর্ণই থাকিয়া যায়।

অকৃতকার্য্য জীব ক্রমশঃ হতাশ হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া পরম করুণ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীচরণ কৃষ্ণৈকশরণ আসন্ন-মৃত্যু মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট জীবের চরম দুঃখ নিবৃত্তির উপায় স্বরূপ একটি আশার বাণী ঘোষণা করিয়া দিলেন :—

সংসারসিন্ধুমতিদুস্তরমুত্তিতীর্ষো-
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দ্দিতস্য ॥
(ভাঃ— ১২-৪-৪০)

হে মহারাজ! বিবিধ দুঃখদাবানলে প্রপীড়িত জীব দুস্তর সংসারসমুদ্র হইতে উদ্ধার পাইতে ইচ্ছুক। সমুদ্র পার হইতে ভেলার প্রয়োজন। পুরুষোত্তম ভগবানের "লীলাকথা-" রস আস্বাদনরূপ ভেলাই দুঃখজর্জ্জরিত জীবের ভবসাগর পার হওয়ার পক্ষে একমাত্র অবলম্বন।

পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের লীলাকথা বিবিধ পুরাণাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। জীবের রুচি, নিষ্ঠা অথবা অধিকার অনুসারে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ রসের সাধক বিভিন্ন ভাবে শ্রীগোবিন্দের সেবা দ্বারা পরমানন্দ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ইঁহাদের যে কোন একটি পথ অবলম্বন করিয়া ভগবৎসেবায় লাগিয়া থাকিলে জীব কৃতার্থ হইতে পারে সন্দেহ নাই। তবে ব্রজবাসীরা সেই পুরুষোত্তমকে যত আপন করিতে পারিয়াছিলেন এমনটি আর কেহ পারেন নাই। কবিরাজ গোস্বামীপাদ তাই বলিলেন—

ব্রজ-লোকের কোন ভাব লইয়া যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাইয়া কৃষ্ণ পায় ব্রজে।
চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৮ পঃ

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুরও ইহাই মত—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং।
রম্যা কাচিৎ উপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ॥
শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নাপরঃ ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দনই উপাস্য, তাঁহার ধাম শ্রীবৃন্দাবন। ব্রজবধূরা মধুর ভাবে যে ভজন করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা। এই ধর্ম্মের বিশুদ্ধ প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ প্রেম।

"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম জিনি জাম্বূনদ হেম"
চৈঃ চঃ মধ্যঃ ২পঃ

ব্রজে শান্তের স্থান নাই। দাস্যেরও প্রায় তাই। বাৎসল্য সখ্য ও মধুরের মধ্যেই ব্রজবাসীর মনপ্রাণ ভরপুর। বাৎসল্য-ভাবের পরাকাষ্ঠা মা নন্দরাণী। তাঁহার দাস দাসীর অভাব নাই। স্বহস্তে গো-দোহন, দধিমন্থন প্রভৃতি কার্য্য করিবার প্রয়োজন তাঁহার ছিল না। তথাপি সর্ব্বদা মায়ের মনে হইত "আমার মত যত্ন করিয়া কি অপরে আমার গোপালের জন্য নবনী আহরণ করিতে পারিবে? অন্যের আহৃত নবনীতে কি আমার গোপালের তেমন তৃপ্তি হইবে? তাহাতে যদি গোপালের পেট না ভরে।"

তাই—"নির্ম্মমন্থ স্বয়ং দধি।" ভাঃ ১০-৯-১

নন্দরাণী দধি মন্থন করিতেছেন। তখনও কিন্তু তাঁহার মনে অন্য চিন্তা নাই—

যানি যানীহ গীতানি তদ্বালচরিতানি চ।
দধি নির্ম্মন্থনে কালে স্মরন্তী তান্যগায়ত ॥ ভাঃ-১০-৯-২

নিজ তনয়ের বাল্যচরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া দধিমন্থন কালেও তাহাই গান করিতেছেন :—

গাহিয়া আপন তনয়গীতি।
দধি মথিছে যশোমতী ॥
কত না ছন্দেতে রচিল গানে।
গোপালের কথা কতই তানে ॥

দধি মন্থনের শব্দ শুনিয়া কৃষ্ণ ও বলরাম মায়ের নিকট উপস্থিত।

যশোমতী হেরি মুখ পাওল মরমে সুখ
চুম্বয়ে ও চাঁদ বয়ান।

মায়ের খুব আনন্দ। কিন্তু ইহার স্বভাবই এই যে প্রতি-নিয়ত লালসা বাড়াইয়া দেয়। নন্দরাণীর ইচ্ছা হইল গোপালের একটু নৃত্য দর্শন করেন—

বলে ওরে যাদুমণি খেতে দিব ক্ষীর ননী
খাইয়া নাচহ মোর আগে

মা নবনীর লোভ দেখাইতেছেন কাহাকে? না যাঁহার দাসানুদাসেরও সংস্পর্শে আসিলে জীবের সর্ব্বপ্রকার লোভাদির নিরসন হইয়া যায়।

"কৃষ্ণের যতেক খেলা   সর্ব্বোত্তম নরলীলা

প্রাকৃতলীলা-অনুকরণকারী ভগবান কিন্তু সত্যই লুব্ধ হইলেন—

"নবনী লোভিত হরি   মায়ের বদন হেরি

কর পাতি নবনীত মাগে"

মা নবনী দিলেন। কিন্তু কেবল নবনী খাইলেই তো চলিবে না নাচিতে হইবে। তাই—

খাইতে খাইতে নাচে   কটিতে কিঙ্কিনী বাজে

হেরি হরষিত হইল মায়॥

নন্দদুলাল নাচে ভালি।

নন্দরাণীর বারান্দায় তাঁহার গোপাল নৃত্য করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য, শ্রীল শুকদেবের বর্ণিত—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"

ভাঃ ১ ৩-২৮

যিনি বিশ্বনাট্যের নটের গুরু, সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার ইঙ্গিতে নাচিতে থাকে, ব্রজের বিশুদ্ধ বাৎসল্যের নিগড়ে বদ্ধ হইয়া নবনী ভক্ষণ করিতে করিতে সেই স্বয়ং ভগবান নন্দালয়ে নৃত্য করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল রঘুপতি উপাধ্যায়ের উক্তিটিই বেশী করিয়া মনে পড়ে:—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমপরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।

অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥

সংসারভয়ে ভীত জীব কেহ শ্রুতিকে, কেহবা স্মৃতিকে, কেহ কেহবা মহাভারতকে ভজন করেন। এই ভবভয়-হরণ বিষয়ে আমি কিন্তু সেই শ্রীনন্দ মহারাজকেই বন্দনা করি যাঁহার "অলিন্দে" (আঙ্গিনায়) স্বয়ং ভগবান্ নানাভাবে বিহার করেন।

গোপাল যখন নৃত্য করিতেছিলেন তখন মা নন্দরাণী কি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন? না না তাহা কি কখনও হইতে পারে? যশোমতীর মনেও তাহার প্রতিক্রিয়া হইল। তাঁহার প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠিয়াছে, তিনি দধিমন্থনের কথা ভুলিয়া গিয়া নৃত্যের তালে তালে করতালি দিতে লাগিলেন।

ছাড়িল মন্থন দণ্ড   উথলিল মহানন্দ

সঘনে দেয় করতালি।

এ আনন্দ আবার একা ভোগ করিয়া আশা মিটে না। তাই তিনি দিদি রোহিণীকে ডাকিয়া দেখাইতেছেন—

দেখ দেখ রোহিণী   গদ গদ কহে রাণী

যাদুয়া নাচিছে মোর।

ঘনরাম দাস কয়   রোহিণী আনন্দময়

দুঁহু ভেল প্রেমে বিভোর॥

(ক্রমশঃ)

মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশে 'আদর্শ বৈষ্ণব'

ডাঃ শ্রীরাধাবিনোদ সরকার

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এবচ

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ।"

আদর্শ বৈষ্ণব সম্বন্ধে কিছু লিখিতে বাসনা জাগিলেও অন্তরে ভয় হয় যদি এই অধমের প্রবন্ধ লেখার ভিতরে কোনও অপরাধ স্পর্শ করে। শুধু শ্রীগুরু ও নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের পদরেণুতে নিজাঙ্গের অভিষেক করতঃ এবং যিনি অনর্পিত উন্নত ও উজ্জ্বল রস বিশিষ্ট প্রেমভক্তি করুণা বশতঃ এই ধরাধামে আনয়ন করিয়াছেন সেই পরম কারুণিক শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের চারু চরণদ্বয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া অতি দৈন্য-সহকারে লিখিতে প্রয়াসী হইলাম:—

এই আদর্শ বৈষ্ণব আমার মানস-সখা, আমার ধ্যানের মূর্ত্তি।

এই আদর্শ বৈষ্ণব হইতে হইলে প্রথমাবস্থায় তাহার মনুষ্যত্ব লাভে প্রয়াসী হইয়া আদর্শ মানবের স্থলাভিষিক্ত হইতে হইবে। যে প্রকার গোলাপ, যুঁথি, বেল, মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্পরাজি শোভিত পুষ্পোদ্যান প্রকৃতির অনুপম ভাব প্রকাশ করে তদ্রূপ ভক্তি, স্নেহ, দয়া দাক্ষিণ্য, লজ্জা নম্রতা প্রভৃতি পবিত্র প্রীতিকর গুণাবলী এই মানবহৃদয়ে প্রথমাবস্থায় সমাবিষ্ট হইলে সেই মধুর হৃদয় হইতে এক দেবোপম ভাবের উদয় হইবে, তাহাই পরবর্ত্তী কালে তাহাকে সাধনা ও সিদ্ধির পথে অনুপ্রেরণা যোগাইবে। এই জন্য প্রাচীনকালে শুদ্ধ মনুষ্যত্ব লাভ হেতু উচ্চ শ্রেণীর মানবগণ বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন ও গুরুসেবা করিয়া বাল্যজীবন অতিবাহিত করিতেন। তৎপ্রভাবে সত্যরূপী ধর্ম্ম তাঁহাদের সকল কর্ম্মেই অনুবর্ত্তী হইতেন ও কেহ দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া বিপথে চালিত হইতেন না। এই মনুষ্যত্ব লাভ হেতু তাহারা বিচার করিতে সক্ষম হইতেন যে এই নশ্বর জগতের স্ত্রী পুত্রাদি ধন যৌবন, পদগৌরব, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বস্তু অনিত্য এবং সংসারের সারবস্তু সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্ম লাভই মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য বুঝিয়া কায়মনোবাক্যে তল্লাভে প্রয়াসী হইতেন।

এক্ষণে অর্থোপার্জ্জনের কৌশল অবগতি ও ব্যবহার নানা উপায়ে সজ্জিত করাই যেন বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে বিদ্যা মনুষ্যত্বের প্রসূতি ছিল, তাহা এখন অবিদ্যা হইয়া সঙ্কীর্ণতা ও কদাচার প্রসব করিতেছে। এ গভীর অন্ধকারে এখন কেবল ভীতিজনক-পিশাচ-তাণ্ডবে সমাজ প্রকম্পিত হইতেছে। হায়! যে বিদ্যা মনুষ্যত্ব প্রসব করেনা, কেবল ধনাশার মরীচিকায় বিভ্রান্ত করে তাহা অবিদ্যা বা মায়া ব্যতীত কিছুই নয়। এই বৈষ্ণব মাঝে মাঝে ফুকারিয়া বলেন যে জীবনে ধর্ম্মের বিমল জ্যোতি নাই, ঈশ্বরপ্রীতি নাই, স্বার্থত্যাগ নাই, লোকানুরাগ এবং বিনয়াদি সৎগুণের পবিত্র বিকাশ নাই, সে জীবনে নরককীট এবং হিংস্রজন্তুর জীবন হইতে কোন প্রভেদ নাই। বিলাসিতার প্রবল তারণা ও অর্থানুসন্ধান করিবার নিমিত্ত যাহার ভগবদ্‌ অনুশীলনে অবকাশ নাই, ঐহিক সম্মান লাভের অনুসন্ধান যাহার সদা কাম্য, ঐহিক গর্ব্বেই যিনি সদা প্রমত্ত—মনুষ্যত্ব তাহার ছায়া স্পর্শ করেনা।

এই আদর্শ মানবটীকে জীবের রোগ, শোক, জরা মৃত্যু ও দুঃখ কষ্ট দেখিয়া মাঝে মাঝে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছি। মানুষ কোথা হইতে আসে, আবার কোথায় চলিয়া যায়। পৃথিবীর এক দৃশ্য সূতিকা গৃহ আর এক দৃশ্য শ্মশান। পুনঃ পুনঃ গতাগতি আবহমান কাল হইতে বৃত্তাকারে ঘুরিয়া চলিতেছে — ইহার কি শেষ নাই? মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি— ইত্যাদি প্রশ্নগুলি তিনি তাঁহার মনের কাছে অতি নির্জ্জনে অনন্ত আকাশের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করেন। তিনি চিন্তা করেন — অগণিত নক্ষত্র এই আকাশ, চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহ প্রভৃতি অনাদি কাল হইতে নিয়মানুবর্তিতা লইয়া তাহাদের কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন—ইহার নিয়ন্তা নিশ্চয়ই একজন আছেন—তিনি কে? হঠাৎ তিনি একদিন শুনিলেন—

"হে মাধব! কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসান।
তোহে জনমি পুনঃ তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা॥"

(বিদ্যাপতি)

জীবত দূরের কথা, কত ব্রহ্মা জন্মিতেছেন ও মরিতেছেন; কিন্তু হে মাধব তোমার আদি নাই। সাগরের তরঙ্গমালা সাগর হইতে উত্থিত হইয়া—যেমন সাগরেই বিলীন হইয়া যায় তদ্রূপ ব্রহ্মাদি দেবতাগণও তোমা হইতে জন্মিয়া আবার তোমাতেই লীন হইয়া যাইবে। জীবজগতের কা কথা!

আবার তিনি আপন মনে গাহিতেছেন:—

"খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে;
সৃষ্টি স্থিতি তব পুতুল খেলা নিরজনে প্রভু নিরজনে॥
তারকা রবি শশী খেলনা তব হে উদাসীন—
পড়িয়া আছে রাঙ্গা পায়ের কাছে রাশি রাশি—" ইত্যাদি।

ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে সচ্চিদানন্দ ভগবানই এই বিশ্বের নিয়ন্তা।

আবার শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক শুনিলেন—ভগবান

উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা"।

অর্থাৎ মনুষ্যদেহ সুলভ (কারণ আয়ত্তাধীন) ও দুর্লভ (কারণ অনেক যোনি ভ্রমণ করিয়া মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়) তরি, ইহার কর্ণধার গুরু। আমি অনুকূল বাতাসরূপে ইহাকে সুপথে চালিত করি। যে ব্যক্তি এইরূপ যোগ্যতম তরি পাইয়াও ভবসাগর উত্তীর্ণ না হয় সে আত্মঘাতী।

ভক্ত তুলসীদাস রচিত একটি পয়ার শুনিতে পাইলেন.—

তুলসি যব্ জগ্ মে আয়ো,
জগো হাসে তোম্ রোয়্,
অ্যায়্সি করনি কর চলো কি,
তোম্ হাসো জগো রোয়্॥

হে তুলসি! তুমি যখন জগতে আসিয়াছিলে তখন জগৎ হাসিয়াছিল আর তুমি কাঁদিয়াছিলে। এক্ষণে জগতে এমন কর্ম করিয়া যাও যেন জগৎ তোমার জন্য কাঁদে; আর তুমি হাসিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতে পার। তিনি অন্য একদিন শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক শুনিলেন।—

ধিক্ জন্ম নস্ত্রিবিদ্ যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাং।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥

অর্থাৎ তাহার জন্মে ধিক্ তাহার কুলে ধিক্ তাহার যাগযজ্ঞাদি ব্রতে ধিক্ যিনি অধোক্ষজ হরিকে ভুলিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

শাস্ত্র সাধু কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে মায়া তাহারে ছাড়য়॥

উপরোক্ত শাস্ত্রবাক্য ও ভক্তবাক্যগুলি আমার এই আদর্শ মানবটির হৃদয়ের পরতে পরতে ঝঙ্কৃত হইতে থাকে। ব্যাকুল কণ্ঠে বলিতে থাকেন—'মরিয়া গেলে যে দেহ পোড়াইয়া ছাই করিবে, না হয় পচিয়া গলিয়া যাইবে, না হয় শৃগাল কুক্কুরে ভক্ষণ করিবে—আমার পরম দুঃখ যে। দেহকে সর্বস্ব জ্ঞান করিয়া ভগবানের ভজন করিলাম না। আমি গুরুপাদাশ্রয় করিয়া এই দেহকে সাধন-তরণী করিয়া ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য কোন চেষ্টা করিলাম না—আমি "আত্মঘাতী"। আমি একবারও ভাবিয়া দেখিলাম না যে এই দেহ অনিত্য, পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু দ্বারা দেহের ধ্বংস ও নূতন দেহ প্রাপ্ত হইতেছি। এই অনিত ধন সম্পত্তি ও স্ত্রীপুত্র পরিবারাদি মিথ্যা মায়া-মরীচিকায় ভুলিয়া সত্যজ্ঞানে তাহাতে আসক্ত হইয়া রহিয়াছি। একবারও ভাবিলাম না কি করিলে এই জন্ম ও মৃত্যুর হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়। ধিক্ আমার জন্মে; ধিক্ আমার কুলে; ধিক আমার মানব জীবনে! আমার নিত্যে অনিত্যবুদ্ধি ও অনিত্যে নিত্যবুদ্ধি হইতেছে, শ্রীভগবান্ কি বস্তু তাঁহার স্বরূপই বা কি, তাহাব মহিমাই বা কীদৃশ?—তাহা আমি বুঝিতে চেষ্টা করিলাম না। আমি অজ্ঞান-রূপ তিমিরে অন্ধ হইয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র পরমারাধ্য আর আমি যে তাঁহার নিত্যদাস এ সত্য ভুলিয়া গিয়া পথহারা পথিকের মত দিগ্দর্শন করিতে পারিতেছিনা। কে আমার এই অন্ধ চক্ষুর উন্মীলিন ঘটাইয়া পরমতত্ত্বের জ্ঞান প্রকাশ পূর্বক শ্রীকৃষ্ণ-জ্ঞানের পথপ্রদর্শক হইয়া আমার হৃদয়ের অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীভূত করতঃ হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইয়া দিবেন? (ক্রমশঃ)

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন

—সমালোচনা—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী পঞ্চতীর্থ

শ্রীমহাপ্রভুর প্রিয়তম পার্ষদ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রভু নিজ প্রেমোত্থিত দৈন্যে বিভোর হইয়া তপ্তবালুকাচ্ছন্ন সমুদ্রসৈকতের পথে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে চলিয়াছেন। মাত্র পূর্ব্বাশ্রমে ম্লেচ্ছসঙ্গের কথা স্মরণ করিয়া ছায়াশীতল সিংহদ্বারের পথে যাইতেছেন না। একদিন শ্রীসনাতনের পায়ে ব্রণ (ফোস্কা) দেখিয়া করুণাময় শ্রীমহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"সিংহদ্বারের পথে সুখে কেন না আইলা"? উত্তরে শ্রীপাদ সনাতন বলিলেন—" সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার। বিশেষে ঠাকুরের তাঁহা সেবক প্রচার!" আমি যে ম্লেচ্ছসঙ্গী জগন্নাথের সিংহদ্বারের পথে কেমন করিয়া আসিব প্রভু? বিশেষ করিয়া শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ এই পথে সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া থাকেন। ঐ পথে আসিতে যদি দৈবাৎ তাঁহাদের কাহারও স্পর্শ ঘটিয়া যায় তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ ঘটিবে।

আহা বৈষ্ণবীয় দৈন্যের কি মাধুরী! সর্ব্বসম্মানের আস্পদ হইয়াও শ্রীপাদ সনাতন সিংহদ্বারের পথেও যাইতে চাহিতেছেন না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইহাই মহিমাময় আদর্শ। যে শ্রীপাদ সনাতনের চরণধূলি পাইলে ব্রহ্মাণ্ড শোধিত হইতে পারে, সেই সনাতনের এই দৈন্যোক্তিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। প্রীতিভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—

"মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হইল মোর মন। মর্য্যাদা রক্ষণ হয় সাধুর ভূষণ"। শ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদরাজ শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর মহাশয়ও জগতে এইরূপ মর্য্যাদা রক্ষার আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যাঁহাকে পিতৃর শ্রাদ্ধপাত্র খাওয়াইয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন, সেই ভক্তশিরোমণি হরিদাস ঠাকুর নীলাচলে আসিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবিত হইয়াছেন। কিন্তু হরিদাস ক্রমাগত পিছু হটিতেছেন,—আর মিনতি করিয়া বলিতেছেন—, "প্রভু না ছুঁইও মোরে, মুঞিনীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে"।

প্রভু কিন্তু হরিদাসের কথা শুনিলেন না। ভক্তের মর্য্যাদা রক্ষণে চিরতুষ্ট প্রভু হরিদাসকে দৃঢ় ভাবে বক্ষে ধরিয়া বলিলেন—"তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে। তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে! ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ বেদ দান"। চৈঃ চঃ

শ্রীমন্মহাপ্রভু যাঁহাদিগকে এইরূপ মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন সেই শ্রীহরিদাস ঠাকুর অথবা শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ভক্তিবলে অবশ্যই বলীয়ান ছিলেন। কিন্তু কই তাঁহারা ত ব্রাহ্মণাদিকে দীক্ষা দিতে অগ্রসর হন নাই? এই দুইটি জাজ্বল্যমান সদাচার সম্মুখে থাকিতে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি মহাভাগবতগণ যে স্বেচ্ছায় শাস্ত্র ও সদাচার অতিক্রম পূর্ব্বক প্রাতিলোম্যে দীক্ষা দিতে অগ্রসর হইবেন ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে এমন ঘটনা ঘটিতে পারে যে কতকগুলি ভক্তিমান ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে দীক্ষাগুরুরূপে বরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ইঁহারা শাস্ত্র ও সদাচারানুরোধে তাহাতে সম্মত না হইলেও সেই ভক্তিমান ব্রাহ্মণগণ স্বপ্নে অথবা ভাবাবেশে তাঁহাদের নিকট মন্ত্রলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের পরিবাররূপে আত্মপরিচয় দিতে থাকেন। এক্ষেত্রেও যথাবস্থিত দেহে দীক্ষা দান না করায় শাস্ত্র ও সদাচার লঙ্ঘিত হয় নাই। পরবর্ত্তী কালের লেখকগণ এই ঘটনাকে তাঁহাদের যথাবস্থিত দেহে দীক্ষাদানরূপে রূপান্তরিত করিয়াছেন।

যদি দীক্ষাগুরু সম্বন্ধে জাতিকুলাদির অপেক্ষা বৈষ্ণব-ধর্মাঙ্গে অস্বীকৃতই হইত, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে "জন্মনা ব্রাহ্মণো গুরুঃ" ইত্যাদি রূপ উক্তি থাকিত না। শ্রীনন্দ মহারাজ প্রভৃতির সময়েও সমস্ত পার্ষদগণের ব্রাহ্মণগুরু-বরণের সদাচার দেখা যায়। ঠাকুর হরিদাস প্রভৃতি পার্ষদগণ সর্ব্বভক্ত্যাদিগুণে ভূষিত হইলেও কাহাকেও দীক্ষাদি দান করিতে যান নাই। সুতরাং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতির দৃষ্টান্ত "দেখাইয়া দীক্ষাগুরুর জাতিকুলাদির অপেক্ষা নাই" একথা বলা যুক্তি ও শাস্ত্র সঙ্গত হইবে কি না তাহা সুধী পাঠকগণই বিচার করিবেন। এই দৃষ্টান্ত দ্বারাও প্রতিলোম দীক্ষাকে শাস্ত্রসঙ্গতরূপে চালানো সুবিধা হইবেনা দেখিয়া শ্রীযুক্ত নাথ মহাশয় শ্রুতির আশ্রয় লইয়াছেন। উপনিষদ হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া প্রতিলোম দীক্ষা স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। (বৈঃ দঃ ৩য় খণ্ড ২২৫৬ পৃ হইতে ১২৫৯ পৃঃ)। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উদ্দালক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অশ্বপতির নিকট বিদ্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃহদারণ্যকে বালাকি নামক ব্রাহ্মণ কাশীরাজ অজাতশত্রুর নিকট বিদ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সকল স্থানের উল্লেখ করিয়া তিনি এই বিদ্যাদানকে দীক্ষাদান শব্দে বর্ণন করিতে চাহেন। এই বিদ্যাদানকে দীক্ষাদানরূপে চালাইতে গিয়া তিনি হরিভক্তি বিলাসোক্ত দীক্ষা শব্দের নিরুক্তির আশ্রয় লইয়া বলিয়াছেন—"দীব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম, তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।"

যেহেতু দিব্যজ্ঞান দান করে এবং পাপের বিনাশ করে—এইজন্য তত্ত্ববিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহাকে দীক্ষা বলিয়া বর্ণন করেন। অশ্বপতি উপমন্যুপুত্রাদিকে এবং অজাতশত্রু বালাকিকে দিব্যজ্ঞানই—প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে দীক্ষাগুরু বলিতে কি আপত্তি থাকিতে পারে? (বৈঃ দঃ ২২৫৮ পৃঃ)। আপত্তি আমাদের কিছুই ছিল না তবে পূজ্যপাদ বেদব্যাসাদি শাস্ত্রকারগণ দীক্ষাগুরুর লক্ষণ বর্ণন করিতে গিয়া এই বিষয়ে কঠোর আপত্তি তুলিয়াছেন। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার এই বিষয়ে পদ্মপুরাণ হইতে একটি সুস্পষ্ট বচন তুলিয়াছেন—"মহাভাগবতঃ শ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্ণাং সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ।" অশেষ ধর্ম্ম-সাধন মন্ত্র ভগবন্মাহাত্ম্যাদি বিষয়ে জানবার ব্রাহ্মণই সকল মানবের গুরু।—শ্রীহরি যেমন সর্ব্ব মানবের পূজ্য এইপ্রকার ব্রাহ্মণও সেইরূপ সর্ব্ব মানবের পূজ্য। (হঃ ভঃ বিঃ ১-৩৮) একমাত্র এই প্রকার লক্ষণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণকেই দীক্ষাগুরুরূপে বর্ণন করিয়া শ্রীপাদ সনাতন বলিলেন "ব্রাহ্মণোঽপি সৎকুল-ধর্ম্মাধ্যয়নাদিনা প্রখ্যাতোঽপি অবৈষ্ণবশ্চেৎ তর্হি গুরুর্ন ভবতীতি সর্ব্বত্রাপবাদং লিখতি। মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ। (শ্রীহঃ বিঃ ১৪০) সেই ব্রাহ্মণ সৎকুল জন্মলাভ, ধর্ম্মাচরণ বেদাধ্যয়ন প্রভৃতির দ্বারা লোকসমাজে প্রখ্যাত হইলেও যদি অবৈষ্ণব হন তবে তিনি গুরু হইতে পারিবেন না।—এজন্য পঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ। বিষ্ণুভজন-পরায়ণ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে নরকে যাইতে হয়। দৈবক্রমে এইরূপ অবস্থা ঘটিলে সে দীক্ষা-ত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় শ্রীবিষ্ণুভজনপরায়ণ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে বিধিপূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণ করিবে। এখানে বৈষ্ণব শব্দের (৪।১৪৪ শ্রীহ বিঃ) টীকায় শ্রীপাদ সনাতন বলিয়াছেন "বৈষ্ণবাৎ প্রায়ো ব্রাহ্মণাদেবেতি জ্ঞেয়ম্" বৈষ্ণব শব্দে এখানে পারশ. ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকেই বুঝিতে হইবে।

এই সকল স্থলে শাস্ত্রকারগণ স্পষ্টাক্ষরে দীক্ষাগুরুর জাতি কুল বিচারের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। তবে শ্রবণগুরু বিষয়ে অবশ্য এই বিচার সঙ্কোচ করা হইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রীজীব পাদের ভক্তিসন্দর্ভধৃত বচন হইতে তাহা দেখা যাইবে।

পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রমাণগুলিতে দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট ভাষায় দীক্ষাগুরু সম্বন্ধে জাতি কুলবিচারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইলেও শ্রীযুক্ত নাথ মহাশয় এ সকল শাস্ত্রপ্রমাণকে আমল না দিয়া নিজ কল্পিত প্রাতিলোম্য দীক্ষা বিধিকে স্বৈরী যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। স্বৈরী যুক্তির দ্বারা শাস্ত্রপ্রমাণ লঙ্ঘনের চেষ্টা গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে একান্ত বিরল। যাহা হউক শ্রীযুক্ত নাথ মহাশয়ের যুক্তিগুলি সম্বন্ধে

আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীনাথ মহাশয়ের যুক্তিতে মনে হয় কাহারও নিকট হইতে কোন বিদ্যাগ্রহণ করিলেই বিদ্যাদাতা ঐ ব্যক্তির দীক্ষাগুরু হইয়া যান। একটা দৃষ্টান্তের আশ্রয় লইয়া কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক্—ধরুন একজন ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ লিখিলেন। সেই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বহু লোকই উপকৃত হইলেন। বলিতে হইবে কি যে ঐ গ্রন্থকার সমস্ত গ্রন্থপাঠকেরই দীক্ষাগুরু? ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হয় তাহা হইলে বলা যাইতে পারে শ্রীসনাতন প্রমুখ গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণ এ সিদ্ধান্ত একেবারেই বুঝিতে পারেন নাই। কবিরাজ গোস্বামীও দীক্ষাগুরু হইতে শিক্ষাগুরুকে পৃথক্ করিয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীপাদ সনাতন 'গুরু' বলিতে মুখ্যতঃ দীক্ষাগুরুকেই বুঝাইয়াছেন। দীক্ষাগুরুর কার্য্য কতকগুলি অর্চ্চনাদি অনুষ্ঠান-সাপেক্ষ। ঐকান্তিক ভক্তের নিকট দীক্ষাদান কালে সর্ব্ব অঙ্গ প্রয়োজন না হইলেও কর্ণবন্ধে বীজাক্ষর দান উভয়ত্রই আছে। কিন্তু শিক্ষাগুরুর কার্য্য হইতেছে যুক্তিতর্ক দ্বারা শ্রীভগবান এবং তাঁহার প্রাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহের নিরসন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বের স্থাপন। কিন্তু শ্রীনাথ মহাশয় ইহা মানিতে পারিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন "দীক্ষা প্রসঙ্গে তন্ত্রাদি শাস্ত্রে যে সমস্ত অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে সেই সমস্ত হইতেছে দীক্ষার অঙ্গ, কিন্তু অঙ্গী হইতেছে দীব্যজ্ঞান··· পারমার্থিক ব্যাপারে অঙ্গীরই প্রাধান্য অঙ্গের নহে। অঙ্গী মুখ্য অঙ্গ গৌণ···সুতরাং তাঁহারাই ছিলেন তাঁহাদের দীক্ষাগুরু"। (বৈঃ দঃ ৩য় ২২৫৯) দেখা যাইতেছে শ্রীযুক্ত নাথ মহাশয় অশ্বপতি এবং অজাতশত্রুকে দীক্ষাগুরুরূপে পরিচিত করিবার জন্য অত্যধিক উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। যেন তাঁহার অভিপ্রায় বিদ্বান শিক্ষাগুরু পাইলে আর দীক্ষাগুরুর প্রয়োজন থাকে না।

তিনি যখন পূজ্যচরণারবিন্দ সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীশ্রীসনাতনাদি গোস্বামীগণকে অতিক্রম করিয়া শ্রুতিসিদ্ধান্তের স্বৈরী ব্যাখ্যা করিতে উৎসুক, তখন আমরা মিছামিছি আর গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের দোহাই দিয়া ক্রন্দন করিবনা। শ্রীনাথ মহাশয়ের প্রদর্শিত শ্রুতিযুক্তির আলোকেই তাঁহার কথাগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিব।

বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণকে শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতিতে গায়ত্রীবিদ্যায় দীক্ষিত হইতে হইত। গায়ত্রী ব্রহ্মবিদ্যা। গায়ত্রী দীক্ষালাভের পর ইহারা দ্বিজ হইতেন। তাহার পর আরম্ভ হইত ব্রহ্মবিদ্যার যাজন। পূর্ব্বজন্মের সংস্কার এবং সাধন প্রযত্নের তারতম্যে কোন কোন ভাগ্যবান গায়ত্রীবিদ্যার যথার্থ স্বরূপ অনুভব করিয়া তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মানন্দানুভবে মগ্ন হইতেন। কেহ কেহ যজ্ঞাদি কর্ম্মনিষ্ঠার পথে চালিত হইয়া কর্ম্মীরূপে পরিচিত হইতেন। যাঁহারা ভাগ্যদোষে ব্রহ্মানুভূতি লাভ করিতে না পারিতেন সে সকল কর্ম্মীগণের ব্রহ্মানুভবী শিক্ষাগুরুর প্রয়োজন হইত। অশ্বপতি এবং অজাতশত্রু এইরূপ শিক্ষাগুরু মাত্র। গায়ত্রী-দীক্ষায় শক্তিসম্পন্ন বৈদিক মন্ত্র সহকৃত ভগবদর্চ্চনাদির দ্বারা শিষ্যের দেহেন্দ্রিয়াদি গায়ত্রীবিদ্যা ধারণের যোগ্য করিয়া লওয়া হইত। নতুবা শিষ্যের গায়ত্রী বিদ্যায় জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। কারণ মন ও ইন্দ্রিয় ব্রহ্মবিদ্যা ধারণে সক্ষম না হইলে উপদেশে কি কার্য্য হইবে? মন ইন্দ্রিয়াদির সামর্থ্যের বিকাশ করিয়া অতীন্দ্রিয় শক্তি সম্পন্ন বীজমন্ত্রদানই হইল দীক্ষার চরম লক্ষ্য।—এইরূপ দীক্ষার দ্বারা চালিত হইয়া বীজসহকৃত 'গায়ত্রী মন্ত্র' শিষ্যের হৃদয়ে রক্ষিত হইত। ইহাই ছিল বৈদিক যুগের দীক্ষা। দীব্যজ্ঞান দান ও পাপসংক্ষয়ের প্রারম্ভ ইহা হইতেই সম্পন্ন হইত। এই অবস্থা ব্যতিরেকে ব্রহ্মবিদ্যা দান একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। যেমন অনুর্ব্বর বিজাতীয় ক্ষেত্রে বীজক্ষেপণে অঙ্কুর উৎপাদনের চেষ্টা বৃথা হইয়া যায়, সেইরূপ সংস্কার-বিহীন স্ত্রী শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুর নিকট বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ কোনও ফল প্রসব করিতে পারিত না। আমাদের আলোচনায় দেখা গেল বৈদিক যুগে দীক্ষা দান অপরিহার্য্য ছিল। দীক্ষাগুরু সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ হইতেন। শ্রীসূত গোস্বামীর মত ব্রাহ্মণেতর জাতীয় গুরু যাঁহারা যজ্ঞে পুরাণাদি পাঠ করিতেন, তাঁহাদিগকে শ্রবণগুরু বলা যাইত। ইঁহারা সহায়ক শিক্ষাগুরু ছিলেন। শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ সম্পন্ন দীক্ষাগুরুই মুখ্যগুরু শব্দের বাচ্য ছিলেন। কালের নিয়মে মানুষের ধারণাশক্তি যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, মানব বৈদিক গায়ত্রী যাজনের সামর্থ্য হারাইল তখন মন্ত্রদ্রষ্টা মহর্ষিগণ বৈষ্ণবী দীক্ষার প্রচলন করিলেন। নিয়ম কিন্তু একই রহিল।

হরিভক্তি বিলাসে দেখা যায় শ্রীপাদ সনাতন মুখ্যগুরু শব্দে দীক্ষাগুরুকেই বুঝাইয়াছেন। এবং শিক্ষাদি কার্য্যেও তাঁহার যোগ্যতার কথাই বর্ণন করিয়াছেন। এই গুরু লক্ষণে জাতিকুলের বিচার অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অন্য গুণগুলি তাহার সঙ্গে অবশ্যই থাকিতে হইবে। শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ আরও বলিয়াছেন যাহারা হরিভক্তি বিলাসের এই নিয়মগুলি দীক্ষাকালে না মানিবেন, সেই গুরু এবং শিষ্য উভয়েই অক্ষয় নরকে গমন করিবেন।

"যো বক্তি ন্যায়বহিতমন্যায়েন গৃণোতি যঃ তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতি কালমক্ষয়ম্"।

সুতরাং পরিষ্কার বুঝা গেল দীক্ষাগুরু বিষয়ে জাতিকুলাদির বিচার অবশ্য প্রয়োজনীয়। শ্রীযুক্ত নাথ মহাশয় ভজনশীল বিজ্ঞ বৈষ্ণব, তাঁহার বৈষ্ণবদর্শন গ্রন্থে বহু স্থলে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-নিরূপণে অলৌকিক প্রতিভার স্ফুরণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু গুরুকরণবিষয়ে তাঁহার সম্প্রদায়াচার্য্য গোস্বামিপাদগণের প্রতিকূল বিচারের দুরাগ্রহ দেখিয়া অন্তর বড় ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। সেইজন্য এই প্রবন্ধে অসতর্ক স্থলে তাঁহার মর্য্যাদার প্রতিকূল যদি কোন উক্তি করিয়া থাকি, সেজন্য কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া নিবেদন করিতেছি শাস্ত্রবিচার স্থলে তিনি যেন গোস্বামিপাদগণের অনুকূল বিচারের পন্থাই গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত নাথ মহাশয় আমাদের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের স্তম্ভস্বরূপ, নিতান্ত কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহার প্রতিকূল সিদ্ধান্তগুলির সমালোচনা করিতে হইল। তিনি ইহা যেন অন্যভাবে গ্রহণ না করেন। সাধুভক্তের চরণে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণতি জানাইয়া অদ্য এই নিবন্ধ সমাপ্ত করিলাম।

ভক্তরাজ "পুণ্ডরীক"

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মল্লিক।

আর্ত্তি, ক্রন্দন ও আনন্দোচ্ছ্বাসের মাধ্যমে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব কৃষ্ণ-প্রেম-রসে মগ্ন রহিয়াছেন। একে একে তিনি আপন প্রিয় লীলা-সঙ্গীদের আত্মসাৎ করিতেছেন। প্রভুর অঙ্গস্বরূপ শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, প্রভু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছেন। শ্রীবাস, শ্রীগদাধর, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ, নরহরি প্রভৃতি প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ একে একে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন।

একদিন শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্ত্তন সমাপনান্তে ভক্তগণের সহিত কথোপকথনের সময়ে হঠাৎ "বাপ পুণ্ডরীক"! "পুণ্ডরীক বাপ আমার!" বলিয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব কাঁদিয়া উঠিলেন।

"পুণ্ডরীক", আরে মোর বাপরে বন্ধুরে।
কবে তোমা দেখি আরে রে বাপরে॥"
(শ্রীশ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৭ম অধ্যায়।)

যাঁহার বিরহে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব কাঁদিতেছেন কে এই পুণ্ডরীক, ইহা বুঝিতে না পারিয়া ভক্তগণ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। শান্ত হইলে ভক্তগণ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবকে পুণ্ডরীকের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"পরম পণ্ডিত বিপ্র পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির বাটী চট্টগ্রাম। তিনি বেশ অবস্থা সম্পন্ন, নবদ্বীপেও তাঁহার বাটী আছে। বাহিরে তিনি সৌখীন ও বিলাসী কিন্তু তাঁহার অন্তরটি বৈরাগ্যের মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ চালচলন বিষয়ীর ন্যায় কিন্তু তিনি একজন পরম বৈষ্ণব।

অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সর্ব্বদাই তাঁর দেহে বিদ্যমান। পাদস্পর্শের ভয়ে তিনি গঙ্গাস্নান করেন না। দিনমানে লোকজন গঙ্গায় দন্তধাবন, কুল্লোল, কেশ-সংস্কারাদি করেন। তজ্জন্য দুঃখিত হইয়া তিনি রাত্রে গঙ্গাদর্শন করিয়া থাকেন। এমন কি নিত্যপূজার পূর্ব্বে 'প্রথমেই গঙ্গাজল পান করিয়া নিজেকে শুদ্ধ করিয়া লন।" এই সকল কথা বলিতে বলিতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব পুনরায় "বাপ পুণ্ডরীক" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই ভক্তের ঠিকানা না জানায় সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে ভক্ত মুকুন্দ আসিয়া প্রভুর এই অবস্থা দেখিয়া ও ভক্তদের নিকট পুণ্ডরীকের বিষয় শুনিয়া বলিলেন যে চট্টগ্রামবাসী শ্রীপুণ্ডরীক নবদ্বীপে আসিয়াছেন। তাহার পর গদাধরকে সঙ্গে লইয়া তিনি বিদ্যানিধির বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুশলাদি প্রশ্নের পর তিনি গদাধরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে মুকুন্দ বলিলেন—

"................শ্রীগদাধর নাম।
শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত ভাগ্যবান॥
মাধব মিশ্রের পুত্র কহি ব্যবহারে।
সকল বৈষ্ণব প্রীত বাসেন ইঁহারে॥
ভক্তি পথে রত, সঙ্গ ভক্তের সহিতে।
শুনিঞা তোমার নাম আইলা দেখিতে॥

(শ্রীশ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৭ম অধ্যায়)

গদাধরের পরিচয় শুনিয়া বিদ্যানিধি সন্তুষ্ট হইয়া উভয়কে উপবেশন করিতে বলিলেন। বিদ্যানিধির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বাহ্য-বেশাদি দর্শন করিয়া গদাধর অন্তরে অন্তরে বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ তিনি দেখিলেন যে বিদ্যানিধি রাজপুত্রের ন্যায় মহার্ঘ্য মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত সুদৃশ্য পালঙ্কের উপর দিব্য শয্যায় বসিয়া আছেন। ঘরটি সুগন্ধে পরিপূর্ণ। কয়েকটি ভৃত্য ময়ূরপুচ্ছের পাখা লইয়া বীজন করিতেছে। পিতলের বাটায় সাজা পান, সারি সারি পানীয় জলের ঝারি সাজান রহিয়াছে। আজন্মবৈরাগী গদাধর এই বিলাসী ব্যক্তিকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ও তাঁহার মনে সন্দেহের উদয় হইল। মুকুন্দ বন্ধুর এই ভাবভঙ্গী বুঝিতে পারিয়া বিদ্যানিধির প্রকৃত পরিচয় দিবার মানসে ভক্তিমহিমা-বর্ণিত শ্লোকটি পাঠ করিলেন—

"পুতনা লোক-বালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্॥"

"লোকের শিশুসন্তান নষ্ট করাই যাহার স্বভাব সেই শোণিতভোজিনী রাক্ষসী পুতনা, হত্যার বাসনাতেও হরিকে স্তন্য দান করিয়া সদ্গতি প্রাপ্ত হইল।"

(শ্রীশ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৭ম অধ্যায়)

ভক্তিযোগের শ্লোকটি শুনিবামাত্র পুণ্ডরীকের দুই নয়নে পুলকাশ্রুর ধারা অবিরত বহিতে লাগিল ও সর্ব্বদেহে সাত্ত্বিক-চিহ্নসকল পরিস্ফুট হইয়া উঠিল এবং তিনি পালঙ্ক হইতে ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পদাঘাত বস্ত্র, শয্যা, বাটা ঝার, প্রভৃতি তৈজসপত্র চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়িল। তাঁহার পরিধানের বেশ ছিন্ন, কেশপাশ অবিন্যস্ত—সেই বিলাসীকে আর চেনা যায় না। মূর্চ্ছাভঙ্গে পুণ্ডরীক ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—

"কৃষ্ণরে, ঠাকুর রে, কৃষ্ণ মোর প্রাণ।
মোরে সে করিলা কাষ্ঠ-পাষাণ সমান॥"

শ্রীশ্রী চৈঃ ভাঃ মধ্য ৭ম অধ্যায়।)

আত্মগোপনকারী এই মহাপুরুষকে এতক্ষণ অবজ্ঞা করায়, বিস্মিত গদাধরের প্রাণে অনুশোচনা হইল। এই বৈষ্ণবাপরাধের বিষয় ভাবিয়া গদাধর বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পরে এই অপরাধ খণ্ডনের জন্য বিদ্যানিধির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়া বন্ধু মুকুন্দকে এই বিষয় জানাইলে তিনিও সন্তুষ্ট হইয়া মত দিলেন।

মূর্চ্ছাভঙ্গের পর মুকুন্দ গদাধরের শিষ্যত্ব গ্রহণের বিষয় জানাইলে বিদ্যানিধি সানন্দে মত দিলে উভয়ে বিদায় লইয়া বিদ্যানিধির আগমন সংবাদ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব ও ভক্তগণকে জানাইলেন—

সেই দিনই সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বিদ্যানিধি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীশ্রীচরণে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন।

"কৃষ্ণরে! পরাণ মোর কৃষ্ণ! মোর বাপ।
মুঞি অপরাধীরে কতেক দেহ তাপ॥

সর্ব্ব জগতেরে বাপ ! উদ্ধার করিলা।
সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলা ॥"
(শ্রীশ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৭ম অধ্যায়)

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব পুণ্ডরীককে আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন—'বাপ পুণ্ডরীক ! আজ আমার সুপ্রভাত। তোমায় পাইয়া আমার সর্ব্ব মনোরথ পূর্ণ হইল।" পরে উপস্থিত ভক্তগণের সহিত মিলন করাইয়া দিয়া বলিলেন—

"ইঁহার পদবী 'পুণ্ডরীক প্রেমনিধি'।
প্রেমভক্তি বিলাইতে গড়িলেন বিধি ॥"
(শ্রীশ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্যঃ ৭ম অধ্যায়)

সেই দিন হইতে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নাম হইল 'পুণ্ডরীক প্রেমনিধি'।

"পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বড় শাখা জানি।
যাঁর নাম লঞা প্রভু কান্দিলা আপনি ॥
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ১০ম পরিচ্ছেদ)

উপস্থিত ভক্তগণ সকলে এই অপূর্ব্ব মধুর দৃশ্যে বিস্ময়-পুলকে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। শ্রীগদাধরের ভুল ভাঙ্গিতেই তিনি বিদ্যানিধির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পরে বিদ্যানিধির নিকট মন্ত্র গ্রহণের কারণ বর্ণনা করিয়া গদাধর অনুমতি প্রার্থনা করিলে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবও সাগ্রহে মত দিলেন। প্রেমনিধি পুণ্ডরীকও আনন্দের সহিত গদাধরকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন।

পুণ্ডরীক প্রেমনিধি ছিলেন ব্রজলীলায় শ্রীশ্রীরাধিকার পিতা মহারাজ বৃষভানু।

"যোগ্য-গুরু-শিষ্য- পুণ্ডরীক গদাধর।
দুই কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয় কলেবর ॥
পুণ্ডরীক গদাধর দুই এর মিলন ॥
যে পড়ে যে শুনে তার মিলে প্রেমধন ॥
(শ্রীশ্রীচৈঃ ভাঃ মধ্য ৭ম অধ্যায়)

"পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চরিত্র শুনিলে।
অবশ্য তাঁহার কৃষ্ণপাদপদ্ম মিলে ॥
(শ্রীশ্রীচৈঃ ভাঃ অন্তঃ একাদশ অধ্যায়)

লক্ষ্মী প্রিয়ার বিলাপ

শ্রী অমিয় গোপাল দাস

মনের বেদনা আজ কাহারে কহিব সই
কেবা আছে মরম সাথিয়া।
আমার হৃদয় মাঝে কি জানি কত যে হয়
দুঃখ দেব কাহারে বাঁটিয়া ॥
অনেক পুণ্যের ফলে জনম লভিনু হায়
পতি রূপে বরিনু তাহারে।
সুখে কি পড়িবে বাজ সদাই হতেছে ভয়
দুরু দুরু করিছে অন্তরে।
নদিয়া ছাড়িয়া গিয়া আমারে রাখিয়া ঘরে
পূর্ব্ববঙ্গ করিলা গমন।

আশায় বসিয়া থাকি চাহিয়া সে পথ পানে
ঘুমে কত দেখিনু স্বপন ॥
বসিয়া শিয়র পাশে কত না আদর করে
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন।
হিয়ায় ধরিতে প্রিয়া কোথায় লুকাল হায়
ধরি ধরি ভাঙ্গিল স্বপন ॥
নিরাশ হৃদয়ে যবে উঠিয়া বসিনু গো
কি যে করি সোয়াথ না হয়।
যেদিকে ফিরাই আঁখি সকল আঁধুয়া ময়
উহুঁ মরি কি করি উপায় ॥

ভক্ত শ্রীবাস

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাস।

(১)

একদিন নিশিযোগে শ্রীবাস-অঙ্গনে
হরিনাম সংকীর্ত্তন করে ভক্তগণে।
হরি হরি হরি রবে, প্রেমানন্দে মত্ত সবে,
দু'বাহু তুলিয়া নাচে নাম আলাপনে॥

(২)

হঠাৎ সেখানে আসি শ্রীগৌরাঙ্গ রায়,
সংকীর্ত্তন মাঝে প্রেমে নাচিয়া বেড়ায়।
ভাবেতে না হয় স্থির, নয়নে বহিছে নীর,
প্রেমের তরঙ্গে যত ভকতে ভাসায়॥

(৩)

প্রভু পেয়ে ভক্তগণ আনন্দে বিভোল,
উদ্দাম তাণ্ডবে নাচি বলে হরিবোল।
যাইয়া প্রভুর কাছে, আনন্দে শ্রীবাস নাচে,
বাজে বাদ্য সুমধুর করতাল-খোল॥

(৪)

শ্রীবাসের এক পুত্র ব্যাধি-গ্রস্ত ঘরে,
জীবনের আশা নাই বাহ্যজ্ঞান হরে।
হেন কালে এক দাসী, সংকীর্ত্তন মাঝে আসি,
শ্রীবাসে লইয়া যায় গৃহের ভিতরে॥

(৫)

শ্রীবাস দেখিল গিয়ে হায়,—হায়—হায়!
প্রাণহীন পুত্রদেহ ভূমিতে লোটায়!
চাহিয়া পতির প্রতি, কাঁদিল মালিনী সতী,
ঝরিয়া শোকাশ্রুধার বদন ভাষায়॥

(৬)

"কেঁদ না, মিনতি রাখ, হৃদে ধৈর্য্য ধর,
নাম সংকীর্ত্তনে মত্ত গৌরাঙ্গ সুন্দর।
অঙ্গনে প্রেমেতে নাচে, রসভঙ্গ হয় পাছে"
পত্নীরে শ্রীবাস বলে করি যুক্তকর॥

(৭)

পতি বাক্যে শান্ত হলো শ্রীবাস ঘরনী,
ছুটিল অঙ্গনপানে শ্রীবাস অমনি।
যাইয়া প্রভুর কাছে, দু'বাহু তুলিয়া নাচে,
নয়নে প্রেমাশ্রু বহে, মুখে হরিধ্বনি॥

(৮)

কতক্ষণে ভক্তগণ পাইয়া বারতা,
বিস্ময়ে শ্রীবাসে চায়, নিঃসরে না কথা।
অতি বিষাদিত চিতে, ক্ষণে চায় প্রভু চিতে,
পাইয়া হৃদয় মাঝে নিদারুণ ব্যথা।

(৯)

রসভঙ্গ হলো, প্রভু না পারে নাচিতে,
'কি হলো, কি হলো," বলি লাগিলা কাঁদিতে।
'কিবা দুর্ঘটনা ঘটে, বল সবে অকপটে,
কেন কাঁদে মোর প্রাণ বল আচম্বিতে?"

(১০)

অমনি শ্রীবাস বলে "শুন গৌরহরি,
নাচো, নাচো প্রেমানন্দে বলি হরি হরি।
তুমি আছ গৃহে যার, কি বিপদ ঘটে তার?
মহাভাগ্য আজি পেয়ে এশুভ শর্ব্বরী॥"

(১১)

"দয়াল ঠাকুর, নাচো শ্রীবাস অঙ্গনে,
নিত্যানন্দ সহ লয়ে যত ভক্তগণে।
তোমার করুণা যাচি, আমিও প্রেমেতে নাচি,
বিপদ করিয়া তুচ্ছ থাকি তব সনে॥"

(১২)

ভক্তগণ কাছে শুনি সব সমাচার,
কাঁদে প্রভু মনে দুঃখ পাইয়া অপার।
শ্রীবাসে ধরিয়া বুকে বলেন মলিন মুখে,
"শ্রীবাস, তুমি যে ধন্য ভকতের সার॥"

(১৩)

"শোক-দুঃখ পরিহরি চিত্ত কর জয়,
নিত্যানন্দ, আমি তব দুইটি তনয়।
মোদের জনক তুমি, তব প্রেমে বদ্ধ আমি,
শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রতি হবেন সদয়॥"

(১৪)

প্রভু মুখে বাণী শুনি যত ভক্তগণ,
হরি হরি হরি রবে ভরিল গগন।
প্রভুর চরণ ধরি, দিয়া ভূমে
উঠিয়া শ্রীবাস করে আনন্দে নর্ত্তন।
"জয় প্রভু, জয় ভক্ত" বলে সর্ব্বজন॥

পর্য্যটকের ডায়েরী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীদিবাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

সেদিন গৌরীদাসের বড় আনন্দে কাটিয়া গেল। পরদিন প্রভুদ্বয় স্থানান্তরে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন। বিবহবিহ্বল গৌরীদাস কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া প্রভুর চরণ প্রান্তে পতিত হইলেন। অমৃতময় স্পর্শে প্রভু যখন তাঁহাকে চৈতন্য দান করিলেন গৌরীদাস সজল নয়নে নিবেদন করিলেন—বহুদিন উপেক্ষা করিয়া দূবে রাখিয়াছ এবাব আব ছাড়িযা যাইও না। তোমারা চলিয়া গেলে আমি আব প্রাণ ধারণ কবিতে পারিব না। কৌতুকী কৃপামষ প্রভুদ্বয় গৌবীদাসের বিরহার্ত্তিতে বশীভূত হইয়া নিজ বিশ্রামস্থান নিম্ববৃক্ষ হইতে দুইটি প্রতিমূর্ত্তি রচনা করিয়া গৌরদাসকে দান করিলেন। বলিলেন ইহারাই আমাদেব প্রতিনিধিরূপে চিরদিনের মত আলয়ে বাস করিবেন। গৌরীদাস কি সে কথায় ভুলিবার পাত্র? তিনি পুনঃপুনঃ তাঁহাদেব দুই ভাইকেই নিজগৃহে অবিচল ভাবে থাকিবার জন্য নিবেদন কবিতে লাগিলেন। তখন মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন, উঁহাবা আমাদেব হইতে ভিন্ন নহেন। তুমি ভোগরাগ পাক কব, তোমার সাক্ষাতেই উঁহারা আমাদের সহিত ভোজন করিবেন। বিবিধ ভোগের দ্রব্য আয়োজন করা হইল। অম্বিকাবাসী বহু লোক প্রভুর মনোরম লীলা দেখিবার জন্য সমাগত হইলেন। ভোজন লীলা আরম্ভ হইল। আশ্চর্য্য সহকারে সকলেই দেখিলেন শ্রীগৌরনিত্যানন্দের সহিত বিগ্রহযুগলও ভোজন কবিতেছেন। তথাপি কিন্তু শ্রীগৌরীদাসকে বুঝান গেল না। তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরীদাসকে হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন আমাদের চারি জনের মধ্যে যে দুইজনকে তোমার গৃহে রাখিতে ইচ্ছা হয় রাখিয়া দাও। অপর দুইজন এখান হইতে গমন করিবেন। তখন গৌরীদাস বড় আনন্দে শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং প্রভু নিত্যানন্দের হাত ধরিয়া মন্দির মধ্যে লইয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে গৃহমধ্যাগত প্রভুদ্বয় গমন করিতে লাগিলেন। গৌরীদাস ভাবিলেন বোধ হয় ভুল করিয়া তিনি শ্রীবিগ্রহদ্বয়কেই গৃহে তুলিয়াছেন। তাই গৃহ হইতে বাহির হইয়া চলিষ্ণু-বিগ্রহদ্বয়ের সম্মুখে কর যোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন আমি ভুল করিয়া ফেলিয়াছি। তোমাদিগকেই আমার মন্দিরে থাকিতে হইবে। বিগ্রহদ্বয় গৌরীদাসের প্রার্থনায় মন্দির মধ্যে গমন করা মাত্র মন্দিরমধ্যাগত গৌরনিত্যানন্দ চলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন গৌরীদাস পুনরায় তাঁহাদিগকেই মন্দিরে থাকিতে নিবেদন করিলেন। এইরূপে গৌরীদাসকে শ্রীবিগ্রহেব সহিত তাঁহাদের অভিন্নত্ব বুঝাইয়া প্রভুদ্বয় গমন করিলেন। গৌরীদাসের অচলা ভক্তিতে শ্রীবিগ্রহদ্বয় তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্যাদি সমস্ত ভোজন করিতেন।

আজ সেই গৌরীদাস সেবিত গৌরনিত্যানন্দের শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে আসিয়া আর আনন্দ ধরিতেছিল না। সেই স্থানে লুন্ঠিত হইয়া পাগলে মত প্রভুদ্বয়ের চরণে নিজের হৃদয়ের প্রার্থনা জানাইতে লাগিলাম।—যে বৈঠা বাহিয়া প্রভুদ্বয় গৌরীদাসেব গৃহে আসিয়াছিলেন তাহাও অদ্যাপি মন্দিরে রক্ষিত রহিযাছে। গৌরীদাসকে বৈঠা খানি দিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন। "এই লেহ বৈঠা এবে দিলাম তোমারে ভবসিন্ধু হইতে পাব করাহ জীবেরে।"

মহাপ্রভুব সেই বৈঠা এবং শ্রীমন্দিরে রক্ষিত তাহার হস্তাক্ষর দর্শন করিয়া প্রভুব বিশ্রাম স্থলী তেঁতুল বৃক্ষটি দেখিতে গেলাম। তাহার পব বসুধা মায়ের জনক সূর্য্যদাস পণ্ডিতের শ্যামসুন্দর বিগ্রহ দর্শন করিতে গেলাম। সেই স্থানের ধূলি মস্তকে লইলাম। মনে হইতেছিল এইস্থানেই নিত্যানন্দগৃহিনী বাল্যলীলা করিয়াছিলেন। এই স্থানের ধূলির সহিত তাহার চরণ ধূলিও মিশ্রিত রহিয়াছে। হয়তো লোক চক্ষুর অগোচরে এই সকল স্থানে তাহাদের নিত্যবিলাস চলিতেছে। কিন্তু আমার প্রাকৃত অন্ধ নয়ন ও তাহা দেখিতে সক্ষম নয়।

সেখানকার ধূলি মস্তকে ধরিয়া সিদ্ধ মহাত্মা ভগবান দাস বাবাজীর নামব্রহ্মর বিগ্রহ দর্শন করিতে গেলাম। কথিত আছে প্রভু নিত্যানন্দনন্দিনী মা গঙ্গারাণী সুখ সাগরে যে বৃক্ষতলে বসিয়া খেলা করিতেন সেই বৃক্ষটি ঝড়ে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাহার অংশ বিশেষের দ্বারা সিদ্ধ মাহাত্মা শ্রীভগবান দাস বাবাজী মহারাজ এই নামব্রহ্ম বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, নানাবিধ স্মৃতিবিজড়িত এই অম্বিকা হইতে অন্যত্র যাইতে প্রাণ চাহিতেছিল না। কিন্তু ভ্রমণের নেশা আমায় পাগল করিয়াছিল; তাই পরদিন প্রাতে কালনা হইতে বিদায় লইয়া নকুল ব্রহ্মচারীর পাঠ অম্বুয়া মুলুকে (বর্ত্তমানে প্যারীগঞ্জ) গমন করিলাম এইখানে নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবেশ হইত। সেদিন সেখানে দর্শনাদি করিয়া পরদিন প্রাতঃকালেই স্নান আহ্নিক সারিয়া লইলাম। যৎসামান্য সহস্তে পাক করিয়া প্রভুর ভোগ দিলাম এবং প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বাঘনা পাড়ায় গমন করিলাম। এইস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পরিকর বংশী বদনানন্দের পৌত্র এবং মা জাহ্নবীর পালিত পুত্র রামচন্দ্র বাস করিতেন। মা জাহ্নবী আদর করিয়া তাঁহাকে রামাই বলিয়া ডাকিতেন। এখনও এই স্থানে রামচন্দ্রের বংশোদ্ভব গোস্বামীগণ বাস করিতেছেন। তাঁহারা আমাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন। সেখানে একটু বিশ্রাম করিয়া কানাই বলাই বিগ্রহ দর্শন করিতে গেলাম। দেখিয়া চোখ জুড়াইয়া গেল। প্রণিপাত বন্দনা করিয়া উঠিয়া আবার অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ এই ভাবে সেখানে থাকিয়া বাহিরে আসিয়া শুনিলাম মাঝে মাঝে জাহ্নবী এখানে আসিয়া থাকিতেন। সেখানে বড় আনন্দে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে আবার যাত্রা সুরু করিলাম। এইবার সমুদ্রগড়। এখানে বংশীবদনানন্দের জন্মস্থান ছিল। সপ্তগ্রামবাসী সারঙ্গদেবও এইস্থানেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখান হইতে রওনা হইয়া অপরাধ ভঞ্জনের জন্য পাঠকুলিয়া গেলাম। এইস্থানে পণ্ডিত দেবানন্দের গৃহ ছিল। পরদিন বৃন্দাবন ঠাকুরের জননী নারায়ণী দেবীর শ্রীপাঠ খামারগাছি দর্শন করিতে গেলাম। সেখানে তাঁহাদের সেবিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ এবং নিতাইগৌর বিগ্রহ অদ্যাপি বিরাজমান রহিয়াছেন। উহার নিকটেই সারঙ্গদেবের ভজন স্থলী। এখান হইতে নবদ্বীপের পথে পাড়ি দিলাম।

(ক্রমশঃ)

যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী।

নিখিল বিশ্বে ছিল একটি দেশ। তাহা ছিল পৃথিবীর তীর্থ ক্ষেত্র, বিশ্বের ধর্ম্ম ভূমি। বিশ্বের মনীষীগণ সেখানে আসিতেন জীবনের জ্বালা জুড়াইতে। আর সেখান হইতে তাঁহারা হৃদয়ের কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া লইয়া যাইতেন এক পরম অমৃতের কণা। সে দেশে সোনা হীরা মাণিক যেন লজ্জায় খনির বুকে লুকাইয়া থাকিত। বাহিরে দেখা যাইত অসংখ্য তপোবন। সেই তপোবনে শান্তিময় অমৃতময় পরিবেশের মধ্যে যখন শ্রীভগবানের মহিমা উদ্গীত হইত পশুপক্ষী পর্য্যন্ত অবাক হইয়া সে গান শুনিত। ব্যাঘ্র তাহার হিংসা ভুলিয়া যাইত, মৃগ ভয় ভুলিত, তাহারা যেন ভাই ভাই হইয়া একপ্রাণে সেই তপোবনের স্নিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া অমৃত স্পর্শে জীবনকে পবিত্র করিয়া লইত। শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে তখন সে দেশের আকাশে বাতাসে অমৃত ঝরিয়া পড়িত। জীবের ভগবৎনির্ভরহৃদয়ে সেই আশীর্ব্বাদের অমৃতময় ফল দেখা যাইত—সরলতা, সাধুতা, সত্যবাদীতা, সৌভ্রাত্রও ভোগত্যাগ। সেদিনের ভারত ছিল সুখের ভারত।

স্বপ্নের ভারত তাই সেদিন সমগ্র বিশ্ব শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি মেলিয়া ভারতের পদমূলের দিকে চাহিয়া থাকিত। তখনকার ভারতের শক্তি ছিল। শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদপূত 'আধ্যাত্মিক শক্তি। পশু শক্তিতে সে বিশ্ব বিজয় করে নাই, এই আধ্যাত্মিক ত্যাগপূত অমৃতময়ী শক্তির ঐন্দ্রজালিক প্রভাবেই সমগ্র বিশ্ব কোন না কোন প্রকারে ভারতের ধর্ম্মমত শ্রদ্ধাপূত চিত্তে গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকিত।

দেশে দুর্বৃত্তের দলও ছিল বৈকি? তাহারা দম্ভ অভিমানাদি আসুর সম্পদে বলীয়ান হইয়া নিরীহ লোকের পীড়া ঘটাইত। কিন্তু তাহা নিতান্ত ক্ষণিকের ব্যাপার। সাধুগণের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ হইলেই শ্রীভগবানের রোষ বহ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ তাহাদের উপর পতিত হইত এবং তাহারা দগ্ধ হইয়া যাইত।

এই ত সেদিনের কথা পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই সোনার ভারতে কৌরবগণ দল বাঁধিয়া যখন ভ্রাতৃ বিরোধের বিষবীজ রোপন করিয়া একটি অধর্ম্মময় মহাক্রম সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছিলেন, সেদিন পাঞ্চজন্যধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ভারতের বুকেই অবতরণ করিয়া সেই আসুরভাবের তুফান হইতে ভারতকে রক্ষা করিলেন। তাঁহার পরাশক্তি শ্রীরাধারাণীও এই ভারতের বুকে অবতরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের অমৃত সিন্ধু প্রকট করিলেন। যাঁহার স্পর্শে নির্ম্মল হৃদয় অনুগত জন মাত্রই ধন্য হইয়া গেল।

আবার পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীগৌরনিত্যানন্দরূপে এই ভারতেরই বুকে তিনি অবতরণ করিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি যে প্রেমের মন্ত্র আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া দিয়া গেলেন তাহার ফলে কিছুকাল ভারতের জনমন দৈবী সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল এমন কি হিন্দু মুসলমানও হিংসা দ্বেষ উচ্চনীচ ভাব বিস্মৃত হইয়া পরস্পর ভাই ভাই রূপে সেই প্রেমের সাগরে ভাসিয়া ছিলেন।

কিন্তু আজ একি হইল! দুর্মদ ভোগাকাঙ্খা মানুষ কে দানবে পরিণত করিল। দম্ভ অভিমান ঈর্ষা দ্বেষ কলহ লোভ মোহ প্রভৃতি সমস্ত অসুরের ধর্ম্মগুলি অন্তরে বরণ করিয়া ভারতের অধিকাংশ মানুষ যেন মনে প্রাণে অসুর বনিয়া গিয়াছে। আবার শ্রীভগবানের শক্তিরূপিনী কল্যাণী প্রকৃতিরাণী যেমন পূর্ব্বকালে বরাভয়দানে জাতিকে কৃতার্থ করিতেন সেই মাতৃমূর্ত্তি এখন বিমাতার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রুদ্র তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিয়াছেন। অভূতপূর্ব্ব বন্যার ধ্বংস লীলায় গত বর্ষে সুজলা সুফলা বঙ্গের অসংখ্য সন্তান সর্ব্বহারা হইয়া আকুল ক্রন্দনে দিগ্বিদিক মুখরিত করিয়াছিলেন।

সেই দুঃস্বপ্নের অবসান না হইতেই আসামের বুকে জ্বলিয়া উঠিল সহস্র নরকের চিতা। আর সেই চিতাগ্নিতে মায়ের সন্তানকে কাড়িয়া আহুতি দেওয়া হইল। স্বামীর পার্শ্ব হইতে কাড়িয়া পত্নীকে আহুতি দেওয়া হইল। সেই সর্ব্বনাশা চিতার আগুনে হাজার হাজার লোক সর্ব্বস্ব হারাইয়া পথের ভিখারী হইল।

সমগ্র দেশ যখন এই দুর্ঘটনায় মুহ্যমান ঠিক সেই সময়েই উড়িষ্যা, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে প্রকৃতির প্রলয় বিষাণ বাজিয়া উঠিল। বন্যার প্রকোপে সোনার দেশ শ্মশান হইল, শত শত লোক নিহত হইল, গবাদি পশু কত যে ভাসিয়া গেল কে তার সংখ্যা রাখিবে?

কেন এই অঘটন? কল্যানী প্রকৃতি সহসা রুদ্রানী হইলেন কেন? আসামের মানুষ হিংস্র পশু হইতে অধম হইয়া উঠিল কেন? এই কেনর উত্তর কে দিবে!

আমাদের মনে হয় এই "কেনর উত্তর দেওয়া কঠিন নহে। ঈশ্বরের চিন্তা ছাড়িয়া দিলে মানুষ তাহার মনকে ফাঁকা রাখিতে পারে না।

জনশূন্য গৃহে যেমন সর্প-বৃশ্চিকাদির উৎপাৎ অবশ্যম্ভাবী ঈশ্বর চিন্তা শূন্য হৃদয়ে তেমনি অশুভ আসুরিক সম্পদ আসিয়া জুটিবেই। তখন মানুষ মুখে অনেক ভাল কথা বলিলেও অন্তর খলতাপূর্ণ আসুর ভাবে পূর্ণ হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বকালে নিষ্ঠুর অসুর ও রাক্ষসগণ মিষ্ট কথায় শিষ্টজনকে ভুলাইয়া আনিত। ইহাকে বলা হইত আসুরিকমায়া। ইহাতে বিশ্বাস করিলে দুঃখ তাপ লাভ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিত। আজ ভারতের জনমনে সেই দুর্দ্দান্ত আসুর ভাব বাসা বাঁধিয়াছে। দুঃখের কথা রাষ্ট্রের কর্ণধারগণও এই পথের পথিক হইয়াছেন। তাঁহারা আমাদিগকে নিজ আচরণের

দ্বারা শিখাইতেছেন "ধর্ম্মর প্রতিঅপেক্ষা শূন্য হও ঈশ্বর প্রতি অপেক্ষা শূন্য হও। আমাদের মাতৃরূপিনী জন্মভূমির ভগবৎ প্রেম সম্পদ কাড়িয়া লইয়া তাহাকে পাশ্চাত্য পোসাকে সাজাইয়া দাও। দলবদ্ধ হউয়া রাজনীতির আশ্রয়ে নিজের অশুভ উদ্দেশ্য সাধন করিতে থাক।"

অহিংসার প্রচারক গান্ধীজী তাঁহার জীবনের সায়াহ্নকালে যখন বুঝিলেন যে তাঁহার নেতৃত্ব বিফল হইয়াছে তাঁহার অনুগামীদের চিত্তও আসুরভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। জনগণের মনে যে আসুরভাবের অঙ্কুর উপ্পীত হইয়াছে তাহা সহস্র জন সভায় বক্তৃতা দ্বারা নষ্ট হইবার নহে। গান্ধীজী বুঝিয়াছিলেন এই অশুভ নাশের পথ স্বতন্ত্র। তাই তিনি এজন্য নূতন সাধন আরম্ভ করিলেন। কাতর প্রাণে শ্রীভগবানের নিকট এজন্য প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। ইহার নাম হইল "রামধূন"—"ঈশ্বর আল্লা-তেরে নাম, সবকো সুমতি দে ভগবান"। কিন্তু বড় বিলম্বে তিনি এ সাধন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইল। তাহারপর বাক্ সর্ব্বস্ব আত্মপ্রতারক নেতায়দেশ ভরিয়া গেল। আজ তাঁহারা দেশের এই দুর্দ্দিনে কোন উপকারই করিতে পারিতেছেন না।

এখনও সময় আছে। এখনও যদি ধর্ম্মভূমি ভারতের প্রতিটি প্রজা অকপটে গান্ধীজীর মত শ্রীভগবানের চরণে আত্ম সমর্পন করিয়া আকুল প্রার্থনা জানাইতে পারেন তাহা হইলে দেশের জনমন শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে আসুর ভাবের কুহক কাটাইয়া আবার সত্য, সরলতা, স্নেহ, প্রীতি প্রভৃতি সদ্গুণে ভূষিত হইয়া উঠিবে। অন্যথা দেশের যে ভয়ানক দুঃসময় ঘনাইয়া আসিতেছে তাহার নিকট বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা ও পঞ্জাবের বিপদ সংকেত অতি তুচ্ছ বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

বিঃ দ্রঃ ঃ—প্রেসের গণ্ডগোল এবং আরও কয়েকটি অনিবার্য্য কারণে পত্রিকা প্রকাশের বিলম্ব ঘটিতে পারে বিবেচনা করিয়া এবারের সংখ্যায় দুই ফর্ম্মা দেওয়া হইল। পরমাত্মসন্দর্ভের ১ ফর্ম্মা বাকী রহিল। আগামী সংখ্যায় দুই ফর্ম্মা যাইবে।

সম্পাদক—**শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক।**

১।১ এ, বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন, হইতে শ্রীচিত্তরঞ্জন মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত ও ১৪১ নং বিবেকানন্দ রোড
ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর মুখপত্র

ত্রৈমাসিক

শ্রীগৌরাঙ্গসেবক

(নব পর্য্যায়)

গৌরাব্দ ৪৭৫

৭ম বর্ষ] কার্ত্তিক—১৩৬৭ [৪র্থ সংখ্যা

লোকাংশ্চ লোকানুগতান্ পশূংশ্চ হিত্বা শ্রিতাস্তে চরণাতপত্রম্ ।
পরস্পরং ত্বদ্গুণবাদসাধুপীযূষনির্যাপিতদেহধর্ম্মাঃ ॥ শ্রীমদ্ভা ৩।২১।১৭

কর্দ্দম প্রজাপতি বলিতেছেন—হে ভগবান! তোমার সর্ব্বভয়ঙ্কর যে মহাকাল রূপের ভয়ে সূর্য্য, চন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠগণও নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিয়া থাকেন তোমার ভক্ত কিন্তু তাহা হইতে ভীত হন না। তোমার আনন্দময় পুরুষোত্তম রূপের মধুর আকর্ষণে তাঁহারা প্রেমিক ভক্তগণের সহিত তোমার গুণকথারূপ অমৃত আস্বাদন করিতে করিতে সুখ-দুঃখাদি দেহধর্ম্ম নাশ করিয়া গৃহ আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার চরণকমলের শীতল ছায়ায় চিরসুখে বিশ্রাম লাভ করেন।

সম্পাদক—শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামী

সহকারী সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১ ৩২ নঃ পঃ

কার্য্যালয়—শ্রীগৌরাঙ্গ মিলন মন্দির ১১এ, বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন, কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী

১১১এ, বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন, কলিকাতা-৬

শ্রীগৌরাঙ্গ চতুষ্পাঠী—

সংস্কৃতপাঠার্থী ছাত্রগণ এই চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, পুরাণ, দর্শন বিশেষ করিয়া বৈষ্ণবদর্শন অধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেন। ইহা ভিন্ন শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান বিদ্বন্মণ্ডলীও শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্র এবং দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন এই চতুষ্পাঠীতে করিতে পারেন। অধ্যাপক শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামী পঞ্চতীর্থ মহাশয় সর্বদাই আপনাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

গ্রন্থাগার—

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর গ্রন্থাগারটি দুষ্প্রাপ্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থরাজিতে পূর্ণ। এখানে বসিয়া সকলেই বিনাব্যয়ে গ্রন্থাদি অধ্যয়নপূর্বক শাস্ত্রানুশীলন করিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থাগারের সদস্য হইলে গ্রন্থ গৃহেও লইয়া যাইতে পারিবেন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীগৌরাঙ্গসেবক ত্রৈমাসিক পত্রিকা। শ্রীগৌর-পূর্ণিমায় ইহার বর্ষারম্ভ। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হউন ফাল্গুন সংখ্যা হইতে পত্রিকা লইতে হইবে।

২। শ্রীগৌরাঙ্গসেবকের বার্ষিক মূল্য সডাক ১৷৩২ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়।

৩। প্রবন্ধসকল লেখকের নিজ দায়িত্বে প্রকাশিত হইবে। মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী হইবেন না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য তাঁহাদের রচনা উপযুক্ত হইলে সযত্নে প্রকাশিত হইবে। প্রাচীন ভক্তচরিত্র, পৌরাণিক আখ্যান, তীর্থভ্রমণকাহিনীগোস্বামী গ্রন্থসমালোচনা এবং বৈষ্ণবদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে ভক্তগণের একান্ত প্রয়োজনীয় প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হইবে। লেখকগণ ভাষার লালিত্যের দিকে নজর রাখিবেন। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৫। চিঠিপত্র, প্রবন্ধ এবং মনিঅর্ডার প্রভৃতি সম্পাদক :—শ্রীগৌরাঙ্গসেবক, ১১১এ, বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন, কলিকাতা-৬ এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীতে প্রাপ্তব্য গ্রন্থাবলী :—

১। **বেণুগীতা :** -শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের একবিংশতি অধ্যায়ে বর্ণিত শ্রীব্রজগোপীগণের প্রেমানুরাগপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের বেণুরবের বর্ণনা মূল, অন্বয়, সারশিক্ষা ও সুললিত পদ্যে তাৎপর্য্যানুবাদ সহ অমূল গ্রন্থ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত ভক্তিমার্গের সকল পথিকদেরই ইহা আদরের বস্তু। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও ইহার রসাস্বাদন করিতে পারে। শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী সম্পাদিত মূল্য ৸০ আনা স্থলে ।৵০ মাত্র।

২। **সাধন-সঙ্কেত :**—শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত ভক্তগণের ভজনের একান্ত জ্ঞাতব্যবিষয়গুলি সরলভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে। তথ্যানুসন্ধিৎসু সকল ভক্তেরই ইহা আবশ্য-পাঠ্য শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী সম্পাদিত মূল্য ৶৵০।

৩। **শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন :** -এপর্য্যন্ত বৈষ্ণবদর্শনের অনেকগুলি গ্রন্থই প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সহজ ভাষায় দুরূহ বৈষ্ণবদর্শনের সিদ্ধান্তগুলি এত সুন্দর ভাবে এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে যে তাহা অতুলনীয়। এই গ্রন্থখানি ভাগবতাচার্য্য শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় সাংখ্য বেদান্ত ভক্তিতীর্থ মহাশয়ের লিখিত মূল্য ৩।০ মাত্র।

৪। **শ্রীনরোত্তমের প্রার্থনা :**—শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী পঞ্চতীর্থ সম্পাদিত, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের অনুরাগপূর্ণ ভজনের অনুভূতিতে সমৃদ্ধ ৫৭ খানি প্রার্থনার সুষ্ঠু ও সুলভ সংকলন। মূল্য ২০ নঃ পঃ মাত্র। শ্রীগৌরাঙ্গসেবকের গ্রাহক ও শ্রীসম্মিলনীর সদস্যগণের পক্ষে মূল্য ১৫ নঃ পঃ মাত্র।

বিঃ দ্রঃ—পত্রিকার গ্রাহক ও সম্মিলনীর সদস্যদের এই সুবিধা আগামী ফাল্গুন মাসের পর হইতে দেওয়া সম্ভব হইবে না।

কার্ত্তিক ১৩৬৭ | শ্রীগৌরাঙ্গসেবক | ৭ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ

(শ্রীরাসলীলা ১৮ স্তবক)

অনুবাদক---শ্রীঅনাদি মোহন গোস্বামী পঞ্চতীর্থ

অনন্তর দায়লব্ধ ধনের ন্যায় যাঁহাকে লইয়া মাধব রাসমণ্ডল হইতে তিরোধান করিয়াছিলেন, অতিশয় রতিরাগের পরমোৎকর্ষ আস্বাদন করিবার জন্য আত্মারাম শ্রীহরি অখণ্ড-প্রণয়ে সেই আত্মতুল্যা শ্রীরাধাতে রমণ করিতে লাগিলেন। এই লীলায় মাধব দেখাইলেন যাঁহারা রক্তমাংসবিষ্ঠাস্থিপূর্ণ দেহ লইয়া জগতের বিষয় ভোগে আনন্দ পাইতে চাহে তাঁহারা বড় দুঃখী, আর যাঁহারা ভাগবতী তনুর অন্তর্ভুক্ত লাভ করিয়া নিজ প্রিয়তম শ্রীমাধবের তৃপ্তিকেই পরম সুখ বলিয়া আকাঙ্খা করেন, তাঁহারা অক্ষয় পরমানন্দ লাভে সক্ষম হন। আবার যে সকল স্ত্রী রক্তমাংসাদিময় দেহে কামনাপরায়ণ পুরুষকে রমণ বুদ্ধি করিয়া হাবভাবাদির দ্বারা তাহাকে বশীভূত করিয়া রাখিতে চাহেন, তাঁহাদের আত্মা সর্ব্বদা নানা দুঃখদায়ী তাপে তাপিত হইতে থাকে। আর যে সকল ধন্যা স্ত্রী প্রাকৃত দেহ-সুখে মুগ্ধচিত্তা না হইয়া আনন্দময় মাধবের স্মরণ মননাদি-পুরঃসর তাঁহার তৃপ্তিকেই পরম সুখ বলিয়া আকাঙ্খা করেন, পরমানন্দের আস্বাদনে তাঁহাদের জীবন ধন্য হইয়া যায়॥ ১৪৭॥

অনন্তর পরম সৌভাগ্যবতী রমণীগণেরও দুর্লভা বৈজয়ন্তী-পতাকারূপিণী প্রশস্তহৃদয়াগণের অগ্রণী পরম কোমলহৃদয়া শ্রীরাধা নিজ প্রাণতুল্যা সখীগণের কৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির অভাবে মাধবের সেই আত্মমাত্রনিষ্ঠ প্রেমেও সম্যক আনন্দ লাভ করিতে না পারিয়া বিচার করিতে লাগিলেন। ॥ ১৪৮॥ প্রাণনাথ মাধব একাকিনী একমাত্র আমাতেই অতিশয় রতিমান রহিয়াছেন। হায়! আমার সখীগণ কৃষ্ণবিরহ-দাবানলের দহনে কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছেন? এখন আমি এমন কিছু অনির্ব্বচনীয় বাম্য অবলম্বন করিব যাহাতে মাধব এখান হইতে বেশী দূরে যাইতে না পারেন। তাহা হইলে সেই সকল গোপী ক্রমে আসিয়া এখানে মিলিতা হইবে। ১৪৯॥

এই প্রকার বিচার করিয়া সেই আযাচরিতা শ্রীরাধা বলিলেন,—ওগো নিরুপম প্রেমের সমুদ্র প্রাণনাথ! পথশ্রমে আমার অত্যন্ত বিকলতা আসিয়াছে। আর আমি অন্যস্থানে গমন করিতে পারিতেছিনা। চলনসামগ্রীও কিছু দেখা যাইতেছে না। কি করিয়া গমন করিব? রজনীও অনেক হইয়াছে। আপনি রসময়, এই বালুকার উপরে ক্ষণিকের জন্য উপবেশন করুন।—॥ ১৫০॥

মাধব শ্রীরাধার বাক্য শুনিলেন। তিনি বুঝিলেন ঐ কথাগুলি বাহিরে সহজ গর্ব্বরহিত হইলেও দম্ভুর। এই বাক্য খণ্ডন করিতে হইবে।—॥ ১৫১॥

ইঁহার অন্তর ধীরললিত কান্ত আমার অন্তরকে প্রমোদিত করিবার জন্য স্বাধীনভর্তৃকাকান্তার সমুচিত অভিমান যুক্ত। এখন আমি অন্তর্দ্ধান করিয়া বিপ্রলম্ভ রসের মিশ্রণে শ্রীরাধার এই ভাবমাধুরী তীর্থে পরিণত করিব।—(এই মনে করিয়া যেন গর্ব্বখণ্ডনবিনোদহেতু বাহিরে কৃত্রিম অমর্যাদা ভাব ধারণ করিয়া কমলের ন্যায় নয়ন দুইটি অরুণরাগে রঞ্জিত করিয়া নীতিগুরুক কোনও অনির্ব্বচনীয় বাক্য বলিলেন)।—॥ ১৫২॥

চলনসামগ্রী যদি না দেখা যায় তাহা হইলে এই লাবণ্য লক্ষ্মীর নিকেতন মদীয় স্কন্ধদেশে আরোহণ করিয়া তাহা কৃতার্থ কর। এই বলিয়া সেইভাবে অবস্থান করিতেক দিতেই শ্রীরাধিকার চক্ষুর অগোচর হইলেন।—॥ ১৫৩॥

তখন মাধবের অন্তর্দ্ধান ঘটিলে শ্রীকৃষ্ণের সেই সমস্ত বাগ-বৈদগ্ধী শ্রীরাধার স্মরণপথে আসিতে লাগিল। যাহা স্বাধীন কান্তা নায়িকার নিকট পৃথিবীতে আগতা সুধাতরঙ্গিনীর ন্যায়

অনুভূত হইয়াছিল, তাহা এখন বিষ তরঙ্গিনীর ন্যায় পরম-জ্বালাদায়ী হইল। নিজ অনুলেপনের জন্য মাধব কর্ত্তৃক আনীত পরম সুগন্ধী চন্দন কুমকুম পঙ্ক, তাঁহার জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় অনুভূত হইতে লাগিল। নয়নভূষণের জন্য আহৃত সিদ্ধকজ্জল বিষদূষিত কুৎসিত জলের ন্যায় পীড়া-দায়ক হইল।—॥ ১৫৪ ॥

কণ্ঠাভরণের জন্য উপহৃত মুক্তাদাম যেন সর্পের ন্যায় হৃদয়ে দংশন করিতে লাগিল। মাধবের আস্বাদিত নাগবল্লী (তাম্বূল) মুখসারস্যের জন্য যাহা প্রাণনাথ তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা বিদলিত বিষলতার ন্যায় অনুভূত হইতে লাগিল। তাঁহার অঙ্গভূষণের জন্য মাধবের মাল্যগ্রথনাদি-প্রযত্নের স্মৃতি প্রাণঘাতী কালকূটের কুটিল জ্বালা বিস্তার করিতে লাগিল।—॥ ১৫৫ ॥

তখন গদগদ রোদনের সহিত শ্রীরাধার নেত্রযুগল হইতে কজ্জলমিশ্রিত উষ্ণ অশ্রুধারা অবিরত নির্গত হইতে লাগিল। সেই উষ্ণ অশ্রুধারা যখন বক্ষ প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, তখন মনে হইল কান্তবিয়োগ চিন্তারূপ হৃদয়বিদারণনিপুণ সূত্রধর বুঝি খরতর সন্তাপরূপ করপত্র (করাত) দ্বারা শ্রীরাধার হৃদয় বিদীর্ণ করিবার জন্য মসীরেখা-চিহ্নে বক্ষস্থলকে চিহ্নিত করিয়াছে।—॥ ১৫৬ ॥

অনন্তর তিনি, হা নাথ! হা রমণ! হা প্রণয়ৈকসিন্ধু! তুমি কোথায় প্রিয়তম! আমাকে দর্শন দাও—বলিয়া মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তুমি যদি নর্ম্মভঙ্গীতে অন্তর্হিত অবস্থায় এখানেই অবস্থান করিতে থাক, তাহা হইলেও চক্ষুর গোচর না হওয়ায় আমার প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। অথচ তোমার প্রাপ্তির আশায় প্রাণ ত্যাগ করিতেও পারিতেছি না।—॥ ১৫৭ ॥ ইহার মধ্যে আবার তোমার বিরহ প্রবল হওয়ায় আমার আশার শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়া যাইতেছে; ইহার ফলে এখনই প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে।—তোমার বিরহে চঞ্চল প্রাণ যতক্ষণ বাহির হইয়া না যায় তাহার মধ্যে তুমি রোষ পরিত্যাগ করিয়া একবার চক্ষুর সম্মুখে দেখা দাও। যদি বল—তোমার প্রাণ চলিয়া গেলে আমার কি ক্ষতি? না! না! একথা বলিও না। তুমি যে আমার প্রতি পরম প্রেমবান তাহা আমি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি। আমি মরিয়া গেলে আমার বিরহে তোমার বড় দুঃখ হইবে। আহা! ক্ষণিক আমার উপেক্ষায় শ্রীরাধা দেহ ত্যাগ করিল—এই শোকে আমার গত-জীবিত দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া তুমি বনে বনে ভ্রমণ করিবে। তোমার সেই ভাবী দুঃখে মরিয়াও আমার অসহ্য কষ্ট হইবে।—॥ ১৫৮ ॥

তুমি যে আমার উপর ক্রোধ করিয়া অন্তর্হিত হইলে! আমি ত কোনও অপরাধ করি নাই! আমি যে কথা তোমাকে বলিয়াছিলাম, তাহা গর্ব্ববশতঃ নহে। তোমার প্রিয়া অথচ তোমার বিরহে কাতরা সেই গোপীগণ যাহাতে আসিয়া শীঘ্র তোমার দর্শন পায় এইজন্য সেইস্থানে তোমার বিলম্ব ঘটাই-বার জন্য বলিয়াছিলাম—'আমি চলিতে পারিতেছিনা'। গর্ব্ববশতঃ বলি নাই ॥ ১৫৯ ॥

যদিও প্রেমপরিপাটিবিদ্ মহারসিক তোমার এই অসমীক্ষকারিতা দৈববশতই ঘটিয়াছে, তথাপি ইহা লোকে যেন জানিতে না পারে। লোকে জানিলে তাহারা তোমার দুর্যশঃ গান করিবে, ইহাতে আমার কষ্টের সীমা থাকিবে না।—যতক্ষণ গোপিকাগণ এখানে না আগমন করে তাহার মধ্যেই নয়নের প্রত্যক্ষ হইয়া তুমি এই বিষয়ের সমাধান কর। হে সুভগ! যে প্রিয়াকে তুমি এত সৌভাগ্য দান করিয়াছিলে সেই আমি উপেক্ষায় মৃতা হইলে, প্রাণসখী গোপীগণ এখানে আসিয়া আমার অবস্থা দর্শনে প্রাণত্যাগ করিবে। আর ইহাতে জগতের সকলে নিষ্ঠুর বলিয়া তোমার প্রণয়িতার নিন্দা করিবে। সেই নিন্দা খণ্ডন করিবার জন্য তখন আমি একটি কথা বলিবারও অবকাশ পাইব না। ॥ ১৬০ ॥ যদি বল তাহাদিগকে যেমন ত্যাগ করিয়াছি তোমাকেও সেইরূপ ত্যাগ করিয়া একধর্ম্মতা সাধন করিব, একথাও বলিওনা। তোমার উপেক্ষায় তাঁহারা সীমাহীন দুঃখ ভোগ করিতেছে। কিন্তু হায়! আমাকে উপেক্ষা পূর্ব্বক একাকিনী এই বনে ত্যাগ করিলে আমি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিব। তুমি কি এইরূপ সাহস করিবে? তাঁহারা সখীগণের সঙ্গসুখ বশতঃ তাদৃক্ দুঃখ পাইতেছেন না। পরস্পরের কথোপকথনে পরস্পরের সান্ত্বনা ঘটাতে তাহাদের দুঃখগুলোর বিরতি ঘটিতেছে ॥ ১৬১ ॥ (ক্রমশঃ)

অপ্রকটে পরকীয়া

শ্রদ্ধেয় শ্রীগৌরাঙ্গসেবক পত্রের সম্পাদক মহাশয়

আপনার পত্রিকায় 'অপ্রকটে পরকীয়া' সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ আলোচনা করিয়াছেন দেখিলাম। যদি আমার বাচালতা মার্জ্জনা করেন, তবে এ বিষয়ে আমার একটি অর্দ্ধপক্ক ভাবনা নিম্নে প্রপঞ্চিত কবিতেছি।

আমাব মনে হয় শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার কোনও অনুভূতির মধ্য দিয়া এই বিষয়েব সমাধানেব একটি ইঙ্গিত দিয়াছেন। "যঃ কৌমারহরঃ" এই শ্লোকটিব মধ্যে এই সমাধান রহিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়।

যখন অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ভিন্ন দ্বিতীয় কোন তত্ত্বই নাই, তখন তাত্ত্বিক-পরকীয়া সিদ্ধান্তিত হইতেই পারে না। অতএব শক্তি শক্তিমানের মধ্যে নৈসর্গিক স্বকীয় ভাব বর্ত্তমান। অপ্রকটে নিত্যলীলায় কৃষ্ণলোকে সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগবসই মূল রস; এবং তাহা স্বকীয় ভাবের দ্বাবাই লালিত ও পবিপুষ্ট। তত্র পবকীয়া বসের অবতাবণা কবিলে মূল স্বকীয় রসের মধ্যে বসান্তবেব বিক্ষেপ হেতু (অর্থাৎ পবকীয়া বসেব সমাগম জন্য) বসাভাস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, স্বকীয়ার মধ্য দিয়া সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ বস আস্বাদন কবা প্রেমানন্দানুভূতিব পবমা কাষ্ঠা। নিত্য পবকীয়া ভাবনাব দ্বাবা নিত্যাযিত বিপ্রলম্ভবসেব মধ্য দিয়া প্রিয়তমের আবাধনা পবিণতিবিহীন নিরুদ্দেশ যাত্রাব মত সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যবিহীন হইয়া পড়ে। অতি সুমধুর স্বরলহরীও যদি কোনও সময়পরিণতিজ্ঞাপক "সমে" আসিয়া না পৌছে, তবে সঙ্গীতরসের মুখ্যানুভূতির পক্ষে বাধক হইয়া উঠে। অতএব মূল লক্ষ্য পরমস্বীয়াত্বে অভিমজ্জন দ্বারা সমৃদ্ধিমান সম্ভোগরস আস্বাদন এবং অপ্রকটে এই স্বয়ংসম্পূর্ণ বসেব অভিব্যাপ্তি দ্বারা স্বকীয়ার একান্ত বিপরীত পরকীয়া বসের প্রচার ও প্রসার ব্যাহত হইয়াছে। অপ্রকট প্রকাশে সমগ্র কৃষ্ণলোক মাধবের পরমস্বকীয়তাময়ী সমৃদ্ধিমান সম্ভোগবস-লীলার কেলিসদন। সেই একান্ত চিন্ময়ধামে ভাবুক ও ভাবিকার মধ্যে অচিৎএর লেশাভাসযুক্ত পারকীয় ভানের সমাবেশমাত্রও হইতে পারেনা। এই কারণেও পারকীয় ভান-বাসিত পরকীয়া রস যোগমায়া গোলক বৃন্দাবনে পরিবেশন করেন নাই। নিত্যনব-বিলাসাম্বুধি রসিকেন্দ্র-চূড়ামণির কোন অভিনব বিলাস চরিতার্থ করিবার জন্য যোগমায়া অভিনব মঞ্চে ভৌমবৃন্দাবনে নবীনা পারকীয় রসের অবতারণা করিয়া মাধবের প্রেমরঙ্গমঞ্চে নূতন আলোক সম্পাত করিয়াছেন। প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চ মিশ্রিত লীলায় স্বয়ং চিন্ময় ও চিন্ময়ীগণ যোগমায়াকল্পিত মোহন মায়ায় মুগ্ধ হইয়া প্রাকৃতবৎ ব্যবহার করিতেছেন এবং পারকীয় রসের "মাধ্বী" আস্বাদন করিয়া চরম উন্মাদনা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই নব-রসানুভূতির উদ্বেল আবেগ এমনই চিত্তচমৎকারী যে ললিতকলাবিধিতে মাধবের যিনি প্রিয় শিষ্যা তিনি কৃষ্ণলোকে সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়াও কদাপি সেই অতি বিস্মাপন পারকীয় রসের "সুমরণ" করেন এবং বলেন "যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরঃ"...অর্থান্তরে "প্রিয় সহচরী সোঽয়ং কৃষ্ণ...মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি", ভৌম-বৃন্দাবনলীলার বিচিত্ররসানুভূতির জন্য মনে কদাপি উৎকণ্ঠা জাগে। যদ্যপি শ্রীরূপেব শ্লোকে কুরুক্ষেত্র মিলনের উল্লেখ আছে তবুও ধ্বনিতে উহা অতি সুষ্ঠুভাবে নিত্যলীলার সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়। "সঃ এব হি বরঃ" এই উক্তির আংশিক সামঞ্জস্যই কুরুক্ষেত্রে পাওয়া যায়। সামগ্রিক সামঞ্জস্য নিত্যলীলাতেই পাওয়া যায়। অপ্রকটে কৃষ্ণলোকে পারকীয় ভাবের প্রসাব না থাকিলেও ভৌমবৃন্দাবনে অনুভূত পারকীয় ভাবের কচিৎ রসোদ্গাব বা বিজৃম্ভন হইয়া থাকে। ভবভূতির উত্তররামচরিতের সীতার আলেখ্যদর্শনে পূর্ব্বানুভূত ভাবের ছায়া হৃদয়-দর্পণে প্রকাশিত হওয়ার মত অপ্রকটে পারকীয় ভাবেব ভাবরাজ্যে উন্মেষণ মাত্র হয়। কিন্তু তদনুকূল কোনও লীলা অপ্রকটে নাই। পারকীয় ভাবের রাজরাজেশ্বরীর মত প্রকাশ প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চমিশ্রিত লীলায় ভৌমবৃন্দাবনেই পূর্ণভাবে লক্ষিত হয়। এই ভৌম ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র বাস নাই। এই অভিনব লীলানির্ঝরিণীর গতিবেগ অতি প্রবলা এবং ইহার অন্তর্বর্ত্তী ভাব ও অনুভাব রত্নরাজির সংস্পর্শে ফেনিল বারিরাশির মধ্যে যে বর্ণালী ফুটিয়া উঠে তাহা নয়নবিমোহন। মানসহংস এই লীলা-তরঙ্গিনীতে বিহার করিয়া সন্তৃপ্ত হউক। কিন্তু শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া ইহা নিত্যস্মরণীয় যে ভৌমবৃন্দাবনেও প্রধানা গোপীগণ সম্পর্কে তাত্ত্বিক পরকীয়াত্ব নাই। শুধু পরকীয়া দ্বারা আভাসিত হইয়া লীলার অতি চমৎকৃতি ঘটিয়াছে। শ্রী............

লীলা-কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীব্রজভূষণ চক্রবর্ত্তী

বালসুলভ এইরূপ কত লীলাই না ভগবান নন্দালয়ে করিয়াছেন। একদিন বলরাম সহ ক্রীড়ারত বালকগণ যশোমতীর নিকট নিবেদন করিলেন—"মা, কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছে।"

একদা ক্রীড়মানাস্তে রামাদ্যা গোপদারকাঃ।
কৃষ্ণো মৃদং ভক্ষিতবানিতি মাত্রে ন্যবেদয়ন্॥

হায় হায়! মাটি খাইয়া গোপালের না জানি কি অমঙ্গল হয়। এই আশঙ্কায় পুত্রহিতাকাঙ্ক্ষিণী নন্দরাণী কৃষ্ণকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "দুষ্টু ছেলে কেন মাটি খাইয়াছিস? কেবল সহচরগণ নয়—এই তো বলরামও তাহাই বলিতেছে।" ঠিক প্রাকৃত বালকের মত গোবিন্দ নিঃসঙ্কোচে বলিয়া দিলেন।

"না মা, আমি মাটি খাই নাই, ইহারা সকলেই মিথ্যা বলিতেছে"।

"নাহং ভক্ষিতবানম্ব সর্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ"

ভাঃ ১০-৮-৩৫

"বিশ্বাস না হয়, আমি হাঁ করিতেছি, তুমি আমার মুখের মধ্যে নিরীক্ষণ কর।" ভগবান মুখ ব্যাদান করিলেন। আর যশোমতী সেই মুখমধ্যে দেখিতেছেন—সমগ্র বিশ্ব, স্থাবর, জঙ্গম, আকাশ, অগ্নি, চন্দ্র, তারকা, জ্যোতিশ্চক্র, সসাগরা, সপর্বতা পৃথিবী, তাহার মধ্যে সমস্ত ব্রজপুরী, তাহারই মধ্যে স্বয়ং দাঁড়াইয়া তর্জ্জনী হেলন পূর্ব্বক কৃষ্ণকে তিরস্কার করিতেছেন—"দুষ্টু ছেলে কেন মাটি খাইয়াছিস?"

বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য অর্জ্জুনকে সশঙ্কচিত্তে প্রার্থনা জানাইতে হইয়াছিল।

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো"
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্।

গীতা- ১১।৪

"হে প্রভো, যদি তুমি আমাকে উপযুক্ত বিবেচনা কর তবে তোমার সেই অব্যয় রূপ আমাকে দর্শন করাও"। বিশ্বরূপ দর্শনের জন্য অর্জ্জুনকে দিব্য চক্ষু দেওয়ার প্রয়োজন

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥

গীতা-১১।৮

আর মা নন্দরাণী মাটি খাওয়ার জন্য তিরস্কার করিতে করিতে ভগবানের মুখমধ্যে স্বচক্ষে বিশ্বরূপ দর্শন করিলেন।

বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুন ভীত ও কম্পিত।

"বেপমানঃ কিরীটিঃ" "ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে"।

সম্মুখে, পশ্চাতে, চতুষ্পার্শ্বে বারংবার প্রণাম করিতেছেন।

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব্ব।

গীতা-১১।৪০

আর বাৎসল্যময়ী মা নন্দরাণী গোবিন্দের মুখগহ্বরে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ভাবিতেছেন—

ইহা কি স্বপ্ন, অথবা দেবতার মায়া, কিম্বা আমারই বুঝিবার ভুল! অথবা গর্গমুনি যে বলিয়াছিলেন "নারায়ণ-সমোগুণৈঃ"। তবে ইহা কি আমার পুত্রের কোনও স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যের ফল হেতুই হইবে?"

কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া
কিংবা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ।
অথ অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য
যঃ কশ্চনৌৎপত্তিক আত্মযোগঃ॥

ভাঃ ১০-৮-৪০

"অনিষ্টাশঙ্কিনী বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি"। মায়ের মন শান্ত হইতেছে না। যদি ইহাতে গোপালের অমঙ্গল হয় তাই যশোমতী নারায়ণের শরণাগত হইতেছেন। ধন্য ব্রজধাম, ধন্য ব্রজের গোপ-গোপী। "মধুর বৃন্দাবিপিন মাধুরী"।

"ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধা মম"।

এই লীলা শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎও অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীল শুকদেবকে প্রশ্ন করিলেন "হে ব্রহ্মন্! মহারাজ নন্দ পরম সৌভাগ্যজনক কি এমন শুভ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? আর মহাভাগ্যবতী যশোদাই বা কি এমন মহদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন যদ্বারা ভগবান হরি তাঁহার স্তন্য পান করিলেন?

নন্দঃ কিমকরোৎ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥

ভাঃ ১০-৮-৪৬

গোষ্ঠলীলার মধ্যে বাৎসল্যরসের পরিবেশন বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। মা নন্দরাণী যখন গোপালকে নবনী খাওয়াইয়া নৃত্য দর্শন করিতেছিলেন, তখন পিতা নন্দ বাথান হইতে আসিয়া কৃষ্ণ ও বলরামকে আহ্বান করিলেন। দুই ভাই পিতার সমক্ষে করযোড়ে দণ্ডায়মান। নন্দবাবা আদেশ করিলেন—

"দোহন করিব ধেনু চলহ বাথানে"

গো দোহনের নিমিত্ত বাথানে যাইতে হইবে। তজ্জন্য কাহাকে কি লইয়া যাইতে হইবে পিতা তাহারও নির্দ্দেশ দিলেন।

"রাম নে রে দোহন-ভাণ্ড কৃষ্ণ নে মোর বাধা।
ছাঁদনের ডুরি লইয়া চলুক যশোদা"॥

দোহনের ভাণ্ড লইবে বলরাম, যশোমতী লইবেন ছাঁদনের ডুরি, কিন্তু পাদুকা লইবার ভার পড়িল গোপালের উপর। হে ভক্তিমান পাঠক! ব্রজের বিশুদ্ধ বাৎসল্য রসের কত শক্তি অনুগ্রহ পূর্ব্বক একটিবার চিন্তা করুন। অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্ব্বকারণের কারণ পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের উপর নন্দবাবা নিঃসঙ্কোচে পাদুকা বহনের ভার দিলেন।

পায়ের বাধা খুলে নন্দ দিল কৃষ্ণের হাতে।
ভকত-বৎসল হরি বাধা নিল মাথে॥

জগতের জীবকে পিতৃভক্তি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত পিতা নন্দের বাধা (পাদুকা) মস্তকে ধারণ করিয়া নন্দ-নন্দন পরমানন্দে বাথানে চলিতেছেন। কবিরাজ গোস্বামী পাদের একটি কথা এইপ্রসঙ্গে কেবলই মনে পড়ে :—

"আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥"

গো দোহনের সময় ও বাছুর ধরার ভার পড়িল কৃষ্ণের উপর। বাৎসল্যময়ী ব্রজের ধেনুগুলির সাধ মিটাইবার জন্যই যেন এই ভার। বৎসের অঙ্গ লেহন করিয়া গোজাতি বাৎসল্য ভার প্রকাশ করে। পিতা নন্দের গো-দোহন কালে ব্রজভূমির ভাগ্যবতী ধেনুগণ শ্রীগোবিন্দের অঙ্গ লেহন করিয়া পরমা প্রীতি লাভ করিতেছেন। নিদর্শন তাঁহাদের আনন্দাশ্রু।—

"নন্দ দোহেন গাভী কানু বৎস ধরে।
শ্যাম অঙ্গ চাটে গাভী ভাসি নয়ন-নীরে॥"

ধন্য ব্রজবাসী পশু পক্ষী, ধন্য ব্রজের ক পতঙ্গ। দেবতা এবং মুনিরাও বুঝি এই জন্যই ব্রজে বাস করিবার বাঞ্ছা সর্ব্বদাই পোষণ করেন।

অহো মধুপুরী ধন্যা যত্র তিষ্ঠতি কংসহা।
তত্র দেবা মুনিঃ সর্ব্বে বাসমিচ্ছন্তি সর্ব্বদা॥

পিতা নন্দের গো-দোহন আর যেন শেষ হয় না। এই গাভীগুলি তো আগে এত দুধ দিত না। সংসারে কোন প্রকার উন্নতি হইলে আমরা যেমন নবজাত কোন শিশুর সৌভাগ্যকেই তাহার কারণ স্বরূপ মনে করি, মহারাজ নন্দও দুগ্ধ বৃদ্ধির নিমিত্ত ঠিক তাহাই মনে করিতেছেন।

"যত দুগ্ধ দোহে নন্দ তত দুগ্ধ হয়।
নন্দ বলে দুগ্ধ বাড়ে রাম কৃষ্ণের পয়*॥"

(ক্রমশঃ)

*পয় - সৌভাগ্য

পর্য্যটকের ডায়েরী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীদিবাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীধাম নবদ্বীপ। নামটির সঙ্গে কত সুখস্মৃতি জড়াইয়া আছে। এই শ্রীনবদ্বীপেই আমার হৃদয় দেবতা শ্রীমাধব প্রিয়াজীর ভাবে নিজের অন্তরকে ভাবিত করিয়া নিজ শ্যামাঙ্গ তাঁহার উজ্জ্বল গৌরকান্তিকে আবৃত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অনর্পিতচরী প্রেমদান করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে আর কতদিনের কথা? পাঁচশত বৎসরও অতিক্রান্ত হয় নাই। এই নদীয়ার আকাশে বাতাসে শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণ মধুময় শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনে কৃষ্ণপ্রেমের যে মহাবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে বিশ্ব ডুবিয়া গিয়াছিল। আজ তাঁহারা প্রভুকে লইয়া অপ্রকটে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু ভাবুক ভক্তগণ বলেন সে লীলা অপ্রকটেও নিত্যকাল চলিতেছে। 'অদ্যাপি ও সেই লীলা করে গৌররায়, কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়'। যে নদীয়ার ধূলি শ্রীগৌরনিত্যানন্দের চরণ ধূলির সহিত মিশিয়া রহিয়াছে শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাস ও অন্যান্য ভক্তগণের চরণধূলিও সে স্থানের ধূলির মধ্যে বর্ত্তমান, জানিনা কোন ভাগ্যের ফলে আমার সেই শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন ঘটিতে চলিল।

মামগাছি হইতে বাহির হইয়া বৃক্ষছায়াচ্ছন্ন প্রান্তরের মধ্য দিয়া শ্রীনবদ্বীপ অভিমুখে আসিতেছিলাম। মনে হইতেছিল হায় প্রভু যখন কৃষ্ণপ্রেমের বন্যা আনিয়া জগৎ ধন্য করিয়াছিলে তখন আমায় জন্ম দিলেন না কেন? আজ নবদ্বীপ যাইতেছি কিন্তু সে লীলা ত দেখিতে পাইব না। শ্রীসুর-ধুনীর তীরে তীরে শ্রীগৌরনিত্যানন্দের নটনরঙ্গে সংকীর্ত্তন প্রচারের মাধুরী আর ত দেখিতে পাইব না। এমনই শত চিন্তা অন্তরে জাগিয়া মনকে যেন বিকল করিয়া দিয়াছিল। দুইটি চক্ষুতে অশ্রুধারা বহিতেছে উৎকণ্ঠায় বুক ভরিয়া গিয়াছে, হায় প্রভুনিত্যানন্দ এই অপরাধীজনকে কৃপা করিয়া কি নদীয়া মাধুরীর কিছু আস্বাদন দিবে না?

"জয় শ্রীগৌরনিত্যানন্দ" এই বিজন প্রান্তরে কে আমাকে গৌরনিত্যানন্দের নাম শুনাইলেন? চমকিয়া দেখিলাম, এক পথচারী বৃদ্ধ বৈষ্ণব আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। হয়ত শ্রীমন্মহাপ্রভুরই কোন পার্ষদ ছদ্মবেশে আসিয়া থাকিবেন। আমি দণ্ডবৎ প্রণাম করিলাম, তিনিও আমাকে প্রতিনমস্কার করিলেন। তাঁহার বাক্যে বুঝিলাম আমি শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া পৌছিয়াছি। আনমনা থাকায় এতক্ষণ তাহা বুঝিতে পারি নাই। ভাল করিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিলাম, এই স্থানটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থলী বিদ্যার বিলাসভূমি, শ্রীধাম নবদ্বীপের প্রধান দর্শনীয় স্থান শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি মায়াপুর। অধুনা ইহা প্রাচীন মায়াপুর নামে খ্যাত। বহুকাঙ্খিত এই স্থানটি দর্শন করিয়া প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। হা গৌর! হা নিতাই! হা অদ্বৈত বলিয়া প্রাচীন মায়াপুরের ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া কিছুক্ষণ রোদন করিলাম। স্থানটি শ্রীধাম নবদ্বীপ নগরের উত্তর পশ্চিম কোনবর্ত্তী। এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট জন্মস্থানে দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটি বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে গঙ্গার ভাঙ্গনে তাহা চরায় প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। বঙ্গাব্দ ১৩১৯ সালে শ্রীধাম নবদ্বীপ নিবাসী অতিবৃদ্ধ পণ্ডিতকুলরাজ ৺অজিতমোহন ন্যায়রত্ন মহাশয় এবং রামচন্দ্র পুরের ১১৬ বৎসর বয়ক্রমের অতিবৃদ্ধগোপ বলিয়াছিলেন ১১৯৯ সালের ১লা অগ্রাহায়ণ তারিখে কাঁদির ৺দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ শ্রীমহাপ্রভুর জন্মভূমির ঠিক উপরেই ঐ প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া-

ছিলেন। কিছুকাল পরে শ্রীগঙ্গাদেবী ঐ মন্দিরটি আত্মসাৎ করেন। এখন ঐস্থান বর্ত্তমান নবদ্বীপ শহরের দেড় ক্রোশ দূরে বায়ু কোণে স্থিত। গঙ্গার চরের মৃত্তিকার নিম্নে ঐ মন্দিরটি রহিয়াছে। যদি কখনও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় কোন অর্থবান ভক্তের অর্থানুল্যে উক্ত মন্দিরের উপরিস্থিত মৃত্তিকা অপসারিত হয় তবে শ্রীমন্দিরটী সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হইবে। ঐস্থানের ধুলায় লুণ্ঠিত হইয়া আমি গদগদ কণ্ঠে প্রণাম করিতে লাগিলাম। "ওঁ আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবি সুন্দরায় তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমোনমস্তে॥ যস্যৈব পদাম্বুজ ভক্তিলভ্যঃ প্রেমাভিধানঃ পরম পুমর্থ তস্মৈ জগন্মঙ্গলমঙ্গলায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমোনমস্তে"॥ ইহার পর শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাতা পিতা শ্রীশচী দেবী এবং শ্রীজগন্নাথ মিশ্রকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের করুণা প্রার্থনা করিলাম।

দেখিতে দেখিতে বেলা বাড়িয়া উঠিয়াছে একটু আশ্রয় স্থানের চেষ্টা করিতে হইবে। স্নান আহ্নিকাদি কিছুই হয় নাই। তবে মনে স্থিরবিশ্বাস ছিল মহাপ্রভু স্থান জুটাইয়া দিবেন। সেখান হইতে বিদায় হইয়া নবদ্বীপ শহরে আসিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গের করুণায় আশ্রয়ও অনায়াসেই মিলিয়া গেল। গোরাচাঁদের আগরার কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে সমাদরে তথায় অবস্থান করিবার আমন্ত্রণ জানাইলেন। মহাপ্রভুর কৃপায় নিদর্শন হাতে হাতেই পাইলাম। সেদিন গোরাচাঁদের আগরাতেই অবস্থান করিলাম।

(ক্রমশঃ)

-একি হলো দায়-

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাস।

একি হ'লো দায়, ওগো একি হ'লো দায়,
নয়নে লাগিল গোরা পাসরা না যায়।
পা সবাতে নাহি পারি এক স্থানে থাকি—
চেয়ে রই গোরাপানে, অনিমেষ আঁখি।
দুই নেত্রে হেরি আশা পুরিল না হায়,
শত চক্ষু কেন বিধি দিল না আমায়।
কুল-শীল, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকলি ভুলিয়া,
গৌরাঙ্গ চরণে মন রহিল পড়িয়া।
হরিনিল চিত মোর গোরা নটবর,
ভাঙ্গিল ধৈর্য্যের বাঁধ, কাঁদিল অন্তর।
মনে হয় ভৃঙ্গ হয়ে শ্রীচরণ ধরি,
প্রেম সুধা করি পান দিবস-শর্ব্বরী॥
কি করিব কোথা যাব, কি হবে উপায়,
একি হ'লো দায়, ওগো একি হ'লো দায়!
অমৃতের খনি গোরা সুষমার সার,
স্বর্গ মর্ত্ত-রসাতলে পূজ্য সবাকার।
শচী ঠাকুরাণী ধন্যা গৌরাঙ্গ জননি।
যাঁর গর্ভে আবির্ভাব এ পরশমণি।
গোরারূপ নাহি হেরি বৃথা জন্ম যায়,
বল দেখি এ সুরেন্দ্রের একি হলো দায়।

—বাঁশী তোমার বাজুক আবার—

(গান)

—শ্রীমোহিনী মোহন গাঙ্গুলী।

বাঁশী তোমার বাজুক আবার তেমনি সুরে তেমনি করে।
তেমনি আবার সুধার ধারা বাঁশীর সুরে পড়ুক ঝরে।
আমার মনে, আমার প্রাণে,
জাগুক দোলা মধুর তানে,
ছুটুক, তুফান, তরঙ্গ আজ সুষুম্নাতে, সহস্রারে
বাঁশী তোমার বাজুক আবার তেমনি সুরে তেমনি করে।

উজান বহুক নীল যমুনা নৃত্যতালে, ফুল্ল মনে ঃ
জাগুক সাড়া গোপীর মনে, জাগুক দোলা বৃন্দাবনে।
সুরের টানে চিত্ত সবার,
নাওগো টেনে এবে আবার,
বিশ্ব নিখিল পড়ুক লুটে তোমাব রাঙা চরণ 'পরে।
বাঁশী তোমার বাজুক আবার তেমনি সুরে তেমনি ক'রে।

দাওগো ছিঁড়ে মায়ার বাঁধন পাগল করে সুরেব টানে,
চলবো আমি পাগল হয়ে সকল ছেড়ে তোমার পানে।
ঐ রাঙা পায় রাধারমন,
টেনে নেবে আমায় যখন,
ছুটবে তখন প্লাবন কিগো ফুল্ল জীবন বালুচরে ?
বাঁশী তোমার বাজুক আবাব তেমনি সুবে তেমনি কবে

পঞ্জিকা সমস্যা ও সমাধান।

[১৩৬৬ ভাদ্র ও কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের শেষঅংশ]

শ্রীষষ্ঠীচরণ জ্যোতির্ভূষণ।

একটি সুস্পষ্ট বুদ্ধি বিভ্রম—এযাবৎ আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে জ্যোতিষ ক্রমোন্নতিশীল বিজ্ঞান জাতীয় শাস্ত্র। অতি প্রাচীনকালে এ শাস্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং জ্ঞানোন্নতি ও বহুধা পরিদর্শনের সাহায্যে ইহার ক্রম-বিকাশও ভ্রমবর্জন হইয়া চলিয়াছে। পঞ্জিকা গণনার মূল উপজীব্য সিদ্ধান্তগ্রন্থাদিতে এবং করণগ্রন্থাদিতে একই প্রকার গণনার মূল বিষয় বলা আছে। ব্রত-শ্রাদ্ধাদির জন্য একরূপ গণনা হইবে এবং গ্রহণাদির জন্য অন্যরূপ গণনা হইবে এরূপ নির্দ্দেশ কোন জ্যোতিষ বা করণগ্রন্থে নাই। ৬০ বৎসর পূর্ব্বের গুপ্তপ্রেশ ও বাগ্‌চী পঞ্জিকায় ও দেখা যায় উহাদের তিথ্যাদি ও গ্রহণ গণনা একই মূল উপাদান হইতে হইত। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে উহাদের গণিত গ্রহণকালের সহিত দৃষ্ট গ্রহণ-

কালের অমিল ধরা পড়ায় গ্রহণগণনা মাত্র শুদ্ধ করা হইল, কিন্তু তিথ্যাদি গণনা পূর্ব্ববৎ অসংস্কৃতই রহিয়া গেল। এই সময় হইতে 'স্থূল' গণনা 'সূক্ষ্ম' গণনা প্রভৃতি নানারূপ মতবাদ প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সমস্ত করণ-গ্রন্থাদিতেই এক প্রকার গণনার পদ্ধতি দেওয়া আছে। 'স্থূল' 'সূক্ষ্ম' এই বিভেদমূলক প্রণালী পঞ্জিকাগণনার জন্য কোথাও দেওয়া হয় নাই। অথচ কোনও গ্রন্থে প্রসঙ্গতঃ দুই একটি স্থূল কথার প্রয়োগ দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে, যেহেতু স্থূল গণনার কথা বলা আছে সেই হেতু সূক্ষ্মগণনারও অস্তিত্ব আছে। কিন্তু এরূপ মতবাদ প্রচার সমস্ত সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র-বিরোধী।

গোভিল, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর প্রভৃতি গ্রন্থে তিথির যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে তাহাতে স্থূল বা সূক্ষ্ম এরূপ কিছু বলা নাই। শুধু তিথি এই কথাটিই বলা আছে। মনে হয়, গ্রহণাধিকারে 'স্ফুটতিথ্যবসানে তু মধ্যগ্রহণমাদিশেৎ' এই মধ্যগ্রহণ বিষয়ক সিদ্ধান্ত দেখিয়া কেহ কেহ বুঝিয়া লইয়াছেন যে, স্ফুটতিথি বলাতেই অন্য প্রকার তিথির অর্থাৎ অস্ফুট তিথিরও অস্তিত্ব আছে। কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্তগ্রন্থ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেও এই কল্পিত বিবিধ স্থূল সূক্ষ্ম সংজ্ঞা বিশিষ্ট তিথির অস্তিত্ব পাওয়া যাইবে না। আসল কথা এই যে, জ্যোতিষশাস্ত্রে স্ফুটতিথি, মধ্যমতিথি, স্ফুট-গ্রহ, মধ্যমগ্রহ প্রভৃতি সংজ্ঞা আছে। এই শাস্ত্রোক্ত মধ্যম তিথি, মধ্যমগ্রহ প্রভৃতি সংজ্ঞা জ্যোতিষগণনার প্রথমিক স্তর, এবং স্ফুটতিথি স্ফুটগ্রহ প্রভৃতি সংজ্ঞা সমস্ত প্রয়োজনীয় সংস্কারযুক্ত দৃক্‌পরিশোধিত গণনা ফলের দ্যোতক। এই মধ্যমতিথি ও মধ্যমগ্রহ কেবলমাত্র জ্যোতির্বিদ্‌দিগের ব্যবহারের জন্যই প্রয়োজন; আর স্ফুটতিথি ও স্ফুটগ্রহ জ্যোতির্বিদ্ ও জনসাধারণ সকলের পক্ষেই উপযোগী। আচার্য্য প্রাঞ্জল ভাষায় বলিতেছেন' স্থূলংকৃতং ভানয়নং যদেতৎ জ্যোতির্বিদাং সংব্যবহারহেতোঃ। সূক্ষ্মং প্রবক্ষ্যেঽথ মুনী-প্রণীতং বিবাহযাত্রাদি ফলপ্রসিদ্ধ্যৈ।' আবার দেখুন মধ্যগ্রহণে কোন্ তিথি গ্রহণ করা হইবে এই সংশয় নিরসনের জন্য সূর্য্যসিদ্ধা গ্রন্থের বিখ্যাত টীকাকার রঙ্গনাথ বিষয়টী আগে প্রাঞ্জল করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন 'মধ্যগ্রহণ-সম্বন্ধেন মধ্যমসূর্য্য-চন্দ্রানীত মধ্যতিথ্যন্তে তৎসম্ভব ইতি কস্যচিৎ ভ্রমঃ স্যাৎ তদ্‌বারণার্থং স্ফুটেতি।' অর্থাৎ তিথ্যবসানে বলিলেই হইত, কিন্তু মধ্যগ্রহণ প্রসঙ্গে মধ্যমসূর্য্যস্ফুট ও মধ্যম চন্দ্রস্ফুট হইতে আনীত মধ্যতিথির অন্তে এরূপ ভ্রমে যদি কেহ পতিত হন তাহার বারণার্থ স্ফুট তিথি এরূপ বলা হইল। মধ্যতিথি বলিতে মধ্যম সূর্য্য ও মধ্যম চন্দ্রের অন্তর ঘটিত তিথিকে বুঝায়। এই মধ্যমতিথির মান প্রতিদিন সমান। এই শাস্ত্রোক্ত মধ্যম তিথি:ক বিধিগতভাবে স্থূল সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে কল্পিত স্থূল তিথির সহিত এই শাস্ত্রোক্ত মধ্যম তিথির কোন সম্বন্ধ নাই। স্থূলতিথি বা স্থূল গ্রহ বাচক কোন কথা মূল গ্রন্থাদিতে নাই। কোন কোন স্থলে যে স্থূল কথার প্রয়োগ আছে, তাহা নীতি-গতভাবে মধ্যম তিথি ও মধ্যম গ্রহকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। তথাপি আমাদের কেহ কেহ স্থূলসংজ্ঞা নামধেয় অভিনব তিথি বিশিষ্ট পঞ্জিকা এখনও ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যবহার করিতেছেন সত্যই ইহা একটি সুস্পষ্ট বুদ্ধিভ্রম নহে কি ?

উপসংহার—আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্মের প্রধান অবলম্বন সিদ্ধান্তজ্যোতিষশাস্ত্র। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন গ্রন্থে ব্যক্তিলিখিত এত বেশী বিচ্ছিন্ন মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে একশ্রেণীর সুবিধাবাদী ঐ সমস্ত মতবাদের বিরুদ্ধ সমর্থনে শাস্ত্রবিরোধী প্রচার কার্য্য চালাইয়া যাইতেছেন। কেবল ধর্ম্ম-শাস্ত্রে বা পুরাণাদিতে নহে। দার্শনিক মীমাংসাস্থলেও ভগবান শঙ্করাচার্য্য ও রামানুজাচার্য্যের মতভেদ চিরপ্রসিদ্ধ হইয়া আছে। জ্যোতিষ প্রত্যক্ষ শাস্ত্র, আকাশ সন্দর্শনদ্বারা এই শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য ও বিশুদ্ধি উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু আমাদের সেদিকে দৃষ্টি নাই। একখানি প্রসিদ্ধ পঞ্জিকা তিথিতে বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়ের অপরিহার্য্যতা দেখাইতে গিয়া যোগিনী তন্ত্রোক্ত-'ষষ্ঠি দণ্ডাত্মকো বারঃ পঞ্চষষ্ঠ্যাত্মিকা তিথিঃ, নক্ষত্রমষ্টষষ্টিশ্চ যোগোভোগদ্বিসপ্ততিঃ।' এই বচন উল্লেখ করিয়া বলিলেন দেখ, তিথিবৃদ্ধি ৬৫ দণ্ড মাত্র হইবে। কিন্তু ভাবিতে অবাক্ হই যে ঐ বচনেরই শেষঅংশে লিখিত 'যোগোভোগদ্বিসপ্ততিঃ' অর্থাৎ যোগবৃদ্ধি ৭২ দণ্ড হইবে এই অংশের প্রতি তাহাদের দৃষ্টিপাত নাই। অর্থাৎ ঐ পঞ্জিকায় যোগবৃদ্ধি ৭২ দণ্ড হয় না। একটি শ্লোক মানিতে হইলে

সম্পূর্ণটাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। একটি শ্লোকের এক অংশ মানিব অন্য অংশ মানিব না একথা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বীকার করিবে না। সর্ব্বজনমান্য সূর্য্যসিদ্ধান্ত-গ্রন্থে তিথির সংজ্ঞা আছে - অর্কাদ্ বিনিঃসৃতঃ প্রাচীং যদ্ যাত্যহরহঃ শশী ভাগৈর্দ্বাদশভিস্তৎ স্যাৎ তিথিশ্চান্দ্রমসং দিনম্॥ এই শ্লোকের সরল নির্গলিতার্থ এই যে রবিচন্দ্রের অন্তরের দ্বাদশ অংশ পরিমিত ভাগ এক তিথি। অথচ একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ঐ তিথির ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন---'ভাগৈর্দ্বাদশভিরিতি চন্দ্রস্য দ্বাদশভোগাবচ্ছেদেন যদ্‌যানং যঃ ক্রিয়াকূটঃ স এব তিথিরিত্যর্থ।' অর্থাৎ চন্দ্রের দ্বাদশভাগগমনে এক তিথি। পাঠক লক্ষ্য করুন মূলগ্রন্থে রবি চন্দ্রের অবস্থানের অন্তরের দ্বাদশ অংশ পরিমিত ভাগকে এক তিথি বলা হইয়াছে, আর টীকাকার চন্দ্রের অবস্থানের অন্তরের দ্বাদশ পরিমিতভাগকে এক তিথি বলিতেছেন। অথচ মূলসংজ্ঞার সহিত সম্বন্ধচ্যুত বিরুদ্ধব্যাখ্যা আজিও মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতেছে।

কিন্তু এত বিরোধিতা সত্ত্বেও 'সংস্কারবাদী পঞ্জিকাসমূহ বাঁচিয়া আছে এবং সত্যানুসন্ধিৎসু বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ পঞ্জিকা সংস্কারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন। ব্রাহ্মণসভা-নির্দ্দিষ্ট বিশিষ্ট পণ্ডিতমণ্ডলীর সভায় গৃহীত 'অসতি ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরোধে দৃগ্‌গণিতৈক্যসাধনমস্মাকং সম্মতম্।' এই মূল প্রস্তাব অনুসারেই সংস্কারবাদী পঞ্জিকাসমূহ রচিত হইতেছে। বিশিষ্ট স্মার্ত্ত পণ্ডিতবর্গ 'পঞ্জিকা সুসংস্কৃত হইলেও ধর্ম্ম কর্ম্মের ব্যাঘাত হয় না' এই সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। দেশব্যাপী পণ্ডিতবর্গের অনুসন্ধিৎসার ফলে ভারত সরকার যে পঞ্জিকা প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে তিথি নক্ষত্র সংস্কারবাদী পঞ্জিকার তিথি নক্ষত্রের সহিত মিল আছে।

জনসাধারণ মনে রাখিবেন—'সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ'। আকাশে সূর্য্য চন্দ্রের অবস্থানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত গণনা বিশিষ্ট পঞ্জিকাই গ্রহণযোগ্য। আশা-করি ধর্ম্মনিষ্ঠ সামাজিকগণ প্রকৃত শাস্ত্রানুসারী বিচার দ্বারা অতঃপর নিজ নিজ ধর্ম্মীয় পঞ্জিকা নির্বাচনে সাবধান হইবেন।

ভোরের স্বপন

শ্রীরামচন্দ্র রায়।

মা যশোমতীর প্রকোষ্ঠ। সম্মুখস্থ বিস্তৃত উদ্যান নানাবিধ পত্র, পুষ্প ও বৃক্ষাদিতে সুশোভিত। প্রকোষ্ঠের অবরোহণ এবং অবতরণ সোপানাবলীর সম্মুখ হইতে নাতি-প্রশস্ত একটী উদ্যান পথ সিংহদ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছে, এবং অপর একটী পথ উদ্যানের এক পার্শ্বে অবস্থিত গো-শালার দিকে অগ্রসর হইয়াছে। উদ্যান মধ্যে আরো কয়েকটী ছোট ছোট ভ্রমণপথ আছে। গো-শালা যাইবার পথের পার্শ্বে, গো-শালার দিকে মুখ করিয়া একটী সুসজ্জিত লতাবিতান তথায় একখানি কাষ্ঠাসনে মা যশোমতী আসীনা। গো-শালার সম্মুখভাগে দুগ্ধবতী গাভীদিগকে বন্ধন করা হইয়াছে। দোহনকারিণীগণ দোহন কার্য্যে ব্যাপৃতা আছে। মাতৃজঙ্ঘা বৎসগণের বন্ধনস্তম্ভ হইয়াছে। পরিচারিকা গোপরমণীগণ দোহনস্থান হইতে কলসী কলসী দুগ্ধ কক্ষে বহন করিয়া লতাবিতানসম্মুখবর্ত্তী একটী গোলকের উপর রক্ষা করিতেছে। মাতা যশোমতী কাষ্ঠাসনে উপবেশন পূর্ব্বক এই সমস্ত কার্য্য তত্ত্বাবধান করিতেছেন। পার্শ্বে দণ্ডায়মানা একজন পরিচারিকা

তালবৃন্ত হস্তে তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে। দুগ্ধের পরিমাপ স্থির হইবার পর, অপর কয়েকজন পরিচারিকা দুগ্ধভাণ্ডগুলি কক্ষে লইয়া প্রকোষ্ঠপার্শ্বস্থিত ভাণ্ডার ঘরে যাইতেছে।

লতা বিতানের পশ্চাৎভাগ হইতে, সকলের অলক্ষ্যে, অপরূপ রূপ লাবণ্যে উদ্যানভূমি আলোকিত করিয়া নধরকান্তি একটী শিশু আসিয়া মা যশোমতীর বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিল। মা যশোমতীর তত্ত্বাবধান কার্য্য সহসা অবসান প্রাপ্ত হইল, ব্যজনকারিণী পরিচারিকার ব্যজনীসঞ্চালন স্তব্ধ হইল,— দুগ্ধ পরিমাপকারিণী এবং বহনকারিণীগণ যে যেথায় যে ভাবে ছিল, সেই ভাবেই রহিয়া গেল। সকলেরই দৃষ্টি সেই অদ্ভুত বালকের দিকে নিবদ্ধ। দোহনকারিণীগণ দোহনকার্য্য বন্ধ করিল এবং পূর্ব্ববৎ বসিয়া থাকিয়াই মুখ ফিরাইয়া অপরূপ রূপ-লাবণ্য সম্পন্ন অপূর্ব্ব সেই বালকের অপরূপ রূপসুধা পান করিতে লাগিল। গাভীগণ তাহাদের বৎসগণের উপর হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া অনিন্দ্যসুন্দর সেই বালকের উপর চক্ষু নিবদ্ধ করিল। মাতৃজজ্ঞাবদ্ধ বৎসগুলিও সজোরে সেই বালকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। উদ্যান মধ্যে বিচরণকারী ময়ূর ময়ূরীদল পেখম তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে সেই লতাবিতানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের পুচ্ছ অনিন্দ্যসুন্দর সেই বালকের শিরোভূষণে স্থান পাইয়া অনিন্দ্যসুন্দরকে অধিকতর সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে দেখিয়া, গাছে গাছে কোকিল কোকিলাগণ মহানন্দে কুহু কুহু স্বরে সেই বালকের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিল এবং আনন্দাতিশয্যবশতঃ বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে যাতায়াত করিতে লাগিল।

মা যশোমতী ব্যস্ত হইয়া আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সেই আদরের ধনকে ক্রোড়ে লইলেন এবং নিজ বস্ত্রাঞ্চলে বালকের মুখ মুছাইতে মুছাইতে তাঁহার প্রকোষ্ঠ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বালক দুই হস্তে মায়ের কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিল। প্ররিচারিকাদের মধ্যে কেহ কেহ বালক ক্রোড়ে প্রকোষ্ঠাভিমুখে গমনকারিণী মা যশোমতীর পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিল। যাহারা স্বস্থানে রহিল, তাহারাও সতৃষ্ণ নয়নে পরমসৌভাগ্যবতী জননীর এবং তাঁহার বক্ষঃস্থিত শ্যামঘনরূপ সেই শ্যামসুন্দরের দিকে পলকবিহীন নেত্রে চাহিয়া রহিল। ক্রমে দৃষ্টির বহির্ভূত হইতেছে দেখিয়া গাভীগণ নিরাশায় 'হাম্বা' রবে যেন বালককে অভিনন্দন জানাইল।

প্রকোষ্ঠমধ্যে থরে, থরে, ক্ষীর, সর নবনী মাখন সাজান রহিয়াছে। সুবর্ণ পাত্রে সেই সব দ্রব্য সামগ্রী সাজাইয়া লইয়া সুবর্ণ চামচে রাণী তাহা তাঁহার ক্রোড়স্থ আদরের গোপালের মুখে দিতেছেন। ঈষৎ মুখ নত করিয়া শিশু তাহা ভক্ষণ করিতেছে। ননী মাখনের চিহ্ন শিশুর গণ্ডদেশ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রকোষ্ঠের এক পার্শে বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত এক মৃন্ময়পাত্রে সুবাসিত পানীয় জল রক্ষিত আছে দূরে মুখ প্রক্ষালন জন্য এক পাত্রে জল লইয়া একজন পরিচারিকা অপেক্ষা করিতেছে।

ইহার পর আরও কিছু দেখিবার জন্য জানিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়াছিল। কিন্তু সে সাধ পুরিলনা। আমার ভোরের স্বপন ভাঙ্গিয়া গেল।

তিরোভাব মহোৎসব ঃ—বিগত ২৭শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার কাটোয়ায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির-প্রাঙ্গণে দিবসত্রয়ব্যাপি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপার্ষদ দাস গদাধর পাদের তিরোভাব মহোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শ্রীযামিনী মুখোপাধ্যায়, শ্রীনন্দকিশোর দাস, শ্রীরামকৃষ্ণ দাস প্রমুখ প্রখ্যাত কীর্ত্তনীয়াগণ সুমধুর লীলা কীর্ত্তনে এই মহোৎসব সাফল্য মণ্ডিত করেন। শেষ দিবসে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণে সর্ব্বসাধারণকে পরিতৃপ্ত করা হয়।

ভৃগুমুনির উপাখ্যান

(শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত)

শ্রীবিজয় মল্লিক।

সরস্বতী নদীর তীরে মুনিগণ শ্রবণ করিতেছিলেন। পুরাণে কোথাও ব্রহ্মাকে, কোথাও বিষ্ণুকে এবং কোথাও বা মহেশ্বরকে প্রধান বলা হইয়াছে। ইহা লইয়া একদিন মুনিগণের মধ্যে মহাতর্ক উপস্থিত হইল। বহু তর্কেও এই বিষয়ের মীমাংসা না হওয়ায় সকলে মিলিয়া ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগুমুনিকে এই বিষয় মীমাংসা করিবার ভার দিলেন।

মুনিবর ভৃগু প্রথমেই ব্রহ্মাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মলোকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পিতার সহিত কথাবার্ত্তা না কহিয়া একেবারে পিতার সভায় গমন পূর্ব্বক নিঃশব্দে বসিলেন। ব্রহ্মা পুত্রকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ও কুশল সংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ভৃগুমুনি কোন কথার উত্তর না দিয়া দম্ভভরে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন এমনকি পিতাকে প্রণাম পর্য্যন্তও করিলেন না।

"ব্রহ্মার সভায় গিয়া মুনিবর।
দম্ভ করি রহিলেন ব্রহ্মার গোচর ॥
স্তুতি কি বা বিনয় গৌরব আচার।
কিছু না করেন পিতা-পুত্র ব্যবহার ॥"

সভাসদবর্গের সম্মুখে পুত্রের দ্বারা এই ভাবে অপমানিত হইয়া ব্রহ্মা বড়ই ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভৃগুকে ভস্ম করিতে উদ্যত হইলেন। ভৃগু ভয়ে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। পরে সভাসদ্‌বর্গ হাতে পায়ে ধরিয়া ব্রহ্মাকে নিরস্ত করিলেন এবং তিনিও পুত্র স্নেহে সে সময়ে ভৃগুকে ক্ষমা করিলেন।

ব্রহ্মলোকে কাজ সারিয়া ভৃগুমুনি কৈলাসে আসিলেন মহেশ্বরকে পরীক্ষার নিমিত্ত। ভৃগুকে দেখিয়া মহেশ্বর অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া ভৃগুকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ভৃগু ঘৃণাভরে বলিতে লাগিলেন।

"............মহেশ, পরশ নাহি কর।
ঘাতক পাষণ্ড বশ সব তুমি কর ॥
ভূত প্রেত' পিশাচ—অস্পৃশ্য যত আছে।
হেন সব পাষণ্ড 'রাখহ' তুমি কাছে ॥
তোমার পরশ নাহি করিতে জুয়ায়!
দূরে থাক, দূরে থাক অয়ে ভুত রায় ॥

ভৃগুবাক্যে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া মহেশ্বর ত্রিশূল দ্বারা ভৃগুকে সংহার করিতে উদ্যত হইলেন। তখন দেবী পার্ব্বতী আসিয়া বহু মিণতি করিলে মহেশ্বর নিরস্ত হইলেন। ভৃগুও সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

তৎপরে ভৃগু বৈকুণ্ঠে আসিয়া দেখিলেন বিষ্ণু নানামণিমুক্তা-খচিত খট্টায় শায়িত আছেন ও দেবী লক্ষ্মী পদসেবায় নিযুক্তা রহিয়াছেন। ভাবিলেন ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে পরীক্ষা করা হইল কিন্তু বিষ্ণুকে কিরূপে পরীক্ষা করি?
তৎপরে বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার বক্ষে পদাঘাত করিলেন তখন বিষ্ণু সসম্ভ্রমে উঠিয়া মুনিবরকে উত্তম আসনে বসাইয়া স্বহস্তে তাঁহার অঙ্গে চন্দনাদি লেপন করিতে লাগিলেন। পরে অতি বিনম্র বচনে কহিলেন—

"তোমার শুভ বিজয় আমি না জানিঞা।
অপরাধ করিয়াছি ক্ষম মোরে ইহা ॥
এই যে তোমার শ্রীচরণচিহ্ন ধূলি।
বক্ষে রাখিলাম আমি হই কুতূহলী ॥
লক্ষ্মী সঙ্গে নিজ বক্ষে দিলা আমি স্থান।
বেদে যেন শ্রীবৎসলাঞ্ছন বোলে নাম ॥"

বিষ্ণুর এই দীনভাবে ভৃগু বড়ই লজ্জিত হইয়া নিজ অন্যায় কার্য্যের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণু বলিলেন—"আপনি আমার পরম ভক্ত। ভক্ত লইয়া আমার যত কিছু লীলা খেলা। ভক্তই আমার দেহ মন ও প্রাণ। আপনার ন্যায় পরম ভক্তের মহিমা বাড়াইবার জন্য আমি চিরদিন আপনার পদচিহ্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিব।"

এই কথা বলিয়া তিনি ভৃগুকে বক্ষ দেখাইলেন। বিষ্ণুর বক্ষে নিজ পদচিহ্ন দেখিয়া ভৃগু ভক্তিরসে মগ্ন হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে বিষ্ণুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া সরস্বতীর তীরে মুনিগণের নিকট আসিয়া সকল বৃত্তান্ত সবিস্তারে কহিলেন—

"ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনের ব্যাভার।
সকল কহিয়ে এই কহিলেন সার॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ॥
সত্য, সত্য, সত্য এই বলিল বচন॥
সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ জনক সবার।
ব্রহ্মা শিব করেন যাহার অধিকার॥
কর্ত্তা, হর্ত্তা রক্ষিতা সভার নারায়ণ।
নিঃসন্দেহে ভজ গিয়া তাঁহার চরণ॥
ধর্ম্ম জ্ঞান পুণ্য কীর্ত্তি ঐশ্বর্য্য বিরক্তি।
আত্ম-শ্রেষ্ঠ-মধ্যম যাহার যত শক্তি॥
সকল কৃষ্ণের ইহা জানিহ নিশ্চয়।
অতএব গাও, ভজ, কৃষ্ণের বিজয়॥"
ভৃগুমুনির বৃত্তান্ত শুনিয়া মুনিগণ।

নিঃসন্দেহে একবাক্যে কহিলেন "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণ"

শ্রীকৃষ্ণাব্দ

শ্রীনারায়ণরায় চৌধুরী।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের পর,—রবার্ট ক্লাইভের সময় হইতে, আমাদের দেশে মিথ্যা কাহিনী-পূর্ণ ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হয়। বিকৃত এবং মিথ্যা কথা-যুক্ত ইতিহাস পড়িয়া আমাদের দেশের লোকের মিথ্যা-ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। এখন কল্যব্দ ৫০৬২ বৎসর চলিতেছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কল্যব্দ আরম্ভ হইবার দুইমাস পূর্ব্বে হইয়াছিল,—তখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বয়স ৭২ বৎসর ৫মাস ২৯ দিন ছিল। আধুনিক শিক্ষাবিষ আমাদের মোহান্ধ করিয়াছে। তাই কলিকাতার একটি সুবিখ্যাত দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়, গত ১৩৬৫ সনে জন্মাষ্টমী দিবসের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, "অদ্য জন্মাষ্টমী শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। খৃষ্টপূর্ব্ব আনুমানিক এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় সভ্যতার শৈশবেই শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।" ১৩৬৬ সনে জন্মাষ্টমীর-দিন তিনিই আবার উক্ত পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাবকাল বুদ্ধের অন্তত হাজার বৎসর আগে। অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে। একই সম্পাদক দুই বৎসর জন্মাষ্টমী বর্ষ-সংখ্যা দুই রকম লিখিলেন? এবার আবার জন্মাষ্টমী-দিন কি লিখিবেন' তাহা দেখিবার ইচ্ছা রহিল।

'আমরা ১৩৬৬ সনে, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং ভারতীয় সভ্যতার সময় শাস্ত্রাদি আলোচনা ক্রমে সাধারণকে নিবেদন করিয়াছিলাম। তাহা ২১ শে আষাঢ় সোমবার (১৩৬৬) সুবিখ্যাত "দৈনিক বসুমতী" পত্রিকায় এবং ৮ই শ্রাবণ শনিবার (১৩৬৬) শ্রীচৈতন্য-মঠের মুখপত্র মাসিক "গৌড়িয়" পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। এবারও সাধারণের অবগতির জন্য লিখিতেছি, মূল মহাভারতের আদি পর্ব্ব ১১৭ অধ্যায়ে ৮।৯ শ্লোকে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জন্ম বিষয়ে লেখা আছে। কল্যব্দ আরম্ভ হইবার ৭২ বৎসর ৮ মাস পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। ১১১৪ খৃষ্টাব্দের দাক্ষিণাত্যের সুবিখ্যাত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভৌগোলিক ও জ্যোতির্বিদ ভাস্করাচার্য্য, তাঁহার প্রণীত সিদ্ধান্ত শিরোমণি লিখেন। সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থে যুধিষ্ঠিরাব্দ দৃষ্ট হয়। এখন ৫১৩৪ যুধিষ্ঠিরাব্দ চলিতেছে। আগামী ২৬শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার যুধিষ্ঠির পূর্ণিমা, যুধিষ্ঠিরের জন্মতিথি।

সে দিন হইতে ৫১৩৫ যুধিষ্ঠিরাব্দ আরম্ভ হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়ে শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের, ত্রিপুরা রাজ সংস্করণের টীকায়, যুধিষ্ঠির হইতে শ্রীকৃষ্ণ একবৎসর দুইমাস আটদিনের ছোট ছিলেন দেখা যায়। এখন শ্রীকৃষ্ণাব্দ ৫১৩৩ বৎসর চলিতেছে। ২৯শে শ্রাবণ রবিবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব স্মৃতির ৫১৩৪ বর্ষের উৎসব হইবে। সে দিন হইতে শ্রীকৃষ্ণাব্দ ৫১৩৪ বর্ষ আরম্ভ হইবে। যীশু খৃষ্ট ৩১০২ কলাব্দে জন্ম-গ্রহণ করেন। যীশু খৃষ্ট যুধিষ্ঠির হইতে ৩১৭৫ বৎসরের এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতে ৩১৭৪ বৎসরের ছোট ছিলেন। শ্বেত বরাহ কল্পাব্দ হইতে ভারতীয় আর্য্য-হিন্দু সভ্যতার বিকাশ। এখন ১৯৭২৯৪৯০৬২ শ্বেত বরাহ কল্পাব্দের বর্ষ চলিতেছে।

কাহারও যদি কিছু জ্ঞাতব্য থাকে, তিনি অনুগ্রহ করে, মহাভারতের টিকা ও বঙ্গানুবাদকার বহুশাস্ত্রের সুপ্রবীণ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় মহাকবি পদ্মভূষণ শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের সহিত ৪১নং দেবলেন, ইণ্টালী কলিকাতা (১৪) প্রাতে ৯টা হইতে ১১টা, বৈকালে ৩টা হইতে ৫টার সময়ে সাক্ষাৎ ও আলাপ করিবেন।

বৈষ্ণবসমাজের অবগতির জন্য নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা মূল মহাভারতের স্ত্রী-পর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সাধ্বী গান্ধারীর অভিশাপ এবং শ্রীকৃষ্ণের সে অভিশাপ গ্রহণ, মৌসল পর্ব্বে প্রথম অধ্যায়ে মুসল প্রসব, দ্বিতীয়-অধ্যায়ে গান্ধারীর অভিশাপের ৩৬ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছে তাহা শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিয়া বৃষ্ণিগণকে প্রভাস-তীর্থে যাত্রা করিতে আদেশ করেন। তৃতীয় অধ্যায়ে,—অন্ধক, ভোজ, শৈনেয় ও বৃষ্ণি বংশীয়গণের পরস্পর বিবাদ-যুদ্ধ ও ধ্বংশ হয়। চতুর্থ-অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ দারুকের অর্জ্জুনকে আনয়ন করিতে হস্তিনা গমন, ও বলদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের যোগাবলম্বন পূর্ব্বক তিরোধান। মহাপ্রস্থানিক পর্ব্বাধ্যায়ে, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান যাত্রা—এসব পাঠ করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১২ স্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে,—বিষ্ণোর্ভগবতোভানুঃ কৃষ্ণাখ্যোহসৌ দিবং গতঃ। তদাবিশৎ কলি লোকং পাপে যদ্রমতে জনঃ॥ যাবৎ স পাদ-পদ্মাভ্যাং স্পৃশন্নাস্তে রমাপতিঃ। তাবৎ কলি বৈ পৃথিবীং পরাক্রান্তুং ন চাশকৎ॥"—এই শ্লোকদ্বয়ের সর্ম্মার্থ গ্রহণ করুন—আস্বাদন করুন। বিনীত নিবেদন—শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব স্মৃতির ৫১৩৪ স্মরণ বর্ষ উপলক্ষে—শুভ জন্মাষ্টমীর উৎসব-দিনে শ্রীভগবানের সুমধুর জন্ম-লীলা-উৎসব-দিনে,-আপনারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণাব্দটি সর্ব্ব-সাধারণ মধ্যে প্রগাঢ় ভক্তি-শ্রদ্ধা-পূরিত চিত্তে—পোষ্টার, ফেষ্টুন, ফ্লাগ এবং মৌখিকভাবে বিতরণ করিবেন।

শোক সংবাদ ঃ—

গভীর বেদনার সহিত জানাইতেছি আমাদের দুইজন শ্রদ্ধাস্পদ পরমবান্ধবকে আমরা এই মাসেই হারাইয়াছি। ইহাদের একজন হইতেছেন শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর এবং শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক খ্যাতনামা সুবিদ্বান ডক্টর নৃপেন্দ্র নাথ চৌধুরী এবং অপর একজন হইতেছেন—আমাদের সম্মিলনীর কোষাধ্যক্ষ সুবিখ্যাত জয়নগর মজিলপুরের জমিদার বংশীয় সৌরেন্দ্র নারায়ণ দত্ত।

অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে আমাদের এই দুইজন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুকে হারাইয়া আমরা সবিশেষ মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছি। করুণাময় শ্রীভগবান প্রেমসেবাদানে ইঁহাদের আত্মাকে চিরশান্তি দান করুন এবং শোকসন্তপ্ত আত্মীয়বর্গের শোকব্যথা প্রশমন করুন।

মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশে—'আদর্শ বৈষ্ণব'।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ডাঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ সরকার।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমানুদৌ॥

যাঁহারা গৌড়দেশরূপ পূর্ব্বপর্ব্বতে (উদয়াচলে) যুগপৎ চন্দ্রসূর্য্যরূপে উদিত হইয়াছেন, যাঁহারা চিত্ররূপী ও কল্যাণপ্রদ সেই অজ্ঞান-তিমিরহারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে বন্দনা করি।

অজ্ঞানতিমিরহারী শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাবশে ও ভক্তজনের সঙ্গ হইতে ভক্তমাহাত্ম্য আকর্ণনপূর্ব্বক ভক্তি-প্রাপ্তির অভিলাষ হেতু এই আদর্শ-মানবটীর হৃদয় শনৈঃ শনৈঃ ব্যাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগরতরঙ্গের ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। এই আদর্শ মানবটী উত্তরকালে "আদর্শ বৈষ্ণব"—এই সংজ্ঞায় ভূষিত হইবেন। শুদ্ধ-মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া যাঁহারা সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মের উপাসনায় ব্রতী হন তাহাদের ভজনপথে কদাচ পতন ঘটিবার আশঙ্কা থাকেনা। এখন তিনি বিনয়ী, পণ্ডিত ও জ্ঞানী, পবিত্র-চরিত, মহামতি, দম্ভশূন্য, কামক্রোধাদি রিপুনাশে যত্নবান, দেবদ্বিজে ভক্তিমান্, তত্ত্বজিজ্ঞাসু অমোঘবাক্ (ব্যর্থালাপহীন)। যথাকালে পথশ্রান্ত পথিককে গৃহাগত দেখিয়া তিনি অতিথি-বোধে প্রীতমনে তদীয় সেবা করেন। অদ্বেষদৃষ্টি, মৈত্রীভাব সুখে ও দুঃখে সমান ভাব, ক্ষমাশীলতা, সমাহিত চিত্ততা, শুভাশুভ পরিত্যাগ পরায়ণতা, শত্রু ও মিত্রে সমদৃষ্টি, যে কোন প্রকারে হউক অন্ন ও বস্ত্র লাভে সন্তুষ্টি, সুশীলতা, মান-অপমানে সমজ্ঞান, সংযতাত্মা ও দৃঢ়নিশ্চয়তা—এই আদর্শ-মানবের চরিত্রের অলঙ্কার স্বরূপ।

অধুনা তাহার হৃদয় এই সংসাররূপ দুঃখসাগর তরণেচ্ছায় শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ও দীক্ষার নিমিত্ত ব্যাকুলিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে ভগবানদত্তাত্রেয় বলিয়াছেন—"ধীর ব্যক্তি বহু জন্মান্তে সুদুর্লভ, পুরুষার্থপ্রদ, অনিত্য মানবদেহ লাভ করিয়া যাবৎ মৃত্যু আগত না হয় তাবৎ সর্ব্বথা নিশ্রেয়োলাভার্থ আশু যত্নবান্ হইবেন, কেননা বিষয় পুনরায় পশ্বাদি যোনিতেও প্রাপ্ত হইতে পারে।"

এই দেহরূপ তরির কর্ণধারই শ্রীগুরু।—তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় ব্যতিরেকে এই ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া দুঃসাধ্য। শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে বেদস্তুতিতে লিখিত আছে—"হে অজ! যাহারা ইহলোকে শ্রীগুরুর চরণ পরিহার পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গ্রাম ও প্রাণসমূহকে বশীভূত করিয়া অদমিত মনোরূপ অশ্বকে সংযত করিতে যত্নবান্ হয়, সেই সকল ব্যক্তি কর্ণধার-হীন তরণীগত বনিগ্জনসমূহের জলধিগর্ভে পতনের ন্যায় উপায়ক্লিষ্ট ও বহুদুঃখাকুল হইয়া ভবসাগরে নিপতিত হইয়া থাকে।

তিনি শাস্ত্রতত্ত্বাদি বিচারপূর্ব্বক অচিন্ত্যশক্তি "শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র" গ্রহণ করিবার জন্যই স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কারণ বহুধর্ম্মসমন্বিত এই বিশ্বে বৈষ্ণবত্বকে মূল কেন্দ্র করিয়াই সকল ধর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছে। আদি বৈদিক ধর্ম্ম ইহাই। শাক্ত গাণপত্যাদি নিখিল ভারতীয় উপাসক বৃন্দের মধ্যেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের অল্লাধিক প্রভাব বিদ্যমান। এমন কি ভারতের বাহিরে পরবর্ত্তীকালে প্রচারিত খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের মধ্যেও ন্যূনাধিক বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব বর্ত্তমান।

বাহ্যিকদৃষ্টিতে খৃষ্টান ও মুসলমানাদি ধর্ম্ম স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভূত হয়; কিন্তু কোরাণ বা বাইবেল হইতে যদি বৈষ্ণবত্বকে পৃথক করা যায় তাহা হইলে কোরাণের কোরাণত্ব ও বাইবেলের বাইবেলত্ব থাকে না। এইজন্য কাহারও ধর্ম্মের নিন্দা করা বৈষ্ণবের পক্ষে নিষিদ্ধ। কারণ এই বৈষ্ণবধর্ম্মবিশ্ব জনীন ধর্ম্ম। বাইবেলের অধিকাংশ ধর্ম্মনীতিগুলি বৈষ্ণবধর্ম্মনীতির সহিত আশ্চর্য্যভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করে। কিন্তু তাহাদের পরমাগতি স্বর্গ-অপবর্গ পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং যে ইন্দ্রিয়দ্বারা ভগবৎসেবা

করিতে হইবে সে যদি মনকে দূষিত করে তবে তাহাকে উচ্ছেদ উৎপাটিত করিবার বিধান রহিয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম বলিতেছেন—"হৃষিকেন হৃষিকেশসেবনং"—যে হস্ত শত্রুর বক্ষ বিদীর্ণ করিতে উদ্যত, ভজনকালে সেই হস্তই শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে সচন্দন তুলসীদানে ও তাঁহার সেবার জন্য নৈবেদ্য সংস্থাপনে কৃতার্থ হয়। যে নয়ন নারীর মাতৃত্বে কুদৃষ্টি স্থাপন করে কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইলে সেই নয়নই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের রসরাজমূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া অগ্নিতে পতঙ্গবৎ প্রধাবিত হয়।

মুসলমান ধর্ম্মের মধ্যে সিয়া, সুন্নী ও সুফী এই তিনটি সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের মতের সহিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনেকটা সামঞ্জস্য আছে। মহামতি মহম্মদের পদতলে বসিয়া পারস্যের জগদ্বিখ্যাত কবি মৌলানা সেখ সাদি লিখিয়াছেন :—

"সোপর্দ্দব বো তোমায়ে পেশ্‌রা।
তু দানী হেসাবে কমো বেস্‌রা॥"

অর্থাৎ হে ভগবান্, আমি কোন ফলের কামনা করিনা, আমি ভালমন্দ, লঘুগুরু কিছুই বুঝিতে পারিনা। তোমাতে আত্মসমর্পণ আমার ধর্ম্ম বলিয়া তোমাতে আমি তন্ময় হইয়া গিয়াছি। এখানে প্রতিপাদিত হইতেছে যে সেখ সাদির ভগবদ্ভক্তি বৈষ্ণবদের আদর্শেই গৃহীত এবং তাহাতে আত্মনিবেদনও রহিয়াছে। পূর্ব্বে পারস্যের বহু মুসলমান বৈষ্ণবগণ শ্রীরাসযাত্রা উপলক্ষে শ্রীধাম বৃন্দাবনে আগমন করিতেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছে তন্মধ্যে অহিংসা অন্যতম প্রধান গুণ। কিন্তু তাহার নবপ্রস্থান হইতে মায়াবাদ স্থাপিত হইয়াছে। তথাহি পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে (২৫।৭)

মাবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥

শিব পার্ব্বতীকে কহিয়াছিলেন—দেবি! কলিযুগে আমি ব্রাহ্মণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মাযাবাদরূপ অসৎ শাস্ত্র প্রণয়ন করি। উহাই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ (বুদ্ধ প্রণীত) শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করেন তখন—

"বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ নবমতে।
প্রভু আগে উদ্‌গ্রাহ করি লাগিলা কহিতে॥"
বৌদ্ধাচার্য্য নবপ্রস্থান উঠাইল।
দৃঢ় যুক্তি তর্কে প্রভু খণ্ড খণ্ড কৈল॥
[শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত]

অন্যান্য ধর্ম্মমতের ন্যায় প্রবৃত্তিমার্গ বৈষ্ণবের জন্য নহে, নিবৃত্তি মার্গই বৈষ্ণবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত পথ। যাহারা সুকোমল কুসুমিত শয্যায় শয়ন করিয়া দীর্ঘকালস্থায়ী সুনিদ্রার আশা করেন, কিংবা যাহারা বিবিধ প্রকার ভোজ্যদ্রব্যের আহার দ্বারা রসনার তৃপ্তি সাধনে সমুৎসুক অথবা সর্ব্ব প্রকার ক্লেশ ও অসুবিধা পরিহার পূর্ব্বক কেবল নিরবচ্ছিন্ন বিলাস-সুখেই জীবন যাপন করিতে অভিলাষী তাহাদের পক্ষে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-পথে প্রবেশের আকাঙ্খা ত্যাগ করাই শ্রেয়। কারণ এই দূরবর্ত্তী দুর্গম পথে তাহাদের শান্তি বা তৃপ্তিলাভ করা অসম্ভব। প্রাবৃটের বৃষ্টি, মাঘের শীত, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্র বা হেমন্তের হিমে সত্যিকারের বৈষ্ণবকে পর্য্যুদস্ত করিতে পারে না; কারণ দ্বন্দসহিষ্ণুতা, বৈষ্ণবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। বিপদে সাহস, কষ্টে সহিষ্ণুতা, শোকে ভগবদনুরাগ, অভাবে সন্তোষ, ভোগের মাঝে ত্যাগের সাধনা ও প্রাণের বিনিময়েও সত্যের জয় ঘোষণা তাহার সর্ব্বপ্রধান গুণ। এই সকল মহাগুণে সমন্বিত বৈষ্ণবগণ পৃথিবীর ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন। পুরাকালে শ্রীভগবানের নরসিংহ রূপ ধারণ কালে পরম-ভক্ত প্রহ্লাদও তাহার পিতার সম্মুখে বৈষ্ণবধর্ম্মের জীবন্ত ও জলন্ত মহিমা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই জন্যই বৈষ্ণবধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম, এইজন্যই বৈষ্ণব সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতম সাধক এবং এই জন্যই মনুষ্য প্রথম বা দ্বিতীয় অবস্থায় যতই সংশয় ও ভ্রমে পতিত হউক না কেন পরিশেষে প্রত্যেক মনুষ্যই কেবল বৈষ্ণব-পাদাপের সুশীতল ছায়ায় গিয়া দুঃখ ক্লান্তি দূর করেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—শ্রীগৌরাঙ্গসেবকের ৭ম বর্ষ শেষ হইল। গ্রাহকগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে আগামী দোল পূর্ণিমার পূর্ব্বে তাঁহাদের ৮ম বর্ষের দেয় ১.৩২ নঃ পঃ ডাক যোগে যেন অফিসে পাঠাইয়া দেন।

ইতি—

সম্পাদক—**শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক।**

তদুক্তং বিষ্ণুধর্ম্মাগ্নিপুরাণয়োঃ—"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ। বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥" ইতি।

নন্‌ তত্র তত্র নানামতমেব দৃশ্যতে—তত্রাহ 'তমেব' ইতি।

পঞ্চরাত্রেতরশাস্ত্রকৃতো হি দ্বিবিধাঃ। কিঞ্চিজ্‌জ্ঞাঃ সর্ব্বজ্ঞাশ্চ। তত্র আদ্যা যথা স্বস্বজ্ঞানানুসারেণ যৎকিঞ্চিত্তত্ত্বৈকদেশং বদন্তি। তত্তু সমুদ্রৈকদেশবর্ণনং সমুদ্র ইব পূর্ণতত্ত্বে শ্রীনারায়ণে এব পর্য্যবস্যতীতি, তে তমেব বদন্তি। যে তু সর্ব্বজ্ঞাস্তে চৈবমাহুঃ প্রায়শঃ, নাস্মাভিরসুরাণাং মোহনার্থমেব কৃতানি শাস্ত্রাণি, কিন্তু দৈবানাং বা তদ্ভেদেন বোধনার্থম্। তে হি রজস্তমঃশবলস্য খণ্ডস্য চ তত্ত্বস্য তথা ক্লেশবহুলস্য সাধনস্য প্রতিপাদকান্যেতানি দৃষ্ট্বা বেদার্থশ্চ দুর্গমো দৃষ্ট্বা নির্বিণ্ণাঃ সর্ব্ববেদার্থসারস্য শুদ্ধাখণ্ডশ্রীনারায়ণস্য সুখময়-তদারাধনস্য চ সুষ্ঠু প্রতিপাদকে পাঞ্চরাত্রে এব গাঢ়ং প্রবেক্ষ্যন্তীতি, তদেতদাহ "নিঃসংশয়েষু" ইতি।

অনুবাদ—[তদুক্তং বিষ্ণুধর্ম্মাগ্নি … তত্রাহ 'তমেব' ইতি]—বিষ্ণুধর্ম্মে ও অগ্নিপুরাণেও দ্বিবিধ সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। যেমন এই জগতে সৃষ্টি দুইপ্রকারের, এক দৈব, আর এক আসুর। যিনি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ তিনি দৈব বলিয়া গণ্য, আর যাহা তাহার বিপরীত তাহাই আসুর প্রকৃতির।

দ্বিবিধ সৃষ্টি—দৈব ও আসুর

আচ্ছা সেই সব নানা শাস্ত্রে তো নানা মত দেখা যায়। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন যে—'সেই নানা মত শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকেই নির্দেশ করে। তাই বলা হয় 'তমেব'।

তাৎপর্য্য-[তদুক্তং বিষ্ণুধর্ম্মাগ্নি … তত্রাহ তমেব ইতি]—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে দৈব প্রকৃতির উপযোগী শাস্ত্রসমূহে শ্রীনারায়ণই প্রতিপাদ্য তত্ত্ব। দৈব ও আসুর প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য কি—তাহাই বুঝাইতে গিয়া বলিলেন—বিষ্ণুভক্তিপরায়ণই দৈব প্রকৃতিসম্পন্ন এবং যাহারা তাহার বিপরীত তাহারাই আসুর প্রকৃতির। বুঝিতে হইবে আসুর প্রকৃতির লোক বিষ্ণুভক্তির উপাসক নহে।

অনুবাদ—[পঞ্চরাত্রেতর……'নিঃসংশয়েষু' ইতি] পঞ্চরাত্র ভিন্ন যাহারা অন্যান্য শাস্ত্রকার—তাহারা দুই প্রকার: কিঞ্চিজ্‌জ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ। তন্মধ্যে প্রথম যাহারা অর্থাৎ কিঞ্চিজ্‌জ্ঞ, তাহারা নিজ নিজ জ্ঞান অনুসারে যৎকিঞ্চিৎ তত্ত্বের অংশ মাত্র বর্ণনা করেন, সমুদ্রের এক অংশের বর্ণনার মত। কিন্তু সম্পূর্ণ তত্ত্বটি পূর্ণ সমুদ্রের মত শ্রীনারায়ণেই পর্য্যবসিত। অতএব প্রকারান্তরে তাঁহারাও তাঁহাকেই বর্ণনা করেন। আর যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহারা এই অভিপ্রায়ই প্রকাশ করেন যে—আসুর ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণকে মোহিত করিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের শাস্ত্র প্রণয়ন করেন নাই, কিন্তু দৈবভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ হইতে যাহারা পৃথক, তাহাদিগকে পৃথকভাবে—বুঝাইবার জন্যই তাঁহাদের প্রয়াস। সেই তাহারা (আসুর প্রকৃতির সাধকগণ) যখন দেখিবে যে রজঃ ও তমোগুণের সেই সব তত্ত্ব কেবল টুক্‌রো বা খণ্ডমাত্র (পূর্ণ-তত্ত্ব নয়), এবং তাহাদের সব শাস্ত্র ক্লেশবহুল সাধনের কথাই বলে, এবং যখন ইহাও বুঝিবে যে বেদার্থ বোঝা কঠিন, তখন তাহাদের চিত্তে নির্ব্বেদ বা বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে। এবং শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্ববেদার্থের সার শুদ্ধ অখণ্ডতত্ত্বই যে শ্রীনারায়ণ এবং তাঁহার উপাসনাই যে সুখময়—এবং পঞ্চরাত্রে যে সেই সব কথা সুন্দরভাবে বলা হইয়াছে—ইহাই বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা উহাতেই (পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রেই) গভীর ভাবে অভিনিবেশ করিবেন। এই কারণেই বলা হইয়াছে— 'সকল শাস্ত্রে নিঃসংশয়ে শ্রীহরিই প্রতিষ্ঠিত।'

দুই শ্রেণী- কিঞ্চিজ্‌জ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ

তস্মাদ্ ঝটিতি বেদার্থপ্রতিপত্তয়ে পঞ্চরাত্রমেব অধ্যেতব্যমিত্যাহ—'পঞ্চরাত্রেতি। যত এবং তত উপসংহরতি 'সাংখ্যঞ্চ যোগশ্চে'তি।

তদেবং পঞ্চরাত্রপ্রতিপাদ্যরূপস্য শ্রীভগবত এবমুৎকর্ষে স্থিতে "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ (ভা. ১. ৭. ১০)" ইত্যাদ্যসকৃদপূর্ব্বমুপদিশতা শ্রীভাগবতেন প্রতিপাদ্যরূপস্য তস্য কিমুতেত্যপি বিবেচনীয়ম্। তদেতদুক্ত্যনুসারেণ সদাশিবেশ্বরত্রিদেবীরূপব্যূহোঽপি নিরস্তঃ। তস্মাদেব চ শ্রীভগবৎপুরুষয়োরেব শৈবাগমে সদাশিবাদিসংজ্ঞে তন্মহিমখ্যাপনায় ধৃতে ইতি গম্যতে। সর্বশাস্ত্রশিরোমণৌ শ্রীভাগবতে তু ত্রিদেব্যামেব তত্তারতম্যজিজ্ঞাসা, পুরুষভগবতোস্তু তৎপ্রসঙ্গ এব নাস্তি।

ব্যাখ্যা বিবৃতি— [পঞ্চরাত্রেতর ··· তদেতদাহ নিঃসংশয়েষু ইতি] নারায়ণীয় উপাখ্যানে বৈশম্পায়নের উক্তিতে বলা হইয়াছে 'সকল শাস্ত্রকর্ত্তা নারায়ণের তত্ত্বই প্রতিপাদন করেন'। শ্রীনারায়ণেই তাঁহাদের প্রচারিত সকল তত্ত্ব ও তথ্যের পর্য্যবসান। তবে শাস্ত্রে নানা মত দৃষ্ট হয় কেন? এই প্রশ্নের মীমাংসায় সন্দর্ভকার শ্রীজীবপাদ বলেন—নানা প্রকৃতির লোকের উপযোগী কোথাও নারায়ণের খণ্ড তত্ত্ব বিবৃত হয়। নারায়ণকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা না করিয়া অন্যবিধ সাধনের কষ্টকরতা প্রভৃতি নানা অপকর্ষের বোধ জন্মাইয়া শেষ পর্যন্ত সেই সব শাস্ত্রকার অখণ্ড শুদ্ধ তত্ত্ব নারায়ণের প্রতিই দৃষ্টি করাইয়া দেন। পঞ্চরাত্র ভিন্ন অন্যান্য সেই সব শাস্ত্রকার দুই প্রকার—কিঞ্চিজ্‌জ্ঞ ও সর্বজ্ঞ। বস্তুতঃ সেই সকল শাস্ত্রে দুর্বল বা আসুর প্রকৃতির লোকের উপযোগী সাধনা সোপানক্রমে দেখা যায়। উহা হইতেই শেষ পর্যন্ত পঞ্চরাত্রের প্রতি অভিনিবেশ আসে। এবং পঞ্চরাত্র শাস্ত্রেই শ্রীনারায়ণের শুদ্ধ ও পূর্ণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব পঞ্চরাত্র ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্রেও প্রকারান্তরে শ্রীহরির তত্ত্বই পর্যবসিত।

অনুবাদ— [তস্মাদ্ ঝটিতি······সাংখ্যঞ্চ যোগশ্চেতি]—অতএব বেদপ্রতিপাদ্য অর্থ যাহাতে শীঘ্রই বোঝা যায়, সেই

পঞ্চরাত্রের অধ্যয়ন বিধেয়

উদ্দেশ্যে পঞ্চরাত্রই অধ্যয়ন করা উচিত। এই কারণেই বলা হয় 'পঞ্চরাত্রবিৎ ব্যক্তি (শ্রীহরিতে প্রবেশ করেন), সেই হেতু 'সাংখ্য ও যোগ'—ইত্যাদি শ্লোকাংশে উপসংহাররূপে (নারায়ণের কথাই) বলা হইয়াছে।

তাৎপর্য্য—পঞ্চরাত্র সর্ববেদার্থসার। বেদের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব হইল শ্রীভগবান্। আর সেই তত্ত্ব অতি সহজভাবে পঞ্চরাত্র শাস্ত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব বেদার্থ বুঝিবার জন্য পঞ্চরাত্র শাস্ত্র পাঠ করাই উচিত।

অনুবাদ— [তদেবং পঞ্চরাত্র······তৎপ্রসঙ্গ এব নাস্তি] — দেখা গেল পঞ্চরাত্রের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব হইতেছে শ্রীভগবান্, এবং সেই শ্রীভগবানের পূর্বোক্ত প্রকার উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে নানা অপূর্ব ফলের

ভাগবতে শ্রীভগবানেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন

উপদেশ প্রসঙ্গে বলা হয় 'আত্মারাম মুনিগণও শ্রীহরিতে ভক্তি করেন' — এইরূপ উল্লেখে শ্রীভগবানের তত্ত্ব সম্বন্ধে যে বিশেষ উৎকর্ষ দেখাইলেন, তাহাতে আর বলিবার কি আছে। এই সব উক্তি অনুসারে, সদাশিব ঈশ্বরের ত্রিদেবরূপে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও রুদ্র এই) যে ব্যূহের কথা শোনা যায় তাহা নিরস্ত হইল। অতএব আদি পুরুষ ও শ্রীভগবানের মহিমা খ্যাপনের জন্যই সদাশিবকৃত শৈব আগমে সদাশিব প্রভৃতির পৃথক্ সংজ্ঞা পরিকল্পিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত হইল সকল শাস্ত্রের শিরোমণি; উহাতে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই) তিন দেবতারই তারতম্যের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু আদিপুরুষ ও শ্রীভগবানের মধ্যে কোন প্রকার তারতম্যের প্রসঙ্গ দেখা যায় না।

নন্থ "নতে গিরিত্রাখিললোকপাল-বিরিঞ্চিবৈকুণ্ঠসুরেন্দ্রগম্যম্, জ্যোতিঃপরং যত্র রজস্তমশ্চ সত্ত্বং ন যদ্-ব্রহ্মনিরস্তভেদম্" (ভা. ৮. ৭. ২৪) ইতি। তস্য পরত্বং শ্রূয়তে এবাষ্টমে। নৈবম্। মহিম্না স্তূয়মানা হি দেবা বীর্য্যেণ বর্দ্ধন্তু ইতি বৈদিকন্যায়েন তদ্যুক্তেঃ। স হি স্তবঃ কালকূটনাশার্থ ইতি। তত্রৈব— "প্রীতে হরৌ ভগবতি প্রীয়েঽহং সচরাচরঃ" (ভা. ৮. ৭. ৩২) ইতি। তথা নবমে—"বয়ং ন তাত প্রভবাম ভূম্নি যস্মিন্ পরেঽন্যেঽপ্যজ জীবকোষাঃ। ভবন্তি কালে ন ভবন্তি হীদৃশাঃ সহস্রশো যত্র বয়ং ভ্রমামঃ ১॥ (ভা. ৯. ৪. ৪৪) ইতি। এতে বয়ং যস্য বশে মহাত্মনঃ, স্থিতাঃ শকুন্তা ইব সূত্রযন্ত্রিতাঃ॥ (ভাঃ. ৫. ১৭, ২৪) ইতি চ তদ্বাক্যবিরোধাৎ।

তাৎপর্য্য—[তদেবং পঞ্চরাত্র······তৎপ্রসঙ্গ এব নাস্তি]—বেদার্থ বুঝিবার জন্য পঞ্চরাত্র অধ্যয়নের উপদেশ আছে পঞ্চরাত্রের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব শ্রীভগবান্। অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা শ্রীভগবানেরই উৎকর্ষ সেখানে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানেরই শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে। সদাশিব প্রণীত শৈবাগমে শিবের কথা আছে বটে, কিন্তু থাকিলেও উহাদ্বারা প্রকারান্তরে শ্রীভগবান ও আদি অবতার পুরুষের মহিমাই খ্যাপিত হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও রুদ্রের মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু আদি পুরুষ ও শ্রীভগবানের মধ্যে তারতম্য নাই। অতএব সব দিক দিয়া শ্রীভগবানেরই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায়॥

অনুবাদ— (নন্থ ন তে গিরিত্রাখিল ······ তদ্বাক্যবিরোধাৎ) আচ্ছা,—ভাগবতে (শিবের স্তুতিপ্রসঙ্গে) যে বলা হয়—'হে গিরিত্রাতা! তোমার পরম জ্যোতিঃ নিখিললোকপালক ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা দেবরাজ ইন্দ্রেরও অগম্য। কারণ ওই পরম জ্যোতিতে রজঃ, তমঃ বা সত্ত্বগুণ কিছুই নাই। ওই তেজ সর্বভেদরহিত ব্রহ্মরূপই।' অষ্টম স্কন্ধের এই বর্ণনায় তো শিবের শ্রেষ্ঠত্বই বলা হইয়াছে। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—না, সেরূপ নহে। মহিমাখ্যাপনের দ্বারা দেবগণকে স্তুতি করিলে তাঁহাদের পরাক্রম বৃদ্ধি পায়—এই যে বৈদিক ন্যায় আছে, সেই অনুসারেই এখানে স্তুতির প্রযোগ হইয়াছে। কালকূট (বিষ) নাশের নিমিত্তই এই প্রকার শিবের স্তুতি। সেই ভাগবতেই শিব (নিজমুখে) বলিয়াছেন—'ভগবান্ শ্রীহরি প্রীত হইলেই চরাচরের সহিত আমি প্রীত হই।' নবমস্কন্ধেও (দুর্বাসাকে শিব) বলিয়াছেন—'হে বৎস! সেই পরমেশ্বরের কাছে আমাদের প্রভুত্ব চলিবে না। সেই পরমেশ্বর হইতে ব্রহ্মাদি জীব সকলের ব্রহ্মাণ্ড রূপ সত্তা হয় এবং এই ব্রহ্মাণ্ড সকল কালক্রমে উৎপন্ন হয় ও বিলীন হয়—যে ব্রহ্মাণ্ডে আমরা বিচরণ করি।' (মহাদেব আরো বলিয়াছেন)— 'সেই মহাত্মার বশে থাকিয়া আমরা সূত্রে আবদ্ধ পাখীর মতো তাঁহার ক্রিয়াশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হই'। এই সব বাক্যের সহিত বিরোধ হয়।—(এইজন্য শিবের শ্রেষ্ঠত্ব শাস্ত্রসমর্থিত নহে)।

শিবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারে অন্য শাস্ত্রবাক্যের সহিত বিরোধ

ব্যাখ্যাবিবৃতি—[নন্থ ন তে গিরিত্রাখিল······তদ্বাক্যবিরোধাৎ]—ভাগবতে শিবের স্তুতিপ্রসঙ্গে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের ইঙ্গিত আছে। সমুদ্র মন্থনে কালকূট বিষ ওঠে। তখন প্রজাপতিগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া স্তব করেন — যেন শিবই পরব্রহ্ম তত্ত্ব। কিন্তু ইহা স্তুতি মাত্র। কারণ মহাদেব ওই প্রসঙ্গে নিজ মুখেই বলিয়াছেন — 'শ্রীহরি প্রীত হইলেই আমি প্রীত হই।' উহাতে শ্রীহরিরই প্রাধান্য প্রকাশ পাইয়াছে। দুর্বাসার অভিশাপে অম্বরীষ রাজার প্রতি মারণরূপী রাক্ষসী ধাবিত হইলে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র সেই রাক্ষসীকে নিহত করিয়া দুর্বাসার অভিমুখে ধাবিত হয়। আশ্রয়ের নিমিত্ত দুর্বাসা ব্রহ্মার নিকটে যান, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া শিবের শরণ গ্রহণ করেন। মহাদেব শঙ্কর তখন বলিয়াছিলেন—'যাঁহার অস্ত্র তোমার প্রতি ধাবিত, আমরাও তাঁহারই অধীন।' এই সকল উক্তি হইতে শ্রীবিষ্ণুরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইল। শিবের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারে ঐ সকল শাস্ত্রবাক্যের সহিত বিরোধ হয়।

১। 'ভবাম'—ইহা পাঠান্তর।

অথবা যৎ শিবস্য জ্যোতিস্তত্র স্থিতঃ পরমাত্মাখ্যঃ চৈতন্যং তৎসম্যগ্‌জ্ঞানে তস্যাপাক্ষমতা যুক্তৈব। যদুক্তম্‌ 'দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া। ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ॥ (ভা. ১০. ৮৭. ৩৭.) ইতি।

ব্রহ্মসংহিতামতে তু ভগবদংশবিশেষ এব সদাশিবে ন ত্বন্যঃ। যথা তত্রৈব, সর্বাদিকারণগোবিন্দকথনে 'নিয়তিঃ সা রমা দেবী তৎপ্রিয়া তদ্বশংবদা। তল্লিঙ্গং ভগবান্‌ শম্ভুর্জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ॥ যা যোনিঃ সা পরা শক্তিঃ" ইত্যাদি "তস্মিন্নাবিরভূল্লিঙ্গে মহাবিষ্ণুঃ" ইত্যাদ্যন্তম্‌ (ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অধ্যায় ৮, ৯, ১০) তদেতদভিপ্রেত্য সদাশিবত্বাদি প্রসিদ্ধিমপ্যাক্ষিপ্যাহ। "অথাপি যৎ পাদনখাবসৃষ্টং জগদ্বিরিঞ্চোপহৃতার্হণাম্ভঃ। সেশং পুনাত্যন্যতমো মুকুন্দাৎ কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ॥ (ভা. ১. ১৮. ২১) ॥ ১৭॥ স্পষ্টম্‌॥ ১॥ ১৮॥ শ্রীসূতঃ॥

"তস্মান্নাহং ন চ শিবোঽন্যে চ তচ্ছক্ত্যেকাংশভাগিনঃ" ইত্যেবোক্তং সাধ্বেব ইত্যাহ—"ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ" (ভা. ১০. ৬৮. ২৬) ইতি॥ ১৮॥ শেষং স্পষ্টম্‌॥ ১০॥ ১৮॥ শ্রীবলদেবঃ॥

অনুবাদ—[অথবা যৎ শিবস্য ... শ্রীসূতঃ। ১৭।] অথবা যুক্তির দিক দিয়া বলিতে হইবে যে শিবের ভবোঽহম যে জ্যোতিঃ, তাহাতে স্থিত যে পরমাত্মরূপ চৈতন্য,—তাহাকে সম্পূর্ণ ভাবে জানিবার ক্ষমতা শিবেরও নাই। তাই (শ্রীভগবান্‌ সম্বন্ধে) বলা হয়—'স্বর্গ প্রভৃতির যাঁহারা অধিপতি সেই (ব্রহ্মাদি) দেবসকলও তোমার অন্ত খুঁজিয়া পায় না। কারণ তুমি যে অনন্তরূপ। তুমিও নিজের অন্ত পাও না। তোমার মধ্যে আবরণযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডসকল পরিভ্রমণ করিতেছে।'

ব্রহ্মসংহিতার মতে শিব ভগবানের অংশবিশেষ

ব্রহ্মসংহিতার মতে শ্রীভগবানের অংশবিশেষই হইলেন সদাশিব, তিনি অন্য কিছু নহেন। সেই ব্রহ্মসংহিতাতেই সকলের আদিকারণ শ্রীগোবিন্দের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—'সেই রমা দেবীই নিয়তি, তিনি শ্রীভগবানের বশবর্তিনী ও তাঁহার প্রিয়া। জ্যোতিরূপ সনাতন ভগবান্‌ শম্ভু হইলেন তাঁহার লিঙ্গ অর্থাৎ অংশ। যিনি যোনিরূপা (বা কারণরূপা) তিনিই (রমা রূপ) পরা শক্তি হইয়াছেন', ইত্যাদি বাক্যে এবং 'সেই যোনিলিঙ্গে মহাবিষ্ণু আবির্ভূত হইয়াছিলেন'—এই বাক্যে উহার সমাপ্তি হইয়াছে। আবার, সদাশিবের প্রসিদ্ধি ভগবান অপেক্ষা যে কম তাহাই দেখাইবার জন্য বলিয়াছেন—'যাঁহার পদনখনির্গত জল অর্ঘোদক করিয়া ব্রহ্মা মহাদেবকে উপহার দিয়াছিলেন, সেই জল জগতের সঙ্গে মহাদেবকেও পবিত্র করিতেছে। অতএব মুকুন্দ ব্যতীত ভগবৎপদের বাচ্য আর কেহ কি হইতে পারে?' ইহার অর্থ স্পষ্ট। ইতি। এই আলোচনায় ভাগবতের উপজীব্য শ্লোকটি প্রথম স্কন্ধের ১৮তম অধ্যায়ে শ্রীসূতের উক্তি॥

তাৎপর্য্য—[অথবা যৎ শিবস্য জ্যোতি……শ্রীসূতঃ॥] —ব্রহ্মাদি দেবগণ শ্রীভগবানের অন্ত পান না। শ্রীভগবানের অনন্ত মহিমা। অতএব দেবগণের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুরই সর্বাধিক মহত্ত্ব। আবার, ব্রহ্মসংহিতার মতে শ্রীমুকুন্দই যথার্থ ভগবৎপদ বাচ্য। তাঁহার সহিত ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের তুলনা হইতে পারে না।

অনুবাদ—[তস্মান্নাহং ন চ…শ্রীবলদেবঃ] তাই ব্রহ্মার উক্তি—'আমি (ব্রহ্মা), শিব ও অন্যান্য অর্থাৎ মরীচিপ্রমুখ ঋষিগণ ভগবৎ শক্তির একাংশেরও ভাগী নহি।' এবং এই উক্তি সঙ্গতই। তাই শ্রীবলরাম বলিয়াছেন—'ব্রহ্মা, শিব, আমি (বলরাম) ও লক্ষ্মী—সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অংশের অংশমাত্র শ্লোকটি স্পষ্ট। ইতি দশম স্কন্ধে ৬৮ তম অধ্যায়ে শ্রীবলদেবের উক্তি।'

ব্রহ্মা ও বলরামের উহার সমর্থন

অথ পরমাত্মপরিকরেষু জীবস্য চ তটস্থলক্ষণং "ক্ষেত্রজ্ঞ এতাঃ" ইত্যত্রোক্তম্। স্বরূপলক্ষণং পাদ্মোত্তর-খণ্ডাদিকমনুসৃত্য শ্রীরামানুজাচার্য্যাদতিপ্রাচীনেন শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়গুরুণা শ্রীজামাতৃমুনিনোপদিষ্টম্। তত্র প্রণবব্যাখ্যানে পাদ্মোত্তরখণ্ডঃ যথা—

জ্ঞানাশ্রয়ো জ্ঞানগুণশ্চেতনঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
ন জাতো নির্বিকারশ্চ একরূপঃ স্বরূপভাক্॥
অণুর্নিত্যো ব্যাপ্তিশীলশ্চিদানন্দাত্মকস্তথা।
অহমর্থোঽব্যয়ঃ ক্ষেত্রী ভিন্নরূপঃ সনাতনঃ॥
অদাহ্যোঽচ্ছেদ্যোঽক্লেদ্যোঽশোষ্যোঽক্ষর এব চ।
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শেষভূতঃ পরস্য বৈ॥
মকারেণোচ্যতে জীবঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরবান্ সদা।
দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন॥ ইতি।

অনুবাদ—[অথ পরমাত্মপরিকরেষু—নান্যস্যৈব কদাচন ইতি]—অনন্তর পরমাত্মপরিকর মধ্যে জীব নিরূপণ করা হইতেছে। উহার তটস্থ লক্ষণ "ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো বিভূতীঃ" এই শ্লোকের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে। উহার স্বরূপলক্ষণ কি—তাহা পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ড প্রভৃতির প্রমাণ অবলম্বনে শ্রীরামানুজাচার্য্য অপেক্ষা অতি প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গুরু শ্রীজামাতৃমুনি উপদেশ দিয়াছেন। সেখানকার প্রণবমন্ত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডের বচন যথা—

জীবের স্বরূপ লক্ষণ

'জীব জ্ঞানের আশ্রয়, জ্ঞান তাহার গুণ বলিয়া জীব চেতন এবং উহা প্রকৃতির অতীত। জীব জাত নহে, উহা বিকারহীন, নিত্য একরূপ, স্বরূপভাগী, অণু, নিত্য, ব্যাপ্তিশীল, চিদানন্দরূপ, 'অহম্'-অর্থ বিশিষ্ট, অবিনাশী, ক্ষেত্রী, ভিন্নরূপ ও সনাতন। উহা অদাহ্য, অচ্ছেদ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য এবং অক্ষর অর্থাৎ ক্ষয়রহিত ইত্যাদি পরমেশ্বরের নানা গুণ দ্বারা যুক্ত ও পরমাত্মার শেষ অর্থাৎ অংশরূপ, সর্বদা পরবান অর্থাৎ পরমাত্মার অধীন ক্ষেত্রজ্ঞ জীব। ওঁ প্রণবমন্ত্রে, মকারের দ্বারা ঐ জীব যে ভগবান শ্রীহরির দাস, কখনই অন্যের দাস নহে তাহাও জানা যায়।

ব্যাখ্যা বিবৃতি—[অথ পরমাত্মপরিকরেষু ...নান্যস্যৈব কদাচন ইতি] পরমাত্মার নির্ণয় করিবার পর জীব নিরূপণ করা হইতেছে। লক্ষণ দুই প্রকার—তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপ লক্ষণ। তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বম্ অর্থাৎ তাহা হইতে পৃথক্ হইয়াও যখন তাহাকেই বোঝাইয়া দেয় তখন উহাকে তটস্থ লক্ষণ বলে। যেমন—কেউ যদি একটা বেশ বড় বাড়ী তৈরী করে, তাহা হইলে ঐ কাজের পরিচয় দিয়াও অনেক সময় তাহাকে বোঝান যায়। "কায দ্বারা জ্ঞান এই তটস্থ লক্ষণ" (চৈ. চ. মধ্য ২য় পরিচ্ছেদ)। জীবের তটস্থ লক্ষণ পূর্বে "ক্ষেত্রজ্ঞ এতা মনসো বিভূতীঃ" এই শ্লোক হইতে জানা যায়। উক্ত শ্লোকে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থার সাক্ষিস্বরূপ জীবের কথা বলা হইয়াছে। সাক্ষিস্বরূপ কাযের দ্বারা জীবের পরিচয় দেওয়ায় উহা জীবের তটস্থ লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

স্বরূপ লক্ষণ বলিতে—'তদভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বম্' তাহাই উহার স্বরূপ লক্ষণ। যেমন গলকম্বল বিশিষ্টতা গরুর স্বরূপ লক্ষণ। আকৃতিতে প্রকৃতি এই স্বরূপ লক্ষণ (চৈ. চ. মধ্য, ২য় পরিচ্ছেদ)। পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডের যে প্রমাণ বচন এখানে উদ্ধৃত হইয়াছে সেই প্রমাণেই জীবের স্বরূপ লক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীজামাতৃমুনিনাপ্যুপদিষ্টং যথা —"আত্মা ন দেবো ন নরো ন তির্য্যক্ স্থাবরো ন চ। ন দেহো নেন্দ্রিয়ং নৈব মনঃ প্রাণো ন নাপি ধীঃ॥ ন জড়ো ন বিকারী চ জ্ঞানমাত্রাত্মকো ন চ। স্বস্মৈ স্বয়ংপ্রকাশঃ স্যাদেকরূপঃ স্বরূপভাক্॥ চেতনো ব্যাপ্তিশীলশ্চ চিদানন্দাত্মকস্তথা। অহমর্থঃ প্রতিক্ষেত্রং ভিন্নোঽণুর্নিত্যনির্ম্মলঃ॥ তথা জ্ঞাতৃত্বকর্তৃত্বভোক্তৃত্ব-নিজধর্মকঃ। পরমাত্মৈকশেষত্ব-স্বভাবঃ সর্ব্বদা স্বতঃ॥ ইতি। শ্রীরামানুজভাষ্যানুসারেণ ব্যাখ্যা চেয়ম্।

তত্র দেবাদিত্বং নিরস্তমেবাস্তি তত্ত্বসন্দর্ভে —"অণ্ডেষু পেশিষু তরুষ্ববিনিশ্চিতেষু প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র। সন্নে যদিন্দ্রিয়গণেঽহমি চ প্রসুপ্তে কূটস্থ আশয়মৃতে তদনুস্মৃতির্নঃ॥" (ভা. ১১. ৩. ৪) ইত্যনেন।

দেহাদিত্বং নিরস্যন্নাহ —"বিলক্ষণঃ স্থূলসূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্। যথাগ্নির্দ্দারুণো দাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ॥ ভা. ১১. ১০. ৮)। ১৯॥ বিলক্ষণত্বে হেতুঃ ঈক্ষিতা তস্য তস্য দ্রষ্টা প্রকাশকশ্চ, স্বয়ন্তু স্বদৃক্ স্বপ্রকাশ ইতি। ১১॥ ১০। শ্রীভগবান্॥

অনুবাদ—[শ্রীজামাতৃমুনিনা······ব্যাখ্যা চেয়ম্] 'আত্মা অর্থাৎ জীব দেহ নহেন, নর নহেন, পশুপক্ষী নহেন, স্থাবর (বৃক্ষাদি) নহেন, দেহ নহেন, ইন্দ্রিয় নহেন, মন নহেন, প্রাণ নহেন, বুদ্ধি নহেন, জড় নহেন, বিকারী নহেন, জ্ঞানমাত্ররূপ নহেন। তিনি নিজ বিষয়ে স্বয়ং প্রকাশ, একরূপ, স্বরূপভাগী, চেতন, ব্যাপ্তিশীল, চিদানন্দরূপ, 'অহম্' অর্থ বিশিষ্ট, প্রতি ক্ষেত্রে (দেহে) ভিন্ন এবং অণু, নিত্য ও নির্মল। জ্ঞাতৃত্ব ভোক্তৃত্ব তাহার ধর্ম্ম, আপনা হইতেই পরমাত্মার অংশবিশেষরূপ স্বভাব তাহাতে সর্বদা বিদ্যমান,—ইহাই শ্রীরামানুজাচার্যের মতে ব্যাখ্যা।

জামাতৃ মুনির মতে জীবের স্বরূপ

তাৎপর্য্য—জীব যে দেব বা দেহ প্রভৃতি হইতে পৃথক তাহা পরেও দেখান হইবে।

অনুবাদ—[তত্র দেবাদিত্বং...ইত্যনেন]—জীবের দেবত্ব প্রভৃতির নিরাস করা হইয়াছে 'তত্ত্বসন্দর্ভে'। শ্লোকটি যথা—'প্রাণ' যেমন অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ বৃক্ষ ও আরও কত স্বেদজ—এই প্রকার অগণিত দেহে বিদ্যমান, অথচ স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া জীবের অনুবৃত্তি করে, তদ্রূপ আত্মাও (জীবও) নির্বিকার থাকেন, তবে সবিকারের ন্যায় প্রতীত হন মাত্র। ইন্দ্রিয় সমূহ এবং অহংভাব লীন হইলে কূটস্থ বা নির্বিকার আত্মাই জাগরূক থাকেন, তখন সুষুপ্তিসাক্ষী আত্মার স্ফুরণ হয়। এই উল্লেখের দ্বারা দেখান হইল যে আত্মা বা জীব দেবতা প্রভৃতি হইতে পৃথক্।

জীব নির্বিকার

তাৎপর্য্য—নির্বিকার আত্মা বা জীবের স্বভাব কিরূপ, তাহারই দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে বলা হইতেছে যে গাঢ় নিদ্রায় সময় অর্থাৎ সুষুপ্তি কালে ইন্দ্রিয় বা অহংভাব প্রভৃতি যেমন লীন থাকে, ঠিক সেইরকম আত্মা নির্বিকার। জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয় জাগরিত থাকে, দেহাভিমানও থাকে। আবার স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রৎ দেহের সংস্কার যুক্ত অহঙ্কার বিদ্যমান থাকে। তেমনি মনোবৃত্তির সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ থাকায় জীবাত্মা সবিকারের মতো প্রতীত হয়। প্রকৃত পক্ষে তাহার বিকার নাই।

অনুবাদ—[দেহাদিত্বং নিরস্যন্...শ্রীভগবান্] জীবের দেহাদিত্ব নিরাস পূর্বক বলিতেছেন—'স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই দেহ হইতে আত্মা পৃথক্। যেহেতু তিনি দ্রষ্টা ও স্বপ্রকাশ। যেমন—দাহকরূপ ও প্রকাশকরূপ অগ্নি দাহ্য কাষ্ঠ হইতে পৃথক, সেই প্রকার আত্মা বা জীব পৃথক। বিষয় জীব যে পৃথক তাহার কারণ এই যে জীব দেহের দ্রষ্টা ও প্রকাশক, নিজেরও দ্রষ্টা এবং প্রকাশক। একাদশ স্কন্ধে ইহা শ্রীভগবানের উক্তি।

জীবের দেহাদিত্ব প্রভৃতির নিরাস

জড়ত্বং নিরস্যন্নাহ—জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ। তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ ॥ (ভা. ১১. ১৩. ২৯) ॥ ২০ ॥

যা তু।—"ময়ি তুর্যে স্থিতঃ জহ্যাৎ" ইত্যাদৌ পরমেশ্বরেঽপি তুর্য্যত্বপ্রসিদ্ধিঃ সান্যথৈব। "বিরাট্‌হিরণ্যগর্ভশ্চ কারাণঞ্চেত্যুপাধয়ঃ। ঈশস্য যত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎপদং বিদুঃ।"[১] ইত্যাদ্যুক্তের্বাসুদেবস্য চতুর্ব্যূহে তুর্য্যাকক্ষাক্রান্তত্বাদ্বা ॥ ১১ ॥ ১৩ ॥ ॥ শ্রীভগবান্।

ব্যাখ্যা বিবৃতি—[দেহাদিত্বং নিরস্যন্...১০।১০ শ্রীভগবান্]—দেহ দুই প্রকার, স্থূল সূক্ষ্ম। মৃত্যুর পর জীব স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম দেহ আশ্রয় করে। সেই দেহ লোকে দেখিতে পায় না। এবং সূক্ষ্ম দেহের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়া করা হয়। স্থূল দেহ তো জীব নয়ই, মরণের পর স্থূল দেহ থাকিলেও উহাকে লোকে মৃত বলে। মৃত্যুর পরে সেই দেহে আর জীব নাই। অতএব স্থূল দেহ হইতে জীব পৃথক, সূক্ষ্ম দেহ হইতেও জীব পৃথক। শাস্ত্র বলে—যে সময়ে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস হয় সে সময়ে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় প্রকার দেহেরই ধ্বংস হয় কিন্তু জীবের বিনাশ হয় না। জীব কর্মফল আশ্রয় করিয়া কারণসমুদ্রে অবস্থান করে। কারণ জীব নিজের দ্রষ্টা এবং নিজেরই প্রকাশয়িতা। অগ্নিই দাহ করে, সেখানে কাঠ দাহ্য পদার্থ। দাহ্য কাষ্ঠ হইতে দাহক অগ্নি পৃথক্। সেইরূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ হইতে জীব বা আত্মা পৃথক্।

অনুবাদ—[জড়ত্বং নিরস্যন্...বিনিশ্চিতঃ] জীবের জড়ত্ব নিরাস করিবার জন্য বলা হইতেছে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিনটি যে বুদ্ধির বৃত্তি সেগুলি সত্ত্ব রজঃ, তমঃ প্রভৃতি গুণযোগ বশতঃ হয়। সাক্ষিরূপে বিদ্যমান বলিয়া জীব উহাদের হইতে পৃথক্।

জীবের জড়ত্ব নিরাস

তাৎপর্য—[জড়ত্বং নিরস্যন্...বিনিশ্চিতঃ] সত্ত্ব, রজ, ও তমঃ এই গুণগুলির সেবায় বুদ্ধি নিয়োগ করিলে ঐ গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলির বুদ্ধিতে অনুপ্রবেশ ঘটে। এই প্রকারে সত্ত্ব গুণে জাগরণ, রজো গুণে স্বপ্ন এবং তমোগুণে সুষুপ্তি। অবস্থা, আসে। ভাগবতে ১১. ২৫. ২০ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্রজসা স্বপ্নমাদিশেৎ। প্রস্বাপং তমসা জন্তোস্তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্ ॥ জীবের ঐ ত্রিবিধ অবস্থার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। জীব কেবল সাক্ষিরূপে বিদ্যমান থাকেন। সুতরাং জীব জড় পদার্থ নহে।

অনুবাদ—[যা তু ময়ি তুর্যে ... ১১।১৩ শ্রীভগবান্] (শ্রীভাগবতে ভগবান্ বলেন) 'আমার তুরীয় রূপে জীব স্থিতিলাভ করিলে (সংসার বন্ধন) ত্যাগ করে'।—এই উক্তিতে পরমেশ্বরে যে তুরীয়ত্বের কথা আছে তাহা অবশ্য অন্য প্রকারের। 'বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ — এই তিনটি ঈশ্বরের উপাধি। যাঁহাতে এই তিনটি নাই অর্থাৎ যিনি এই তিনের অতীত, তাঁহাকেই তুরীয় বলে।' এইরূপ উক্তি থাকায় চতুর্ব্যূহ রূপ বাসুদেবে তুরীয়ত্বের সীমা বিধৃত আছে। (জীবকে তুরীয় বলা যায় না) ।একাদশ স্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবানের উক্তি।

শ্রীভগবানই তুরীয় তত্ত্ব

ব্যাখ্যাবিবৃতি—[যা তু ময়ি তুর্যে ...... ১১।১৩ শ্রীভগবান্]—পূর্বে বলা হইয়াছে যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থা হইতে জীব পৃথক। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের অতীত বলিয়া মনে হয় যেন জীব তুরীয় অর্থাৎ 'চতুর্থ তম। কিন্তু ভাগবতে শ্রীভগবানের যে উক্তি আছে তাহাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে শ্রীভগবানই তুরীয় তত্ত্ব, এবং জীব তাহাতেই স্থিতি লাভ করিলে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ এই তিনটি উপাধি। যিনি এই তিন উপাধি শূন্য তিনিই তুরীয়। অতএব পরমেশ্বরই সেই তুরীয় তত্ত্ব।

---

১ ভা. ১১. ১৫. ১৬ শ্লোকের শ্রীধর টীকা দ্রষ্টব্য।

বিকারিত্বং নিরস্যন্নাহ—"বিসর্গাদ্যাঃ শ্মশানান্তা ভাবা দেহস্য নাত্মনঃ। কলানামিব চন্দ্রস্য কালেনাব্যক্তবর্ত্মনা ॥" (ভা ১১. ৭. ৪১. ২১)॥ চন্দ্রস্য জলময়মণ্ডলত্বাৎ কলানাং সূর্যপ্রতিচ্ছবিরূপ-জ্যোতিরাত্মত্বাৎ যথা কলানামেব জন্মাদ্যা নাশান্তা ভাবা ন তু চন্দ্রস্য, তথা দেহস্যৈব তে ভাবা অব্যক্তবর্ত্মনা কালেন ভবন্তি ন ত্বাত্মন ইত্যর্থঃ ॥১১॥৭॥ শ্রীদত্তাত্রেয়ো যদুম্ ॥

"জ্ঞানমাত্রাত্মকো ন চ" [১] ইতি, কিন্তুর্হি জ্ঞানমাত্রত্বেঽপি জ্ঞানশক্তিত্বং প্রকাশস্য প্রকাশনশক্তিত্ববৎ তাদৃশত্বমপি। "নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্ ব্যভিচারিণাং হি -

---

এই দৃশ্যমান স্থূল জগৎ তাহার বিরাট রূপ উপাধি। আর এই স্থূল জগতের পূর্বে যে সূক্ষ্ম অবস্থা ছিল সেই উপাধিকে বলে হিরণ্যগর্ভ। আবার যাহা হইতে প্রথম বিকার ও মহৎ-তত্ত্ব প্রভৃতি প্রকাশ পায় তাহাকে বলে কারণরূপ উপাধি। এই তিনটি যথাক্রমে বিরাট্ পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ পুরুষ ও কারণ পুরুষ—এই পুরুষত্রয়ের উপাধি। সেই তিন পুরুষ মায়ার সাহচর্যে সৃষ্টি কার্য করেন কিন্তু তাঁহাদের নিজেদের আবির্ভাব বিষয়ে মায়ার সাহায্যের দরকার হয় না। মায়া সেই ত্রিবিধ পুরুষের উপাধি। কিন্তু বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সৃষ্টিকার্য করেন না, মায়ার সম্বন্ধ তাঁহাতে না থাকায় সেই মায়িক উপাধিত্রয়ের তিনি অতীত এবং এই কারণেই তিনি তুরীয় তত্ত্ব।

অনুবাদ—[বিকারিত্বং নিরস্যন্ …… শ্রীদত্তাত্রেয়ো যদুম্]—জীবের বিকারিত্ব নিরাস করিয়া বলা হয়—'চন্দ্রের কলাসমূহের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, কিন্তু চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। সেইরূপ জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মরণ পর্যন্ত যে সকল অবস্থা হয় তাহা কালের অব্যক্ত গতি বশতঃ দেহেরই হয়, আত্মার অর্থাৎ জীবের নহে।'

জীবের বিকারিত্ব নিরাস

চন্দ্রমণ্ডল জলময়, উহার কলাসমূহ সূর্যে প্রতিবিম্বরূপ জ্যোতিঃ, এবং চন্দ্রের কলাসমূহেরই জন্ম ও বিনাশভাব দেখা যায়—কিন্তু চন্দ্রে সেই ভাবের সংযোগ নাই। সেই প্রকার জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া নাশরূপ যে অন্তিম দশা, যাহা কালের অব্যক্ত গতিবশতঃ হয়, তাহা দেহেরই; কিন্তু আত্মার অর্থাৎ জীবের নহে।

ব্যাখ্যা বিবৃতি—[বিকারিত্বং নিরস্যন্ …… শ্রীদত্তাত্রেয়ো যদুম্]—জীবের জন্ম, স্থিতি, বিপরিণাম, বৃদ্ধি ও ক্ষয় এই ছয় প্রকার বিকার নাই। দেহের জন্ম বা উৎপত্তি দেখা যায়, কিছুদিন উহা বর্তমানও থাকে, তাহার পরিণতি, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও নাশও দেখা যায়। কিন্তু এই ষড়্‌বিধ বিকার জীবের হয় না। তাহাই বলিতে গিয়া সন্দর্ভকার ভাগবতের শ্লোক উল্লেখে চন্দ্রের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। চন্দ্র ও চন্দ্রের কলা পৃথক। চন্দ্র একটি জলময় মণ্ডল। তেজোময় সূর্যমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রে অবস্থিতি বশতঃ চন্দ্রমণ্ডলে ক্ষয়বৃদ্ধির যে প্রতিবিম্ব পড়ে—উহাই চন্দ্রকলার ক্ষয়বৃদ্ধি, ইহা জ্যোতিষ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, অতএব চন্দ্রের কলা সমূহেরই ক্ষয়বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উহাতে চন্দ্রের কোন ক্ষয়বৃদ্ধি হয় না। সেইরূপ ক্ষয়বৃদ্ধি দেহেরই হইয়া থাকে। জীবের নহে।

অনুবাদ—(জ্ঞানমাত্রাত্মকো ন চ …… জন্তবঃ ইতি। ৩। ২৬। শ্রী কপিলদেবঃ)।—'আত্মা বা জীব শুধু জ্ঞানামাত্রাত্মক নহে,' তবে উহা কিরূপ? না, জ্ঞানমাত্র হইয়াও, প্রকাশমান বস্তুতে যেমন প্রকাশনের যোগ্যতা দেখা যায় (যেমন দীপাদিতে)—সেইরূপ জ্ঞাতৃত্বও আছে বুঝিতে হইবে। 'আত্মা জন্মগ্রহণ করে না, মরে না, বৃদ্ধিলাভ করে না, ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না: কারণ দেহাদি যেরূপ ক্ষয় বৃদ্ধি প্রভৃতি ব্যভিচারযুক্ত, জীব তেমন নহে। উহা অবিনাশী ও সবনবিৎ (তত্তৎকালদ্রষ্টা)। প্রাণ যেমন সকল

জীব শুধু জ্ঞানমাত্রাত্মক নহে, জ্ঞাতাও বটে

---

১ ভা. ১১. ৭. ৪১ শ্লোকের শ্রীধর স্বামিকৃত টীকায় ইহার আলোচনা দ্রষ্টব্য।